লিপি মালা

পুস্তক।

৭৫২
কলিকাতা

রাম রাম বসুর রচিত।

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।

১৮০২।

দুষ্প্রাপ্য
বাহিরে যাইবে না

किताब कालिज फ़ो
পুস্তক কালেজ ফোর্ট উলিয়ম।

সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং ৭৫২
গ্রন্থ সং

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধি দাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।—

এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গ দেশে কার্য্য ক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে প্রধান এ স্থলের অধিপতি ইং-লণ্ডীয় মহা শয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অব

গত নহিলে রাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার দ্বারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ঐ দ্বয়ীয় যাবদীয় লেখা পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গুম্ফিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায় তাহার প্রথমতো রাজাগণ অন্য রাজারদিগকে লেখেন তাহার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বক দ্বিতীয় রাজাগণ আপন সচিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধি ব্যবস্থাক্রম দান। ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্য লেখা পড়া। সমান সমানীকে গুরু লঘুকে এবং লঘু গুরুকে প্রভু কর্ম্মকরকে এবং অঙ্কমালা এই মতে পুস্তক লেখা যাইতেছে। ইহাতে অন্যোন্য বিদ্বান লোকের স্থানে আমার এই আকাঙ্ক্ষা যদি আমার রচিত

এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিত ক্রমে কশ্চিত দোষ হইয়া থাকে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দৃষ্টি মাত্রে নিন্দা মদে মত্ত না হয়েন একারন কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারে না।—

মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেই কালে ষড়রিপু কৈল নিযোজন।
অতএব ভূল ভ্রান্তি আছে সর্ব্ব জনে।
মানব লক্ষন বসু রামরাম ভনে।

শতাদিত্য বসু বর্ষ পঞ্চ শ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।—

BANGIYA SAHITYA PARISHAD.
LIBRARY.

। প্রথম ধারা।—

। প্রথম অধ্যায়।—

। প্রথম লিপি রাজা অন্য রাজাকে লেখেন।

পরম দেবতা ভগবানের গুণানুবাদ করনের পর যিনি পৃথিবীকে ব্যবস্থিত করিয়াছেন মানব করনক আরং পশু পক্ষী মীন কীট পতঙ্গ ইত্যাদি সমস্তই মানবের নিমিত্তক। তন্মধ্যে রাজাগনকে ঐশ্বর্য্যবন্ত করিয়া উদ্ভব করিয়াছেন আরং সমস্তের রক্ষার্থে। ইহাতে ইহারদের উচিত সর্ব্বতো ভাবে সেই ভগবানের স্তাবক থাকিয়া তাহার অনুজ্ঞা পালন করেন এবং দ্বেষী বিদ্বেষী না হইয়া অন্যোন্য বর্ণ ও ভিন্ন বর্ণ সমস্তকে আপন পরিবারের ন্যায় প্রতিপালন করেন। এতদর্থে দেখ আমি কখন কদাচিত ক্রমে এ সকল দ্বিবিধ

লোকেরদিগকে ভিন্নভাব না করিয়া সম ভাবে প্রতিপালন করি ইহাতেই দিনেং আমার ঐশ্বর্য্যের বাহুল্যতা অতএব এই আমার পূর্ব্ব কথনের প্রমাণ। আমার ইচ্ছা সমস্ত প্রধান লোকের যাঁরা ও এই মত হয় তাহাতেই পৃথিবীর শোভা আমার কর্ণগোচর হইল।

নিজাধিকারের রঙ্গপুর পরগণা তোমার অধিকারের সান্নিধ্য চিরকালাবধি এই মত কথনং সীমা সেতুর বাদ বিসম্বাদ হইয়া আসিতেছে এবার তোমার প্রস্থ লোকেরা নিজাধিকারের প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করে। অদ্য প্রভাতে এই মত শ্রবণে মহা ক্রোধেতে উদ্ধান্বিত হইয়া বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সৈন্যে ডঙ্কার আজ্ঞা হইবা মাত্রেই করিমখাঁ জমাদ্দার পাঁচ হাজার তবকী ও দুই হাজার সোয়ার সমেত প্রস্তুত। আজ্ঞা এই যাহাতে সে নিজাধিকারের

স্নান্নিধ্য স্থান করতল হয় ও বাদীকে আক্রমণ করিয়া আনে কিম্বা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলে। ইতিমধ্যে নয়গুণ অন্তর্বর্ত্তি হইয়া জানাইল এ সকল অসঙ্গত ক্রিয়া অতএব আমার যে সমাচার প্রতি অনাস্থা হইয়া সংবাদককে সমুচিত করা গেল বুঝিলাম এমত হইতে পারে না। আমার এ দর্প ও ঐশ্বর্য্য সর্ব্বত্র প্রকাশমান ইহাতে আপনা দিয়া সহসা এমত না হইয়া থাকি বেক যদি আমার অক্রোধের ক্রোধ হয় তবে এ প্রদেশের কাহার সাধ্য আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। একং কি হইবেক সমস্ত এক কালীন সজ্জমান হইলেইবা তাহার দের সাধ্য কি আমার বিজয়ী সেনার সম্মুখ হয় তাহাতে আপনি ও অন্যোন্য প্রবীন রাজা গণের মূর্চ্ছা নহে তাহা হইলেইবা কি হয়

বিজয়ী সৈন্য এক দণ্ডে নিবারন করিবার আটক কি এমত্য কার্য্য তাহারদের অসাধ্য কি আছে। আপনকার সহিত এখানকার প্রনয় আছে এবং অনুগত মর্দ্দন আমার স্বভাব কখন নহে আর তোমা দিয়া এমত হইতে পারে না কি সাহসে তুমি এ মত্য করিবা ইহাতেই এ সমাচার অপ্রামান্য হইল। কিন্তু সেনার সজ্জা পূর্ব্বে হইয়া ছিল ইহাতে কুমার বাহাদুর শীকার খেলিতে ঐ অঞ্চলে রাহী হইলেন বুঝিতে পারি আপনকার সহিত সাক্ষাত করিয়া শিষ্টাচার প্রকাশ করেনবা যদি ও ইহা দিয়া কোন মতে কিছু ত্রুটি হয় তাহাতে আপনে ক্ষোভিত নহিবেন আপনি এখানকার ভিন্ন কোটী নহেন। ইনি বালক ইহারদের ক্রিয়া তোমার আমার বির্ত্ত ব্যের মধ্যে নহে এ বালক বটে কিন্তু অতি

শয় সুবোধ এবং কার্য্যক্ষম তাহা আপনি হইলেই জানিতে পারিবেন পুর্ব্বানং স্থানে এ যাত্তয়াত করিতেছে কোন স্থানে অপদস্থ হয় নাই। দেখ কিছু কাল গত হইল স্মৃতিপুর অধিকারী শুভিবীর রাজা আপন দুর্দশাক্রমে কুবুদ্ধি ঘটনায় এখানকার সহিত অতি তুচ্ছ বিষয়েতে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার নিবারনার্থে কুমার বাহাদুর এক ঘাট আট হাজার সেনা সজ্জী হইয়া যাইয়া তিন দিনের যুদ্ধেতে তাহাকে পরাভব করিয়া তাহার সহর বাজার নগর চাত্তর লুট করিয়া শুভিবীর রাজাকে আক্রমন করিয়া এখানে আনিয়াছিল আমার ইচ্ছা ছিল তাহাকে পুনরায় আপন অধিকারে পদার্পন করিতে তাহাতে তিনি আপনি কারাগারের মধ্যে আত্মহত্যা করিতেছেন তাহাতে খেদ হইল আমার এমত স্বভাব নহে যে শরনা

গত নিরুপায়কে কদাচ নষ্ট করা হয় কি
করা যায় তাহার দৈবী লিপি এই ছিল। অতএব
কুমার বাহাদুর দৈব পরাক্রান্ত বালক আপনি
এখানকার অন্তরঙ্গ আপনকার আনন্দ বাহুল্য
তার কারন এ সমস্ত লেখা গেল অন্যকে এ
পর্য্যন্ত লিখিবার বিষয় কি। ভগবান আমাকে
একটি সচ্চরিত্র মহদ্গুন দিয়াছেন ইহারি
প্রভাবে এখানকার প্রজাগন ও সেনাগন ও
আর২ লোক সকলেই সুখী এবং আমার
শরনাগতের কখন বিপদ হইতে পারে না
আমার ইচ্ছা আপনি ও সর্ব্বদা নিরুদ্বেগী
হয়েন। ইতি।—

...IYA SAHITYA PARIS...

২ দ্বিতীয় ধারা।—

রাজা অন্য রাজাকে।—

অসীমা গুনকান্ত ভগবানের উদ্দিশ্যে নত হইয়া প্রকাশ করা যাইতেছে কাহার সাধ্য তাঁহার গুন ব্যাখ্যা করে। অনন্ত গুন অসীমা জ্ঞান ও অপ্রমিত বক্তৃ হইলে কিঞ্চিত কহিতে পারিবা ইহাতে মানুষের উচিত তাহার গুনাগুন প্রমিত না করিয়া অসীমা গুনোদ্দিশ্যে আত্মীয় বিবরন নিবেদন করে এতাবন্মাত্রে ইহার অধিকে দোষ।—

কএক দিবস গত হইল শুনা গিয়াছিল সুবর্নপুরের রত্নাকর রায় বালককালাবধি এই সরকারের পোষা কিছু কাল হইল এখানকার সহিত নষ্টতা করিয়া আপনকার অনুগত হইয়াছিল তাহাতে কি হয় নষ্ট প্রকৃতি লোকের স্বভাব কদাচ অন্য মত

হইতে পারে না। কার্য্যক্রমে ওখানে ও তদনুরূপ করিয়া ব্রহ্মাবিলাতে পরগনে বক্রপুর যাহা চিরকালাবধি এ অধিকারে ভুক্তি তাহা দখল করিয়া চতুষ্পার্শ্বের প্রজা লোকের পীড়া দ্যায় তাহাকে নিরস্ত করা অতি সামান্য কথা। এবং বক্রপুর আপনকার অধিকারের নিকটাবর্ত্তী বিবেচনা করা গিয়াছিল তাহার কিছুই বিদিত হইল না ভাবিলাম বুঝি আপনকার ওখানে কোন বিভ্রাট হইয়াছেবা নতুবা ইহার দমনের গৌণ কালের নিমিত্ত কি। অত্যদূরে এখানকার কএক জন সৈন্য মৃগয়া ছলে যাইয়া তাহার নিবারণ করিয়াছে। এবং এখানকার হুকুম হইয়াছে বক্রপুরে একটা গড় নির্ম্মাণ করিতে তাহা ও প্রস্তুত হইল প্রায়। সে সর্ব্ব বিবরণ অবগত হইয়া থাকিবেন। আমি বুঝি আপনকার বিস্তরং সাহায্য এদিক দিয়া

হইতে পারিবেক। যখন কার্য্যে সহায় তার আবশ্যক হয় যাচ্যমান হইলে ত্রুটি হই বেক না এই এই সহজ বিবেচনা অন্তঃকরণ বর্ত্তিতা করিতেছিল। ইতি মধ্যে আপন কার প্রেরিত লোকের নিবেদনক্রমে ও লিপি দৃষ্টে আপ্যায়িত হওয়া গেল আপনকার সাহস পরাক্রমের বিবরণ জ্ঞাত হএন নিতান্ত আহ্লাদিত জানিবা। আপনকার সন্মুখে কেহ স্থির হইতে পারে না সেনা ও সেই মত বিজয়িনী বিখ্যাতা অতএব ইহা হইতে আর অধিক কি। ইহাতে অনুমানে জানা গেল এখানকার বিরোধোপযুক্ত হইয়াছেন এটা অধিক আনন্দের বিষয় এ সকল বিষয়েতে ক্ষমতাপন্ন হইয়া থাকিবা কিন্তু অবধান করুন এ বিষয়েতে দর্প অতিশয় করিবেন না। যদ্যপিস্যাৎ এ সমস্ত রাজাদিগের সভায় মান্যতা বটে কিন্তু আমার পরামর্শে হইতে পারে

না। আমি বুঝি যাবদীয় প্রাণী মাত্রেই এক অংশ হইতে উদ্ভব কদাচ তাহার ভিন্ন নহে এ সকলি নশ্বর অদ্য যাহা আছে কল্য তাহার দেখা যায় কি না সন্দেহ যে বস্তু অতি অল্প কালের বিষয় তাহার অহঙ্কার বিফল দর্প ও অহঙ্কার ভগবানের আপনার শোভা তাহা অন্যের নিমিত্ত নহে এতদর্থে সকল সৃষ্টি অতি সামান্য বস্তুতে উৎপন্ন করিয়াছেন তথাচ লোক তাহারি প্রলোভী এমত না হয় বিবেচনা করিবেন। নাহঙ্কারাৎ পরো রিপু এ সমস্ত লেখা যাইতেছে আপনকার হিতার্থ জানিবেন অন্য মত নহে দর্পহা ভগবানের নাম তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সদা সাব ধান থাকিবেন। ঐশ্বর্য্য বীর্য্য ক্ষমতা রূপ গুন বল পরাক্রম সমস্তই অনিত্য অহঙ্কার এমত দুষ্ট পূর্ব্ব কালের মহাং রাজাগন পৃথু মান্ধাতা দিল্লীপ ভগিরথ প্রভৃতির যখন যাহার

অহঙ্কার হইয়াছে তাহার দমন তৎক্ষণাৎ হইয়াছে। অতএব তোমার আমার অহঙ্কার অতি অনুচিত। দেখ এখানে দিয়া অহঙ্কার হইলে হইতে পারে যেহেতু আপনকার অনুগত্য এখানকার কারণ এমত২ অনেক২ আর আর ও এই মত করেন ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য যথেষ্ট সামন্তও অপ্রমিত ঈশ্বরের অনুগ্রহতে সর্ব্বত্রই বিজয়া বৈরি ব্যাপক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। স্মৃতি মাত্রেই তাহার দমন হয় অনুগত লোক মহানন্দময় যাবদীয় লোকটা এখানকার প্রতি পালনে অনুগত আসমুদ্র অধিকার প্রজা লোক এখানকার সুক্ষ্ম বিচার ও সচ্চরিত্রতা ক্রমে সমস্তই আমাতে নিবিষ্ট এতদ্রূপ ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে ও অহঙ্কারের বসতি এ অঞ্চলে হইতে পারে না। ইহাতেই ভগবান আমাকে রাজাধিরাজ করিয়া তোমারদিগের সর্ব্বত্র

বিখ্যাত করিয়াছেন। এই আমার কেবল না সদ্গুণ ও নিরহঙ্কারির লক্ষণ জানিবা লিখিয়া ছেন আপনকার বালক যুগয়াতে এ অঞ্চলে আগমন করিয়াছেন ইহাতে আনন্দ হয়া গেল কএক বার কার্য্যক্রমে এ রাজধানীতে আপনি আসিয়াছিলেন। নতুবা আপনকার বালক এত বড় হইয়াছেন তথাপি এখানে আইসেন নাই। ভাল এই বার আইসনে সকল বারের আনন্দ জানা যাইবেক। আপনকার লিপিযুক্ত তাহাকে সহর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আনিতে লোক পাঠান গেল যদ্যপিস্যাৎ বক্রপুরের কেল্লায় ও প্রচুর মত লোক আছে তথাপি বালকের আগমন আনন্দক্রমে আর হাজারদশেক সেনা তাহার আগবাড়ান জন্য পাঠান গেল তাহার নিমিত্ত আর ভাবনা করিবেন না। সম্প্রতি

পিরঙ্গী দেশাধিপ নষ্টতা করিয়া আয়দৌর নালার বাঁধাল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন তাহার প্রতুপকারে এখানকার লোক গিয়াছে দমন হইবেক তাহাতে কি হয় আপনকার ও অঞ্চল ঐ বাঁধালে রক্ষা পায় তাহাতে মনোযোগ করিবেন। এখান দিয়া যে আনুগত্য হইতে পারে ত্রুটি হইবেক না। ইচ্ছা আপনি যাইয়া তোমার ও অঞ্চল যাহাতে রক্ষা পায় তাহা করি কিন্তু এখানে আর২ অনেক২ লোক এখানকার সহিত বিপক্ষতা করিয়া নষ্টতা করিতে ওয়াত তাহারদের দমন নহিলে এখানকার ওপর বিপত্তি হওনের আটক হইতে পারে না। এই হইল তাহার বাবিক তথাচ ত্রুটি হইল না। কএক হাজার সেনা সমেত রাজা নবকুমার আপন কার আনুগত্য নিমিত্ত প্রেরিত হইল. ইহা দিয়া ত্রুটি হবেক না। আর২ নিগূঢ় প্রসংঙ্গ

অনেক যাহা অলিখ্য তাহা ইনি পৌছিয়া আপনকার সুগোচর করিবেন। কোন বিষয় ভাবনা করিবা না ইহা দিয়া অনেক অনুগত্য হইবেক আমি ও এই লোকের দিগের দমন করিয়া আপনকার ও অঞ্চলে অবশ্য আসিব ইহাতে সন্দেহ করিবা না ত্বরা নুতুল করা যাইবেক। ইতি।—

রাজা অন্য রাজাকে।—

রাজাধিরাজ হিন্দুস্থান মাঝ। মহা দর্পময় ক্ষমা অতিশয়। শরলান্তঃকরণ কপ হেম বরণ। শক্তিমন্ত ধীর অতি মহাবীর। আত্ম লোক পাল বৈরি মর্দ্দকাল। শ্রীমান গুনধর মহা রাজ রাজেশ্বর রাজ। চক্রবর্ত্তির সাহায্য আকাঙ্খার্থ সাহায্য লিপি লেখ্য যাইতেছে।

পূর্ব্বাবধি এ দেশ ও ওঅঞ্চল কদাচিত ভেদাভেদ করা ছিল না এ দুই রাজ্যই এক পরামর্শ স্থিত ইদানীন্তু কিচুকাল গত হইল এখানকার অন্তঃকরণ অন্যোন্য কার্য্যার্থ চেষ্টান্বিত ছিল। অতএব পত্র পাতি লেখা পড়ার বিষয় স্থগিত ছিল। এখন আপনি বুঝি এখানকার লেখা পড়া পাওনের গতর্ক্রমাতে অন্তঃকরণে ভিন্নভাব করিয়াছেন বিশেষ লিখিবেন। সংপ্রতি পারিশনা রাজ্য যাহা এখানকার ও ওখানকার মধ্যস্থল রাজ্যের রাজা পরশনাথ পূর্ব্বে সুখ্যাতান্বিত ছিল এখন প্রায় প্রতাহান্বিত সে রাজ্যের প্রজা গনের দুঃখ ওহারা পৌচাইতেছে। এই মত আপনকার খানে ও পৌচাইয়া থাকিবেক। ইহাতে আমার ও আপনকার মনোযোগ না করাতে লোক বিমর্ষ বিরুদ্ধ কিন্তু আমার কেননা অন্তঃকরন অন্যদিগে

হাস্ত সমস্ত ছিল। আপনি ও ইহার প্রত্যুপকার করেন নাই ইহার কারণ বিবেচনার বাহির হইল এখন প্রজা লোক আমার কাছে পৌঁছিয়া আত্ম নিবেদন করিলেক অতএব ইহারদের আনুগত্য কারণ পরশনাথের দমন আবশ্যক এখানকার সৈন্য সমস্ত সাজনী করিয়া বাহির হইয়াছে কতক এখানেই আছে। অদ্য কল্য যাইবেক। আমার ইচ্ছা এ মহারাজ্যের প্রজারদের উপকারার্থে আপনে ও সজ্জীযান হইয়া যদি ও অঞ্চলে অনুরোধ করেন চিরকালের মনোদুঃখ ওভয়তো দূর হয় এবং ভগবানের সৃষ্টির দিগকে রক্ষা করা হয় সংবাদ পাইলে অভিনিবেশ করা যাইবেক। যদ্যপিস্যাৎ আপনকার আইসনের কোন বাধা থাকে কি হটাৎ উপস্থিত হয় ভালই। যুবরাজেরদিগের জনেককে পরিপূর্ণ সজ্জাতে

পাঠাইবেন। সকল স্থানের প্রুহরি প্রভৃতি লোকেরদিগকে আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে সকলেই পারিশনায় ওপস্থিত হইবেক।— যদি আপনি একান্ত পরশনাথের ওপরোধে সাহায্যার্থ ক্ষমাপন্ন হয়েন লিখিবেন তাহাতে কার্য্যের বাধা হইতে পারিবেক না এখানকার বৈরি বিমর্দ্দন সেনা ওপস্থিতে অন্যের বড় একটা আবশ্যক থাকে না। তথাচ লেখা যায় যদিত অনুরোধ গননা করেন বিশেষ লিখিলে যে কর্ত্তব্য হয় করা যাইবেক। নাটপুরের দেবদাস রাজা আমার সভার সভাসদ প্রজা লোকের প্রতিপালন যথোচিত করে। শুনা গেল আপনকার ধীসচিব দেবানন্দ কখন২ সে অধিকারের ওপর দৌরাত্ম্য করে এ অসঙ্গত। ওখানকার লোক ইহাতেই রক্ষা নতুবা ইহার সমোচিত বিলক্ষণ করা যাইত তাহার কি

আছ্যা এ পর্য্যন্ত দুর্জনতা করে। আপনকার আইমন পর্য্যন্ত ক্ষ্যান্ত হওয়া গেল পরে তাহার নিবারন অনুসন্ধান করিতে হইবেক জানিবেন। আপনকার দেশের বিবরন আনুপূর্ব্বক জাননের আকাঙ্খা শুনিয়াছি ও অদ্ভি ভূমি রম্য স্থান স্নিগ্ধ জল বালুকাযুক্ত দোআঁশ ভূমি বাতাস সুগন্ধ দেশে খানা দুগ্ধাদি অতি সুলভ। লোকেরা সদাচারী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুভাজন সর্ব্ব মতে উত্তম স্থান ইচ্ছা একবার আপনি যাইয়া দৃষ্টি করি আনন্দ পর্য্যটন করা যায় সহসা অনুচিত। ইহা আপনকার চিত্তে অনায়ত্ত লওনের আটক কি অতএব লেখা গেল পারিশনা হইতে বাহড়িবার কালে ঐ রাজ্য হইয়া আসিতে পারিবা। নতুবা ত্বরায় একবার জোলকমে সপরিবারে যাইয়া দেশ দেখা

যাইবেক। ইহাতে সন্দিগ্ধ নহিবেন সকল সমাচার নিবেদনমিতি।—

রাজা অন্য রাজাকে।—

গুণসিন্ধু দীনবন্ধু মহাদর্পময়। আত্মপাল বৈরিজাল দৃষ্টে করে ক্ষয়। মহারাজ ক্ষিতিরাজ দানে অকাতর। দয়াযুক্ত অতি শান্ত শরল অন্তর। মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য প্রতাপ দুর্জ্জয়। পরাক্রম যমসম রাজা মহাশয়। শ্রীযুক্ত নয়ৃতায় শ্রী গুণসিন্ধু মহারায় রায়ের লিপি প্রত্যুত্তরমিদং। এ বসন্ত কাল প্রফুল্লতার সময়ে তৃপ্তিজনক মাহেন্দ্রোদ্যানে বাস করিয়া নানা প্রকার সুখভোগ কাল যাপন করা যাইতে ছিল। ইতি মধ্যে

প্রেরোক্ত লিপি পূর্ব্বাক্তে প্রকাশ হইয়া আহ্লা
দিত করিল। প্রথমতো লিপি দৃষ্টি মাত্রেই
যে পর্য্যন্ত আনন্দের বাহুল্যতা হইয়াছিল
বিবরণ জ্ঞাপনে তাহার ঐক্যতা কিন্তু দোলায়মান
কিমর্থে সদ্ভাবের বিশেষ বিবেচনা করিয়া
ছেন। যদ্যপিস্যাৎ অন্যোন্য কার্য্যক্রমে লিপি
ইত্যাদির গতায়াত স্থগিত ছিল তাহাতে কি হয়
প্রকৃতাখ্যান সদ্ভাব এই কদাচ বিরুদ্ধ হইতে
পারে না। যদিতু নিতান্ত হয় তাহা কিছু নেহ
কিন্তু এখানকার স্বভাব এই কদাচিতক্রমে
যদিতু কোন লোকের সহিত সম্প্রীতি হইল
তবে তাহার অন্যথা কোনক্রমে হয় না।
পাত্রির গতর্জ্জমা সামান্য কথা এখানকার
শুভাশুভ বিদিত না হওনের হেতু নিবেদন
করা যাইতেছে। এখানকার লিখন আই
লেও তাহার প্রত্যুত্তরের অবকাশ ছিল না

হুওয়ারবধি হইল পারিশানার দুষ্ট প্রজা গণ আপনারদিগের অঙ্গিপের সহিত শাত্রু বতা করিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল রাজা নষ্ট করিয়া আপনারা কর্তৃত্ব করে ইহাতে সনাতন পুরের শ্রীমান রাজা ও যার সহিত পরশনাথের চিরকালাবধি বিবাদ প্রজারদের সাপক্ষ হইয়া এবং তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা প্রদানে বশীভুত করিয়াছিলেন। ইহাতে পরশনাথ বিব্রত হইয়া নিতান্ত শরণাগত সহায়তার যাচমান হইল। শ্রীমানের অহঙ্কার চুর্ণার্থে দৃষ্টিভেদক সেনা পারি শানাতে সজ্জী ছিল এবং আমি আপনিও তদনুরূপ দেখিলাম। এ সহজ ক্রিয়া দৃষ্ট ভেদকেতেই সমাধা হওনের আটক হইবেক না। অতএব আপনাকে এ কার্য্যে ব্যামোহের বিষয় হইল না যদি কোন কঠিন ক্রিয়াও প্রধানকার সুসাধ্য হয় তাহাতে অন্যের

কাম্যোহ আমার অনুচিত জানিবা। এই আমার দ্বারা তুচ্ছ বিষয় দৃষ্টিভেদকেরা নানান প্রকার অনুসন্ধান করিয়া সেই সব পুত্তালোকের দমন এবং শ্রীমানকে সমাশ্বস্ত করিয়া পরশনাথকে তাঁহার রাজ্যের কর্তৃত্ব দেহ যাইয়া পুনরায় নিজ স্থানে বাহুড়িতেছিল ইতি মধ্যে পুর শূন্য প্রযুক্ত পর্ব্বতচোহাড় রাজা যাহার সহিত পূর্ব্বে আপনকার প্রণয় ছিল এবং যাহার দেশে শেতাশ্ব উৎপত্তি স্থল। আমি জানি যে আপনকার পূর্ব্ব কালের বান্ধব এখন বুঝি বেতণ্ডা হইয়া থাকিবেক। নতুবা এখানকার হিংসক হইত না সাজনী করিয়া পঞ্চাশত সহস্রেক তুরগারূঢ় সেনা সজ্জা করিয়া এ মহারাজধানীর উত্তরভাগে বিরোধারম্ভ করিয়াছে। শ্রবণ মাত্রেই সসৈন্যে ঐ অঞ্চলে মনযোগ করা গেল দৃষ্টিভেদক সেনার উত্তরণে

দুর্ব্ব রাজ্য রক্ষক সিপাতিগন পুজারদের
সরলতায় প্রায় পরাস্তের উপক্রম করিয়া
ছিল। পরে দৃষ্টিভেদকেরা পৌঁছিয়া এবং
জানিল যে রাজাকে পরাস্ত করিয়া তাহার
সামন্ত হাজার ত্রিশৈক মহাযুদ্ধে পরিত্রান
পাইয়া নিজ সেনায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। দেখ
ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে এখানকার কর্ম্মানুযায়ি এমত
বিষয় অতিসহজ তার হইল অতএব যত্তোবির্ম্ম
স্তুতো জয়ঃ ইহাতে নিরূপন ছিল। এখন
সর্ব্ব বিবায়তেই মনস্থির জানিকা দেখ দৈব
ক্রমে পারিশনা ও শ্রীযানাধিকার নিজাধি
কারের ভুক্ত হইল। এ দুই বৃহত রাজ্য
তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন পরন্ত
নাথও ঐশ্বর্য্যবন্ত অতএব এখানকার শরনা
গতের এ মত ব্যাপকতা ঈশ্বর করেন
যিনি দ্বারায় আনন্দে দেবানন্দ ও অধিকারের
উপর ক্রমশঃ রাজত্ব করেন এ অতি

অসম্ভব কথা সে বিলক্ষণ রূপে জানে যে আমার অন্তঃকরণ অনুগতমর্দ্দন নহে। তাহাতে এযতং করে অতএব আপনকার লোখা প্রাধান্য করিল তাহার পরিবর্তে মহা নন্দরায়কে নিযুক্ত করা গেল তাহার কারণ আর চিন্তা করিবেন না। দেবদাস অতিশয় বিক্রান্ত বটেন এতদর্থে তাহাকে সেনার মধ্যে সেনাপতি করিয়া পরশনাথের সাহায্যার্থে নিরূপণ জানিবেন। এ মহা রাজ্য দিয়া আপনকার কদাচিতক্রমে কখন কিছু হিংসা হবেক না। বরং উপকার অধীন করুন বঙ্গদেশাধিপ এবং কোসলাধি কারী ও কর্ণাটের রাজা এবং আর২ পাহাড়িয়া দুষ্ট রাজাগণ একবাক্যতা হইয়া কটকপাঁচলী করিতেছে। শুত এই যে আপনার রাজ্য তাহারদের সান্নিধ্য তাহা ব্যতিরেক তাহার দের দস্যুবৃত্তির গমনাগমনের পথ অন্যত্রে

কার নাই। অতএব ঠাওরাইয়াছে আপনি কাকে ধ্বংস করিয়া মনোভীষ্ট সিদ্ধি করে এ বিষয় বিস্তারিত বিবেচনা করিবেন। এ বড় মন্দ কথা হইল তাহারা নিতান্ত দুষ্ট লোক অতএব তাহারে দমনের সামগ্রী আপনকার উপস্থিত নাই তাহার সাহায্য এখান দিয়া না হইলে হইতে পারে না তাহা করিতে হবেক। এতদর্থে নিবেদন লেখা যাইতেছে আপনকার আকাঙ্খা এ রাজ্য অবলোকন করিয়া সুখ পর্য্যটন করিতে করিতে ইহাতে দুই হইবেক আপনে নির্ব্বিরোধে থাকিয়া এ দেশ ভ্রমন সুখানুভব হইবেক। যদি অনুমতি হয় আমার ইচ্ছা আপন আকাঙ্খা সাঙ্গ করুন দেশ রক্ষার্থে দৃষ্টিভেদক সেনারদিগকে হাজার বিশেক তবকি ইত্যাদি সর্ব্ব সমেত পাঠান গেল। অন্য চিন্তার বিষয় নাই জানিবেন যদি ও ইহার

দিগ দিয়া স্রুষ্টি দেখাযায় তাহারদের সহায়তার জন্যে এখানকার মনোযোগ হবেক জানিবেন। আপনে ত্বরা এ অঞ্চলে সপরিহারে আসিবেন কোন বিষয় ভাবনা করিবেন না। এখান দিয়া কতং লোকের সাহায্য হইতেছে আপনিতো এখানকার অতি আত্মীয় ও রাজ্য পুর্ব্বাবধি অন্যাধিকার জানা ছিল না এখন তদধিক হইল জানিবা। আপনার সপরিবারে কালযাপনা কোন যত্নে হইতে পারিবেক। নিবেদনমিতি।—

রাজা অন্য রাজাকে।—

চরাচর সৃষ্টি কর্ত্তা যেই মহাশয়
জয়াজয় প্রাপ্ত হয় তার বন্ধ নয়।

সৃষ্টি কর্ত্তা অন্নদাতা অনন্ত আপনি
তার ভক্তে ত্রিজগতে কভু নহে হানি।
এ জগতে শত্রু২ আছে রাজাগন
যেই ভক্ত সেই শক্ত নহে অন্যজন॥
তার প্রতি মনস্থিতি করি কহি শুন
অসম্ভব আশা না করিও কদাচন।

ইগ্লোলণ্ড নবিত্র পুর পরগণায় আপনকার পিতামহ বাণী এনলেতে দৈবক্রমে কতগুলি ধন প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তখন রাজাধি রাজ তার প্রতি মনোযোগ করিলেন না কিন্তু ছিরাঘন মাত্র ধন প্রাপ্যকে আক্রমন করিয়া ছিল। এ পর্য্যন্ত প্রসঙ্গ হইলে তাহার বারণ হইল তথাচ সে ব্যক্তি বহুযত্নে মন্ত্রীগনের মনোরঞ্জনা করিয়া স্বপদে স্থায়ী হইল। সেই বনোনলক্ষো তাহার পুত্র কএক জন সেনা সংগ্রহ করিয়া শিরলী পরগনার রাজা নিঃসন্তান বিয়োগ হইলে তাহার বিষিক্ত

অধিকার কার্য্যক্রমে সেনার পুত্রাবণাবধে অন্যায় ক্রিয়া করিয়া তিঁহ অধিকার করিয়া ছিলেন। পিতা হইতে পুত্র ভাগ্যবন্ত ও ক্ষমতাপন্ন ছিল বটে তথাচ এই ধারের অপেক্ষিক কখন অহঙ্কারে মত্ত হইতেন না। এবং অন্যের হিংসা হীন ছিলেন এখন শুনি আপনি দৈব পরাক্রান্ত লোক দান শৌর্য্য কীর্ত্তি বীর্য্য রাজ্য সম্পদে যাহা অহঙ্কৃত এবং দেবীমায়ার চর যাহা চিরকালাবধি এ মহারাজ্য ভুক্ত শিঁরসীর সহিত তাহার কোন অংশাংশী নাই তথাচ আপনকার ইচ্ছা নিজ পরাক্রমে তাহা অধিকার করেন এ কি আশ্চর্য্য ভাল২ এ ও ভাল আপনকার এমত২ পরাক্রম হইল এ একটা আনন্দের বিষয় বটে কিন্তু শুন কহি অবধান কর এ কি তুমি কোন মানুষ যে তুমি কটক পাঁচনী কর এ

অঙ্কুলের গুনর। এ তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচনা কোথা শুনিয়াছ শুনি আহারে শার্দুল স্থকিত হও। এ সামান্য বিষয় প্রযুক্ত এখানকার কোপের বাহুল্য হয় না শৃগালের গর্জ্জনে কেশরী নাহি রোষে যদিতু হইল তবে তোমার কি গতিক হইবে কোথায় যাইবা তোমার সহায় বা কে এবং রক্ষাবা কে করিতে পারে। এখানকার ক্রোধ যদি হয় তবে প্রতি ইন্দ্রসখা করিলে ও না পাবে রক্ষা বৈরিদয় সেনা মোর যদ্যপি কোপে সসৈন্যেতে সংহার করিবে। সকুটুম্বে সাবধান আপনার পিতৃ পিতামহের সুখ্যা ক্ষিতে সুখ্যাতান্বিত হইয়া কোনক্রমে দিন পাত করিতেছ ইহাতে বিরস কেন হয় এখান কার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তুমি কি স্থির করিবা। নিসাদাধিপ রাজা বলবন্তরায় যাহার অসংখ্য সেনা এবং দর্পমান কত বড়

তাহার পরাক্রমের সীমা কি যমসম বৈরী হইলে দৃষ্টে করে ভেদ। যাহার রাজ্য সপ্তবিংশতি দিবসের পথ বিস্তার সেনার কোলাহল সিন্ধু গর্জ্জন প্রায় এমত মহারাজা নরনারী নগরের আশে যাহা পূর্ব্বে তাহার কখন ছিল কি কিমত আপন শক্তি আক্রান্ত করিয়া রন করিল বৎসরাবধি সে বিরোধি উপস্থিত ছিল। যখন বৈরীদিগ সেনা আপনারদের পরাক্রমে দণ্ডায়মান হইলে সহজে বলবন্তকে সংহার করিয়া এবং তাহার প্রতিবাদী যে কেহ আসিয়া হইল সমস্তকে নিবারন করিল জয়ংকার ধ্বনি সর্ব্বত্র ব্যাপক করাইল। এখন সে নিসাদ রাজ্য এ অধিকার ভুক্ত ইহাতে তোমার এ কি বুদ্ধি শিবা হইয়া কর বাদ সিংহের সহিত তুমি কাঙ্গালে এ প্রযুক্ত তোমাকে কহি সাবধানং এমতং দুঃসাহস আর কখন

করিও না। তুমি দীন এখানকার লেখায় দরিদ্র সহায় হীন তোমার ওচিত যদি দেবী সীমার চরে তোমার সেনার গমন হইয়া থাকে ইহাতে সেখানকার পুজারদের যে কিছু ক্ষেতি হইয়া থাকে তাহার দ্বিগুন করিয়া দিয়া তাহারদিগকে পরিতোষ করহ যাহাতে তাহারা এ পর্য্যন্ত আন্দোলন না করে। তাহা হইলে রক্ষা পাওয়া ভার। যাহা হওক। এমতং করিয়া সবান্ধববর্গে ও সসৈন্যে একত্র হইয়া বৈরিদম্য সেনার ভাবনা করিলে বুঝি রক্ষা হইতে পারেবা। একারন ক্ষীন হীন দীন অকিঞ্চন লোকের ব্যাযোহেতে তোমার অন্তর সদা কাতর এবং স্তবের বশ অতএব ইহাই কর কহি শুন যদি তোমার ভাগ্যোদয়ক্রমে জানের বাহুল্য হয় তবেইসে তোমার রক্ষা নতুবা নয়। কিন্তু যদি দুষ্টমতি তোমার প্রকৃতির সখা হইয়া

থাকে তবে আর হিতোপদেশের আবশ্যক নাই সৈন্য সাজনা বাহির হইয়া সমাচার লিখিলেই বৈরিদমন প্রস্তুত হবেক। ইহার যাহাতে অভিরুচি কিন্তু অদ্যই দেবীসীমা হইতে লোক উঠাইয়া লহ তাহার দ্বিক্তন গৌন করিবা না। তোমার দশা গৌড়াধিপ ও একব্বর সাহের মত হবেক উপায় কি। ইতি।

রাজা অন্য রাজাকে।

দর্পহারি ভগবান তাহায় নাহি জান
তেকারনে দর্পমদে হইয়াছ অজ্ঞান।
আপনার মত ধন্য কার নাহি জান
ইহাতে হইবে তবে সকল নির্ব্বান
ধন সৈন্য রাজ্য মদে বিভোল হইয়া
তৃনবৎ স্বর্গ ক্ষিতি দেখ মত্ত হইয়া।

আচার বিচার হীন কেন মহাশয়
প্রত্যুত্তর পত্র ইথে শুনহ সংশয়।

বটে আপনে যে প্রকার লিখিয়াছেন সে প্রমাণ পূর্ব্বকালে আমার পিতামহ দৈবানুগ্রহে বীন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পরে পিতা মহারাজা দৈবপরায়ণ এতদর্থে দেখ তাঁহার সন্তান গুনসাগর রূপে ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি দৈবানুগৃহীত এবং আমার সামন্ত ও দৈবশিক্ষিত তবে দৈবের সহিত অন্যের তুল্যতা কি। নচদৈবাৎ পরং বলং। দেবতার সহিত নরের পূজ্য পূজকতা সম্বন্ধ আপনি কি আপনাকে বাখা নিয়া অহঙ্কার করেন দৈব গতিক এই এবং তাহার সৃষ্টি এই মত দেখ মান্ধাতা সগর দিল্লীপ প্রভৃতি যত২ দিকপতি ছিলেন তাহারা কোথায় ইদানীন্ত দুর্য্যোধন কুরুপতি একাদশ অক্ষৌহিনীর কর্ত্তা ভীষ্ম দ্রোণ

তাঁহার সহায় এবং ভগদত্তাদি অনেক, যাহা রাজানুগত বনবাসী পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই সপ্ত অক্ষোহিনীতে কি যত দৈবাশ্রয়ে সমস্তকে সংহার করিয়া আসমুদ্র অধিকার যুধিষ্ঠির নৃপবর সখা তার দেব নারায়ন অতএব দৈব বড় সভা হইতে হয় দৃঢ় ইথে দ্বিধা না কর রাজন এখন আপনকার ওচিত্ত দেবীসীমার চর যাহা আদ্যোপান্ত শির সীরদের ব্যাপ্ত তাহা দিয়া দৈবানুগৃহীতের দিগের পূজা করেন এবং কদাচ ভাবান্তর না করেন তবে রক্ষা হইতে পারে যদি আপন কার অনেক সেনা এখানকার অল্প তাহাতে কি করে সহস্রাবধি মৃগ মণ্ডলীতে এক সিংহ প্রচুর কতগুলা কাকের পাল সেনা গোট করিয়াছেন তাহার মধ্যে এখানকার দুইচারি রাজপরাক্রান্ত বীর যথেষ্ট সামন্তের কার্য্য থাকুক। এ জন দৈবভাজন দেবদত্ত

পরাক্রম সন্তুষ্যান হইলে কাহার সাধ্য সম্মুখী হইবেক তোমার যোত্র কি এবং কত বড় সাধ্য আপনকার কার্য্য কি যদি আপনকার বান্ধববর্গ রাজাগণ একতা হইয়া সন্তুষ্যান হয়েন দৈব প্রাদুর্ভাবে একা আমার স্বসাধ্য।——

একার প্রতাপ এই শুনহ রাজন
একা সিংহে কি করিবে ছাগ পশুগন।
একা ভীম শত ভাই কুরু পুত্র নাসে
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে।
একেলা বামন বলি পাতালে লইল
এক নরহরি হিরণ্যাক্ষ বিদারিল।
একার প্রতাপে ভয় কর মহাশয়
অল্প হেতু সংশেতে না হও নিশ্চয়।

বিবেচনা করিহ দেবীসিংহ শিরসী রাজ্যসে আপনার নহে অতএব পরধন লোভ বর্জ্জিত হও নীতি শাস্ত্রোক্ত দুর্নীতি আকাঙ্ক্ষিত না

হইবেন। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু আরো ঘার জানিবেন দেখ কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র পরধনে লোভ করিয়া ওত্তর কালে তাঁহার কি গতিক হইল আপনি ও বৃদ্ধ সেই দশা না হয় দৈবের সহিত সাবধান হইবেন বিবাদে প্রাধান্য যাইতে পারে। দেখ জ্ঞানবান দৈবের বিবাদ করে না তাহার সাক্ষী রুসাপ পরিক্ষিত সে বিষ প্রতিকার বিদ্যাতে অতি পারক ছিল দৈব বিরোধার্থ বাহছিল। মন্ত্রিরা কহিল মহাশয় আজ্ঞা করুন কি হেতুক রুসাপ বাহছিল। তাহার বিশেষ করিয়া কহ আমরা এ প্রসঙ্গ কখন শ্রবণ করি নাই। রাজা কহিতেছেন তবে তোমরা মনো যোগ করহ এ মহাভারতের এক অধ্যায় দ্বাপর যুগান্তে ভারতবংশে অভিমন্যু সন্তুতি মহারাজা পরিক্ষিত সাধু সত্যবাদী

জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব প্রকারেতে শিষ্ট। এক
দিবস মৃগয়াতে কার্য্যক্রমে অমাত্য ও সেনা
গণের সঙ্গ হইতে ভিন্ন হইয়া দৈবে দূর
বন প্রবেশ করিয়াছিলেন অত্যন্ত শ্রান্ত
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল না পাওনেতে বিরক্ত জল
অন্বেষণ করিতে২ দেখেন এক রম্য স্থল
কিন্তু জল নিকটের মধ্যে দেখেন না এক
জন মৌনব্রতে বসিয়াছে তাহাকে বার২
জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে উত্তর না পাইয়া
ক্রোধান্বিত হইয়া সেই স্থানে মৃত্যু সর্প
ছিল তাহা সেই মুনির গলায় বেষ্টন করিয়া
দিয়া প্রস্থান করিলেন। সে মুনির পুত্র
আসিয়া পিতার দুর্গতি দেখিয়া ক্রোধায়
ক্রোধান্বিত হইয়া জল হস্তে করিয়া শাপ দিল
যে জন মৃত্যুসর্প আমার পিতার গলায়
জড়াইয়াছে অদ্য হইতে সপ্ত দিবসে
তাঁহাকে তক্ষক কালসর্পে দংশুক পশ্চাৎ

কাল বিদিত হইল সে ব্যক্তি ছিল রাজা পরিক্ষিত। মহামুনি মৌন ভঙ্গ হইয়া বিবরণ জানিতে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পুত্রকে কহিলেন পুত্র মহারাজা পরিক্ষিতকে শাপ গ্রস্ত করিলা এ অনুচিত ক্রিয়া আমার আশ্রমে অতীথি হইয়াছিল আমরা তাহার আতিথ্য করিতে অভাজন হইলাম সে আমাকে জ্ঞাত ছিল না তাহাতে যদিও কিছু অপরাধ করিয়া থাকে তাহাতে এ মহাশাপ দাতি করণ অতি অবিচার অতএব তাহাকে শাপান্ত কর। মুনিপুত্র নিবেদন করিল পিতঃ আমি মহা কোপে এ শাপ দিয়াছি ইহার বিমোচন আমার সাধ্য নহে ইহা জানিয়া যে কর্ত্তব্য হয় আজ্ঞা হওক। ইহাতে সে ঋষি বিমর্ষ হইয়া বিস্তর রোদন করিলেন এবং জানিলেন অমোঘ ব্রহ্মশাপ মোচন হইতে পারে না তাহার এক শিষ্য দিয়া রাজাকে সম্বাদ

দিলেন রাজা সপরিবারে বৃক্ষশাখায় ভীত হইয়া এক মুক্তি স্থানের মধ্যে এক মঞ্চ রচনা করিয়া তাহার ওপর রত্ন মণ্ডিত বিরাজের স্থান রচনা করিয়া তাহাতে অবস্থিতি করিলেন। এবং অনেকং সর্পবিদ্যার ওঝা গন স্থানেং আপনারদের ঔষধি ও গুন মন্ত্র স্থাপনা করিয়া রহিলেন। এই মতে ষষ্ঠ দিবস গত হইলে সপ্তম দিবসে তক্ষক সর্পরাজ বান্ধবগনের সহিত প্রস্তুত হইয়া গতি করিতেছিল সেই মত কস্যপ ব্রাহ্মন দরিদ্র দীন ও সুখ্যাতি পাওনের আশয় রাজা পরিক্ষিতকে সর্প বিষ জ্বালে রক্ষা করনার্থে হর্ষ চিত্ত হস্তিনায় গতি করিতেছিল। পথের মধ্যে কামরূপী নাগরাজ ব্রাহ্মনের বেশে গতি করিতেছিল দ্বিজকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল কহ দ্বিজ কোথায় গমন করিতেছ। কস্যপ বলিলেন শুনিয়াছি

আদ্য তক্ষক নাগ রাজা পরিক্ষিতকে দংশন করিবেক আমি গুরুমন্ত্র বলে তাহাকে রক্ষা করিব ইহাতে আমার ঐহিক পারত্রিকের দুয়েরি ফল হইবেক। ইহা শুনিয়া নাগ বলিল তুমি নির্বোধ ব্রাহ্মণ কার সাধ্য রক্ষা করে তক্ষক দংশনে। দ্বিজ বলিল এমত কেন কহ তক্ষক কোন ছার আমি গুরুমন্ত্র প্রভাবে অবাধে রাজাকে রক্ষা করিব। এ কথা শুনিয়া নাগ কোপান্বিত হইয়া বলিল আমি তক্ষক শুন তুমি কিমত ওঝা দেখিব দেখ আমি বৃক্ষে দংশন করি রক্ষা কর দেখি। এমত কহিয়া নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া যাইয়া দংশন করিল বৃক্ষকে তাহার মহাবিষানলে বৃক্ষ সমূলে ভস্ম হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ওঝা দ্বিজ উন্মূলন করিয়া তাহারি এক মুষ্টি ভস্ম ধারন করিয়া পুনর্ব্বার সেই গর্ত্তে মহামন্ত্রাভিষিক্ত করিয়া স্থাপনা করিলে তাহাতে একটী অঙ্কুর

হইয়া সেই দণ্ডে বৃদ্ধি পাইতেং পুনর্ব্বার সেই পূর্ব্বমত বৃক্ষ হইল তাহার কিঞ্চিত বিভেদ হইল না। তাহাতে কাষ্ঠাহরণ কারণ এক ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছিল এবং বৃক্ষের সহিত ভস্ম হইল সে ও আরবার জীবন পাইল। এ সমস্ত দেখিয়া নাগরাজ বিমর্ষ হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিতেছেন দ্বিজ আমি জানিলাম তোমার শক্তি আছে আমার দংশন রক্ষা করিতে কিন্তু বিনাশান দৈব ক্রিয়া তাহাতে কিমতে রক্ষা করিবা কার শক্তি রক্ষা করে দৈব নির্ব্বন্ধনে যদিতু তাহাতে কেহ হয় শক্তিমান দৈব বিরোধে কাৰ্য্য নাহিক কল্যান। শুন দ্বিজ তুমি দরিদ্র কিঞ্চিত ধনার্থে দৈবের বাধা জন্মাইতে চাহ ইহা করিও না আমি তোমাকে এক মহাধন দিব যাহা তার ভাণ্ডারে নাই। এত বলি নাগ রাজ আপনার মস্তক হইতে

মনি কাড়িয়া দিল পাওয়া মন সোনা প্রতিদিন প্রসব হয়। দ্বিজ ভাবিলেন এন পাইলাম বুদ্ধ্রেশান দৈব বটে অতএব দৈবের সহিত বিরোধ অনুচিত বল পাইয়া বাহুড়িয়া পুনর্ব্বার নিজালয় গমন করিলেন। অতএব জ্ঞানবান লোক জানে দৈব বিরোধে ভদ্র নাই বিবেচনা করিও। মন্ত্রীরা জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ পরে সে সপ কি কর্ম্ম করিলেন। রাজা কহিতেছেন শুন নাগ দূতমুখে সম্বাদ পাইয়া জানিল রাজার সমীপে ব্রাহ্মন ব্যতিরেক যাইতে পারে না অতএব তাহার পরিবার সমস্তই দ্বিজরূপ হইয়া কতগুলীন ফল ও পুষ্প রাজাকে আশীর্ব্বাদ কারন হাতে করিয়া লইলেন কামরূপী নাগ রাজ তাহারি এক ফলের মধ্যে কীটরূপ হইয়া প্রবেশ করিয়া রহিলেন। নাগ কিঞ্চিত বেলা বাকি থাকিতে যাইয়া রাজার

সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই ফল ও পুষ্প রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে বসিলে রাজা কহিলেন এ কি হইল সূর্য্য অস্তগত হইল আসিয়া অযোদ্ব ব্রাহ্মণশাপ ব্যর্থ হইল এ কি চমৎকার ইহাতে আমার বংশনাশ জন্মিবে এই কহিতে২ সেই আশীর্ব্বাদীয় ফল চর্ব্বি করিতে২ তাহারি এক ফলের মধ্যে দেখেন এক কীট অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ তাহার মুখ রক্ত বর্ণ দেখিয়া রাজা কহিতেছেন শুন তোমরা সবে ব্রহ্মশাপ ব্যত্যয় হয় এত ভাল নহে অতএব এ কীট তক্ষক হইয়া আমাকে সংহার করুক। এত বলিয়া ব্রহ্মতালুতে কীট থুইয়া বলিলেন এ তক্ষক হওক সকলি বলিল হওক না। কামরূপী নাগ নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া রাজাকে নাশ করিয়া অন্তরিক্ষে গতি করিয়া প্রস্থান করিল রাজার শরীর বিষানলে

দাহন হইয়া গেল। আর যে লেখিয়াছিলেন সেনা সাজান করিয়া সম্বাদ দিতে তাহাতে ধীমকানের অনুভাব হইল আপনি আপনাকে যে জ্ঞান করিয়াছেন তাহা এখন ত্যাগ করুন এখন সে কাল গত হইল এখন বাতাস ফিরিয়া বহিতেছে জানিবেন। আর এও বাস্তব্য বটে যদি সর্ব্বকাল এক জন বিভাগ্য গ্রস্ত থাকে তবে অন্যের গত্যান্তর হবেক না ভগবানের সুক্ষ্ম বিচার বর্ষাকাল গতে শীতের সমাগম হইবেই অতএব কালক্রমে এক২ জনের বৃদ্ধি তাহাতে শোকিত কেন নিগূঢ় বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবেন। আমার বিবেচনায় এই আইসে এই অপানকার ভদ্র অনেক কালাবধি রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন এখন দৈব ইচ্ছা এক জনকে সর্ব্বাধিন করিতে এবং আপনি ও আপন

মনে বুঝিয়াছেন আমি দৈব পরাক্রান্ত প্রযুক্ত হইলে পরিবারের সহিত প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকিবার আটক হয় না নতুবা বুঝি আপনার শেষদসা উপস্থিত কেবল দেবীসীমার চরের কারন সবংশে সংহার হয়েনবা এ দুইতেই আমি সম্মত যাহাতে আপনকার ইচ্ছা হয় সেই মত করিবেন। অদ্য এখনকার সামন্ত প্রস্তুত মতে দেবীসীমায় প্রস্থান করিল সাবধান পূর্ব্বক জ্ঞাপনমিতি।—

রাজা অন্য রাজাকে।—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার আজ্ঞা হইতে।
প্রনাম করিয়া তাঁর চরন যুগেতে।
ইর্ষাবিমর্ষ স্বর্গ নরক যে জন করিল।

ধর্ম্ম শাস্ত্র পৃথিবীর মধ্যে প্রচারিল।
তার উদ্দেশেতে নত হইয়া নম্র কায়।
ত্রান বিবরণাকাঙ্ক্ষ প্রকাশ করয়।

হিন্দুস্থলীতে ব্রাহ্মন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ন আদি পরে ইহা হইতে কতেক২ জাতি উদ্ভব হইয়াছে। ভজন পঞ্চমতে শাক্ত শৈব বৈষ্ণব শৌর গানপত্য প্রভৃত আছে কল্প কল্পান্তরে এই সমস্তই ভজন তত্ব পথ এই বেদ ও শাস্ত্র বেদোক্ত সমস্তই ধর্ম্ম তদ্ভিন্ন অধর্ম্ম। বেদ প্রনীতো ধর্ম্মোহাধর্ম্ম স্তদ্বিপর্য্যয়ঃ এতাবন্মাত্র। ইহা আমরা জানি এবং এই মত আচরন করা যাইতেছে। কিছু কাল গত হইল পশ্চিম সমুদ্র তীরে এক জন পাপিষ্ঠ মাহাম্মদ নামে উদ্ভব হইয়া তাহার নিজকৃত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া কএক জন বলবান নষ্ট লোক এক মন্ত্রনা হইয়া অনেক২ লোকের জাতি ধ্বংস করিল। এবং

তাহারদিগকে হিন্দু ধর্ম্ম পথের বিপর্য্যয় গতি করাইয়া মছলমান করিল ইহা ব্যতিরেক এ স্থানে অন্য বিধি আর কিছু প্রচার ছিল না। হিন্দু ধর্ম্ম ব্রাহ্মন উপনয়ন হইলে ত্রিসন্ধ্যা কালেতে করিবেক ভজন যাজন ইত্যাদি করিয়া সমস্ত অন্যোন্য লোককে সত পথে গতি করাইবেক এবং যাগ যজ্ঞ দানাদি করিবেক বেদ ও অন্যোন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেক। ক্ষত্রিয় রাজ আপন বাহুবলে আর২ রাজ্য শাসন করিবেক এবং নীত শাস্ত্রানুসারে প্রজা লোকের প্রতি পালন করিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ রাজা হইয়া বিপ্র সেবা ও দেবার্চ্চনা প্রতিমা ইত্যাদি করিবেক। বৈশ্য কৃষি কর্ম্ম শুদ্রু দ্বিজ সেবা তাহারদের প্রধান ক্রিয়া এবং আর২ ভজন দ্বিজ বাক্যানুসারে করিবেক। ব্রাহ্মন ভোজন যথাশক্তিতে করাইবেক ইহার বিপর্য্যয় না হয় তাহা

হইলেই পাপ। এইমতে এত কাল গত হইতেছে এখন কএক দিবস হইল ওত্তর দেশীয় কএক জন প্রাণী আগমন করিয়া মঙ্গল সমাচার নামে গ্রন্থ বাঙ্গলার সামান্য ভাষায় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছে কহে খ্রীষ্টই সমস্ত। এ কি ইহার তদন্ত যদি ও অঞ্চলে কিছু প্রকাশমান থাকে লিখিবেন নতুবা অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত করিবেন যদি এ শাস্ত্র নিতান্ত তবে আর সমস্তই অযথার্থ তাহার বিশেষ জানিতে হইবেক যে লোকেরা আসিয়াছে তাহারদিগকে দেখিলে বুঝা যায় ইহারা মহাজন তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা শান্তশীল দয়াশীল ক্ষমাবন্ত কমল অন্তঃকরণ পরদুঃখে কাতর জিতেন্দ্রিয় অহিংসক এমন লোক কোন কালে আমার এ প্রদেশে দেখি নাই এবং তাহারদের এই সামান্য কথা অনেকং লোক সমাদরে শ্রবন করে

এবং কতক লোকে গ্রহণ ও করিয়াছে তাহারদের ও দিব্য জ্ঞানের লক্ষণ। ভান এক আশ্চর্য্য যেমত ভাষা তাহারা নহে এবং তাহারদের শাস্ত্র সে অভাষা বাঙ্গলা কথা সংস্কৃত নহে। ইহার মত গুলদ কেটা হইল যদি ভগবানের শক্তি তবে আর সমস্ত শাস্ত্র সংহার করিবেন এ সকল অনুসন্ধান ইহার যে কিছু জ্ঞাত থাকেন লিখিবেন। আর চিরকাল গত হইল আপনকার জঙ্গলের বিবরণ লিপি দ্বারায় না জাননেতে মোহিত ছিলাম সম্প্রতি নবনাগার রায়ের ভাতা কমল নয়ন আসিয়া সর্ব্ব ক্ষোভের নিবৃত্তি জন্যই য়াছিল তাহার বৃত্তান্ত সুগোচর হইয়া থাকিবেক কএক দিবস সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি শ্যামল সুন্দর পুরুষ মৃগয়াতে অভিনিবেশিত ছিল ইতি মধ্যে এক দিবস দৈবক্রমে তাহার অনুক্রমে মৃগয়া করিয়া অনেক২ মৃগ

ইত্যাদি পশু হনন করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অসাবধানে রাত্রিকালে আগমন করিতেছিল আদাতলার কানন পশ্চাত করিবা মাত্রেই মহাব্যাঘ্র কমলনয়নকে সংহার করিল। এই মতে বিংশতি প্রাণী হত্যা করিয়া সে ব্যাঘ্র মারা পড়িয়াছে ইহাতে অতি শোকাতুর হওয়া গিয়াছে উপায় কিছু নাই দৈব লিপির বাধা কোন মতে হইতে পারে না পরে তাহার স্ত্রী অনুমৃতা হইয়াছে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপযুক্ত তাহাকে সমস্ত্রে পাঠান যাইতেছে আমার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে তাহার পিতার পদে নিযুক্ত করেন। মাগবের মানব চৌধরী তাহার পিতৃ পিতামহের সুখ্যাতে সুখ্যাতান্বিত ছিল এখন সে আপনে রাজ্য ভার পাওনেতে অতিবাদ দুরন্ত প্রজা লোকের উপর সর্ব্বদা দৌর্জ্জনতা করে কতক ডাকাতি রাখিয়া দস্যুবৃত্তিতে প্রবর্ত্ত

ভিন্নাধিকারের লোকেরদিগকে পীড়া বহু মতে করিতেছে তাহার নিবারণ নহিলে এ প্রদেশীয় লোক তিষ্ঠিতে পারে না অতএব তাহাতে মনোযোগ করিতে হইল ও অঙ্গ লের অস্ত্রধারী যাবদীয় লোক সজ্জমান করিবেন। এখানকার আমির লোক ও তাহাতে প্রবর্ত্ত হইল এখানকার সমাচার অপেক্ষা জানিবেন শুনিতপুরের নাগরঙ্গ মল্লিক মহাবীর এবং দুর্জ্জয় পরাক্রান্ত এবং মল্লযুদ্ধেতে বিচক্ষণ বৎসরাবধি এখানকার সেনা প্রবিষ্ট হইয়াছে এখন শুনা গেল যে আপনকার সেনাপতি কোন বিষয় মনস্থাপিত হইয়া বিবেকী হইয়াছে তাহার বিষয় স্থাপনেতে পুনরায় তাহাকে স্বপদস্থ করা গেল জানিবেন। আবশ্যক হয় লিখিলে পাঠান যাবেক রাজা মহেন্দ্র রায়ের পরলোক হওনে দেবেন্দ্ররায় কাতর

হইয়া আপনকাকে দেখানের কারন ক্ষোভিত আমার বাসনা যদিতু এ অঞ্চলে আগমন হয় বিশেষ লিখিলে আমি ও পুনরায় আপন কার সাক্ষাদর্থে মায়াপুর গতি করিব তাহাতে দুই হবেক। প্রথম এই দ্বিতীয় গোকুলানন্দ সিংহ যে সম্প্রতি আপন প্রতাপে মহেশ্বরী পুর অধিকার করিয়া পরম সুখী হইয়াছে সে আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গি সে ও ঐ স্থানে উপস্থিত ক্ষিপ্তভাবাপন্ন প্রায় হইয়াছে সে স্বপ্নে গোরাগৌরাঙ্গি যুবরাজের মত হইয়াছে তাহার বিবন অবধান করুন। নাথপুরাধিপ মদুসেন রাজার কুমার গোরাগৌরাঙ্গি ও তাহার পাত্রপুত্র প্রানেশ্বর এই দুই জনেতে অতিশয় সম্প্রীতি একত্র থাকেন সদাই প্রেমা লাপে কালক্ষেপন করেন। ইতি মধ্যে রাজ কুমার এক রাত্রে স্বপ্নে দেখেন চাঁদহাটীর

নীলধ্বজ মহারাজার চন্দ্রাবলী নাম্না পরম সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে ক্রিয়া সঙ্কোচন না হইতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সেই অনুশোচে পাগল বড়ই জ্ঞান হত হইয়া প্রভাতে লোকেরদের ওপর উদ্বেগ করিতে প্রবত্ত। রাজার একুই পুত্র আর নাই অতএব পুত্রার্থে বড়ই মনস্তাপিত পুত্র সখ্য প্রানে শ্বরকে ডাকিয়া বলিল পুত্র তোমার সখার বিদশায় আমি নিতান্ত শোকাবৃত ইহার ওপায় যদি তোমা দিয়া কিছু হইতে পারে কহিবা কিছু কালে যে কি কারন এমত পতিকে তোমার সহিত নিতান্ত সপ্রীতি তুমি যদি কৌশল করিয়া বিবরন জ্ঞাপন হইতে পারহ এবং ইহার পুতিকার তোমা হইতে হয় এ আমার নিতান্ত সাহায্যতা। পাত্রপুত্র রাজ কুমারের নিকটে সর্ব্বদাই থাকেন কিন্তু আলাপ হয় না এই মতে কএক দিবস যায় এক দিন

পাত্রপুত্র রাজপুত্রের ভাবের বাতায় দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন সখে মহা রাজ আমি আপনকার চিহ্নিত ভৃত্য অতএব এ দাসকে আজ্ঞা হওক যে ইহার বিবরন কি। রাজপুত্র সমস্ত প্রকাশ করিলে পাত্রপুত্র তাহা কে স্বদন্তে পুলোকিত করিয়া আশ্বাস করিল ভাবনা কি আমি জানি চাঁদহাটীর নীলদ্বিজ রাজাকে এ কার্য্য তথা সহজে সাধন করিব তুমি স্থির হও। তাহার আশ্বাসে রাজকুমার পুনরায় পূর্ব্ব মত হইল। রাজা পাত্র পুত্রকে বিস্তারিত দানাদি দিয়া সন্তুষ্ট করি লেন পরে রাজকুমারকে লইয়া পাত্রপুত্র কন্যার উদ্দেশে চাঁদহাটী গতি করিয়া শুনিলেন নীলদ্বিজ কুমারী যুবতি কন্যা কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র পুরীর মধ্যে থাকে প্রতিজ্ঞা পুরুষের মুখ দর্শন করে না। ইহার তদন্ত পাওনার্থে পাত্রপুত্র বিবেচনা করিয়া রাজার

মালিনীর বাটীতে বাসা করিয়া রহিলেন। বিস্তর২ টাকা কড়ি দিয়া মালিনীকে বড় বশীভূতা করিলেন মালিনী ইহারদের আজ্ঞা বহ। পাত্রপুত্র মালিনীকে কহিলেন তুমি যদি রাজকন্যার পুরুষাদর্শনের কারণ কহিতে পারহ তবে তোমাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব। মালিনীর সহিত রাজকন্যার প্রণয় আছে এক দিন বিস্তর যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরঝি আমাকে নিতান্ত আপনকার দাসী জানিয়া ভালবাস আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি কিন্তু শঙ্কা হয় যদিতু না কহেন তবে নিতান্ত ক্ষোভ হইবেক। রাজ কন্যা কহিলেন ক্ষোভ পাইবা না তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিবা তাহা নিতান্ত আমি কহিব তোমাকে তাহার সন্দেহ করিও না নিঃশঙ্ক মনে জিজ্ঞাসা করহ। মালিনী কহিল ঠাকুঝি কিমথে

আপনি পুরুষের মুখ দর্শন করেন না ইহার কারন কি আজ্ঞা করুন রাজকন্যা কিঞ্চিত বিষাদিত হইয়া কহিলেন শুন এ আমার অকথনীয় বিবরন কিন্তু বাক্য পালনার্থে কহিব সাবধান কাহাকে কহিও না আমি জাতিস্মরা জন্মিয়াছি পূর্ব্ব জন্মে আমি কপোতী ছিলাম অমুক বনে আমার দের বাসা ছিল আমার তিনটি অতি ছোট বাচ্চা আমরা দুই জনেই সেই বনে বাস করি সেই স্থানে চরি বাচ্চারদিগকে আহার দেই সেই কালে গ্রামীয় লোকেরা সে বনে আগুন দিয়া গেল আগুন আমারদের বাসার নিকটে আইল আমি বাচ্চা কোলে করিয়া রহিয়াছি আমার স্বামী ও তাহারি নিকটে বসিয়া ছিল আমি কান্দিতেং তাহাকে কহিলাম কপোত হে এখন কি করা যাইবেক অগ্নি নিকট হইল আসিয়া বাচ্চা উড়িতে

পারে না কি হবেক কপোত বলিল যদি অগ্নি আইসে তবে বাচ্চাদের সহিত আমরা ও পুড়িয়া মরিব এই পন। কিছু কাল পরে আগুন নিকটে আসিবা মাত্রেই কপোত এমত নির্দয় উড়িয়া পুস্থান করিল আমি বাচ্চারদের সহিত পুড়িয়া মরিলাম। অতএব আর পুরুষের মুখ দর্শন করিব না এই আমার পুতিজ্ঞা। এই সকল বিবরণ মালিনীর দ্বারায় পাত্রপুত্র শুবন করিয়া তাহাকে শহস্র মুদ্রায় তোষ করিয়া আর কএক বালক চাকর রাখিয়া সর্বত্র গান করিয়া ভ্রমন করেন রাজপুত্র গান বিদ্যায় বড় পারক ইহাতে তাহারদের গানের ব্যাখ্যা ব্যাপ্ত হইল সর্বত্র গায়কগন সমস্তই অল্প বয়স রানিরদের গান শুননে ইচ্ছা হইল তাহাতে রাজার আজ্ঞা হইল রাজ কন্যার পুর মধ্যে গান হইলে সকলেই শুবন করিতে পারিবেন

তাহাই হইল। গায়ক রাজপুত্র পাত্রের পুত্রের উপদেশে আপন চক্ষু বস্ত্রের পট্টী দিয়া আচ্ছাদন করিয়া অন্তঃপুর প্রবেশ করিলেন গান বড়ই লাগিল কিন্তু মূল গায়কের চক্ষু আচ্ছাদন বিবরণ রাণীরা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমার গায়ক প্রত্যুত্তর করিলেন। ঠাকুরাণীরা এ আমার অকথনীয় বিষয় তোমরা জিজ্ঞাসা করিলা অতএব নিবেদন করি আমি জাতিস্মর জন্মিয়াছি পূর্ব্ব জন্মে আমি কপোত পক্ষী ছিলাম অমুক বনে আমারদের বাসা আমার তিনটী অতি শৈশব বাচ্চা রাক্ষালেরা বনে আগুন দিল পরে যখন আগুন নিকট হইল তখন আমি বাচ্চা গুলিন কোলে করিয়া কান্দিতে কান্দিতে আমার কপোতী কে কহিলাম শুনহে এখন কি হইবেক তাহাতে সে বলিল আমরা বাচ্চারদের সহিত

পুড়িয়া মরিব পরে আনল নিকটে আইলে দেখে কপোতী এমত নির্দ্দয়া উড়িয়াপ্রস্থান করিল আমি রাজার সহিত পুড়িয়া মরিলাম। এই কথা কহিবা মাত্রে রাজকন্যা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিতে লাগিলেন সে তুমি কেন সেত আমি গায়ক বলে কহ তুমিত উড়িয়া গেলে আমি এই মতে দুই জনের বচসা হইতেং রাজার কন্যাকে কহিলেন এ তোমার পূর্ব্ব জন্মের স্বামী অতএব এখন ও তুমি বিবাহ কর। তাঁহাকে সেই মত হইল এ ও সেই মত স্বপ্নে ক্ষিপ্ত হইয়াছে তাঁহাকে দেখিতে হইবেক। একত্র বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হয় করা যাইবেক নিবেদন মিতি।

রত্না অন্য রাজাকে ।—

সত রতর গুন যাছে নিঃসরিল ।
কাতরে শরন তার পাদ পদ্মে নিল ।
তাহা বন্দি প্রত্যুত্তর পত্র লেখা যায় ।
হৃদবর্ত্তী হয় যেন না হয় সংশয় ।

খ্রীষ্ট বিবরন মহা শাস্ত্র ও দেশে প্রকাশ হই তেছে এই কথা শুবনে আমার সভাস্থ যাবদীয় লোক মহানন্দে প্রমোদিত একজন ও ততোধিক। এখন তোমারদের ও দেশীয় লোক ত্রান হওনের হেতু উপস্থিত ইহা হইতে আর অধিক আল্হাদ কি শুন মানুষ সমস্তই এক বীজ হইতে উদ্ভব ইহাতে সকলেই ভাই ভাই যদি ভ্রাতৃগনের মধ্যে কাহার দুঃখ

কি সুখ হয় তাহাতে অন্যোন্য ভ্রাতৃদিগের
হর্ষ কি বিমর্ষ অবধান কর আত্ম বিবরণ
নিবেদন করিব এ দেশ এও হিন্দুস্থানের এক
অঞ্চল ইহার নাম মালওয়া রাজ্য এখানেও
পূর্ব্বে প্রতিমা পূজা এবং যাগ যজ্ঞ দান
ধ্যান ইত্যাদি একই মত ছিল পরে খ্রীষ্ট
বিবরণ মঙ্গল সমাচার আগমনে সমস্ত
অনিত্য প্রবন্ধ শাস্ত্র লোপাপত্তা হইয়া এখন
এ দেশে যেশু বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে
এখন সমস্ত বর্ণ একত্র কাহার সহিত কাহার
ভিন্ন ভাবের লেশ নাই সে শাস্ত্র বিবরণ
আমি আজ্ঞানুরূপ নিবেদন করিতেছি।
ভগবান সৃষ্টি করিয়া প্রথমে মানুষকে
স্থাপন করিয়া ওদনোদ্যানে স্থান দিলেন
সে পুরুষ তাহার নাম আদম আর এক জন
স্ত্রী জন্মাইয়া আদমের স্ত্রী করিয়া দিলেন
তাহার নাম হাওয়া। এই দুই জন সে

ওদ্যানে কর্ত্তৃত্ব পাইল সয়তান অধঃপাতীয় দূত যাহার অধঃপতন হইল অহঙ্কারার্থ তাহার ইচ্ছা ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করে এই সকল অন্তরে বিবেচনা করিয়া সর্পের আকার হইয়া সেই ওদ্যানে যাইয়া দেখিল হাওয়া একান্তরে তাহার সম্ভাষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কি এ ওদ্যানের কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছ। হাওয়া প্রত্যুত্তর করিয়া কহিলেন বটে আমরা এ বনের কর্ত্তা হইয়াছি। আমরা এ সকল বৃক্ষের ফল খাইতে পারি কেবল এই মধ্যে স্থানের দুই গাছের ফল খাইতে বারণ করিয়া কহিলেন যদি তোমরা ইহার ফল খাইবা তবে নিতান্ত মরিবা। ইহাতে সর্প রূপে সয়তান হাসিয়া কহিল তোমরা নির্বোধ ফল খাইলে মরিবা না ঈশ্বর কহিলেন সে প্রতারণা বচন যদি তোরা এ গাছের ফল খাইবা তবে তোরা

ঈশ্বরের মত জ্ঞানবান হইবা এতদর্থে ভগবান্ প্রতারণা করিয়া মানা করিয়াছেন তুমি ও বৃক্ষের ফল আনিয়া খাও দেখি খাইয়া দেখ কেমন মর। তাহার বাক্যে সে নারী খাইয়া ফল আনয়ন করিল কিছু আ নি খাইল এবং কিছু তাঁহার স্বামী আদমকে দিল এবং সে ও খাইল ইহাতে তাহারা ভগবানের আজ্ঞা ভঙ্গ করিল। পরে ঈশ্বর উদ্যানে আসিয়া আদম২ বলিয়া ডাকিলে তাহারা বৃক্ষের আবডালে থাকিয়া কহিল ভগবান আমরা এখানে আছি আমারা উলঙ্গ তোমার সম্মুখে আসিতে আমারদের লজ্জা হয়। ঈশ্বর বলিলেন কে বলিল তোর দিগকে উলঙ্গ বুঝি তোরা সে বৃক্ষের ফল খাইয়াছিস যাহা আমি মানা করিয়াছিলাম খাইতে তোরদিগকে আদম কহিল হাঁ প্রভু তোমার দত্ত নারী দিল আমাকে এবং আমি

তাহা খাইয়াছি পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন নারীকে কহ কিমর্থে তুই এ কার্য্য করিলি নারী বলিল মহাশয় এই সর্পাদেশে আমি খাইলাম এবং খাওয়াইলাম আমার স্বামীকে সেই ইহাতে দোষাদোষি হইল আদম এবং হাওয়া তাহার সন্তান সমস্তই তাহার পাপে পাপী। ঈশ্বর নিয়ম করিয়াছেন পাপ করিলে তাহার শাস্তিস্থান নরক নিষ্পাপী হইলে সুখভোগ স্বর্গ কিন্তু আদমের পাপে মানুষ সমস্তই পাপিষ্ঠ হইল মানুষের উদ্ধার পূর্ব্ব মতে হইতে পারে না তযোদ আজ্ঞা এবং নিষেধ ভগবানের ব্যত্যয় হইতে পারে না যন্ত্রণা ও স্বর্গের সুখভোগ সমস্তই অনন্ত যদ্রূপ ভগবান আপনি সে যন্ত্রণা মানুষের উপর পড়িলে অনন্ত কালে তাহার ক্ষীয়া হইতে পারে না। অতএব দেখিলেন ইহারদের আর নিস্কৃতি নাই কিন্তু যদি

পাপের সমান প্রায়শ্চিত্ত্য হয় তবে পাপ যাতে তাহা সৃষ্টিতে সম্ভব কোথায় ঈশ্বর নিষেধ পাপ তাহার সমান অনন্ত জগত হইলেইবা হইবে কেমনে ইতি মধ্যে ভগবানের তেজো ময় শরীর হইতে দ্বিতীয় তেজ বাহির হইয়া কহিলেন আমি পৃথিবীতে জন্মিব এবং পাপের অন্ত্রনা দেহে ধারন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত্য হইব। সেই যেশুখ্রীষ্ট তাহার জন্মের বিবরন পূর্ব্বে২ যত ভবিষ্যত বক্তা হইলেন পৃথিবীতে প্রায় সকলেই খ্রীষ্ট বিবরন করিয়া ছেন তাহারদের বাক্য প্রতিপালনার্থে যহা প্রভু অনাথনাথ পৃথিবীতে জন্মিয়া স্থানে২ ধর্ম্ম শাস্ত্র হিতোপদেশ করিলেন। এবং বহুমত চমৎকার কার্য্য করিলেন পৃথিবীতে কতেক২ শব প্রান পাইল তাহার আজ্ঞায় এবং সেই অন্ধের চক্ষু দান এবং বধিরের শ্রুতি মূকের বাক্য এই মত অনেক২ অসুস্থ

তিনি নিবর্ত্ত করিলেন কেবল তাহার আজ্ঞায়। এবং নানা মত ক্লেশ পাপীরদের ত্রাণার্থে নিজ দেহে ধারন করিয়া ভবিষ্যত বাক্য অনুযায়ি মারা গেলেন এবং পুনর্ব্বার তিন দিনান্তরে উত্থান করিয়া চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিয়া স্থানেং পুনর্ব্বার উপদেশ করিলেন। পরে তাহার শিষ্যেরদিগকে উপদেশ করিতে নিযুক্ত করিয়া এখন তিনি স্বর্গে ভগবানের দক্ষিন ভাগে আছেন যে পাপী তাহার ভক্ত আস্থা করে তাহার নাম সেই উদ্ধার হবেক। তাহার পাপের তদ্রুনা খ্রীষ্ট লইয়াছেন এবং ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল খ্রীষ্ট দিয়া ইহার বিস্তার বিবরন মহাধর্ম্ম শাস্ত্র মঙ্গল সমাচার মধ্যে জ্ঞাত হইবেন অতএব খ্রীষ্টই সমস্ত দেশ পূর্ব্বকালে অন্ধকারময় ছিল এখন মহাশস্ত্র প্রকাশ হওনেতে লোকেরদের জ্ঞান নেত্র

প্রসন্ন হইয়া বিবেচনা হইয়াছে। এবং লোকেরদের অনেক আনন্দ দিব্য জ্ঞান বিশিষ্ট হইয়াছে অতএব শাস্ত্র এই জ্ঞানের এই অনুযায়ি হইতে পারিবে ও অঞ্চলে ইহা প্রকাশ হইতেছে ইহাতে অধিক আনন্দিত হইলাম। ইহার অধিক আর ভাগ্য কি কমলনয়নের বিয়োগে প্রথমত সমাচার পাইবা মাত্রেই শোকাকৃত হওয়া গেল সে তুচ্ছ বিষয় সকলেরি সেই পথ হইবেক তাহা কিছু নহে দুঃখ এই তাহার পর জননী অসীমা হইল খ্রীষ্ট ব্যতিরেক লোকের উদ্ধার নাই সাবধান থাকিবেন তাঁহার পুত্রের বিষয় আপনকার বিবেচনা অনুযায়ি করা যাইবেক মানব চৌধরীর বিবরন পূর্ব্বে শ্রুত হইয়া ছিল এই মত বটে সম্প্রতি সে আপনি এখানে আসিয়া পাদানত হইয়াছে এবং দুষ্ট ব্যবস্থা সকল ত্যাগ করিয়াছে তাহার কতর্ত্তা

তাতে এখানকার সকলে তাহার গণাক্রান্ত আমি ও বিবেচনা করিলাম দুষ্ট কোন লোক নিজ স্বভাব ত্যাগ করিয়া শিষ্টতা চরণ করে তবে ভগবান তাহাকে দয়া করেন। আমরা কোন বস্তু মানুষ আমার দের ওচিত ভগবানের আজ্ঞানুক্রমে কার্য্য করিতে তাহাতে সে পুর্ব্ববধি আপনকার সুখী নিবিঘ্ন অতএব তাহাকে অভয় দান করিয়াছি সে এখানকার খীমচিবগনের মণ্ডলী নিবিঘ্ন জানিবেন। নাগারঙ্গ মল্লিক চিরকাল হইল কোথায় গিয়াছে অনুসন্ধান ছিল না ক্ষিপ্তের লক্ষন পুর্ব্বে হইয়াছিল আপনকার এখানে ওপস্থিত হইয়াছে ভালই আবশ্যক হইলে লেখা যাইবেক। গোকুলা নন্দ সিংহের বিবরনে আশ্চর্য্য বেধ হইল তাহাকে দেখা আবশ্যক আর চিরকালের

পরে আপনকার সাক্ষাতে এ আনন্দ সমাচার অতএব এখন সমস্ত যায়াপুর সাজন হইল আপনকার আকাঙ্খা পূর্ন কারন নিবেদন যিতি।—

রাজা অন্য রাজাকে।—

সংসার সৃজন কর্ত্তা জগত জনের ভর্ত্তা
হর্ত্তা কর্ত্তা যেই মহাশয়
যাহার আকারাকার হয় বুদ্ধি অগোচর
জ্ঞান নেত্রে যে দর্শন হয়।
বাক্য শক্তি কৈতে নারে বুঝিতে তা কেবা পারে
অত্ত শিব নারে কদাচন
আর কে জগতে শক্ত তার রূপ করে ব্যাক্ত
নর বুদ্ধি কিসেতে গনন

শুদ্ধশেতে নমস্কার করিয়া চরনে তাহার
শতং নতি ঘনে ঘন
সেই সে আপদহারী তার পাদ পদ্মস্মরী
প্রেম লিপি কৈল আরম্ভন ।

ব্যাপক কাল গত হইল এখানকার গতিক জ্ঞাপনার্থে শ্রীধর সিং হকে প্রেরিতে অনুমতি হইয়াছিল তন্মধ্যে নাগপুররাধীশ দ্বারকা নাথ দ্বারা কটক পাঁচনী করিয়াছে কটকের বাহ অধিকার করনের প্রকাশে মৃগয়ার ছলায় শাতালিক ভূমী পর্য্যন্ত পৌঁশিলে সমাচার পাওয়া গেল তাহাতে ব্যস্ত চিত্ত ছিল। সমাচার পাইবা মাত্রেই তিন লক্ষ সেনা সজ্জা হইয়া কটকের পথে পাঁচহাটী পৌঁশিলে দ্বারকানাথ এখানকার সেনার কোলাহলে স্তব্ধ হইয়া নিজালয় বাহুড়িতে ছিলেন দৈব গতিক দেখ এখানকার এক সেনাপতি ও এক লক্ষ তুরগারূঢ় সেনা প্রতি বৎসর আমার সমস্ত অধিকার বেষ্টন করে

তাহারদের দেখা হইলে তাহারা দ্বারকা নাথের সেনারদিগকে পরাস্ত করিয়া দ্বীপকে আক্রমন করিয়া আনিয়াছে। তাহার অধিকার নাগপুর ও সামান্য রাজ্য নহে তাহাতে নরসিংহ দ্বারপালকে কর্ত্তা করিয়া পাঠান গেল দ্বারপাল আপনকার দেশ দিয়া যাইবেক সেই গাঁতে শ্রীবির ও অপনার ও স্থানে নিরুপিত হইলেন। কবে যাইবে তাহার নিরোপন হয় নাই পশ্চাত লেখা যাইবেক।

পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল কাকীপুর অধিপতি বিকর্ন রাজা যে পূর্ব্বকালে এইখানে থাকিয়া হীনবান হইয়াছিল এখন অপনকার আলস্য কারন কাকীপুর করতল করিয়া রাজা নাম করিয়াছে। এখন সে কিঞ্চিত বল সঞ্চয় করিল সেনা রাখিয়া বারানসীতাদি মহা তীর্থে যাত্রি লোকেরদের পথের বাধা হইয়া সকল লোককে লুট করিয়া লয় এবং দরিদ্র

কাঙ্গাল কাহাকে ত্যাগ করে না। এবিষয় আপনি শুনিয়া থাকিবেন তথাচ ইহার দমন করেন না ইহার কারণ কি। সে তীর্থের গোয়াত্তের স্থল আপনকার অধিকার নতুবা এখান দিয়া তাহার সমোচিত হওনের আটক হয় না কিন্তু আপনি এখানকার সুহৃদ আপনকার অধিকারের সেনা পাঠালে আপনাকার অনুমতি ভিন্ন হইতে পারে না। এ কারণ অনুচিত ক্রিয়া এখান দিয়া কদাচিত হইতে পারে না যদি অনুমতি হয় লিখিবেন তাহার প্রতিকারার্থে অন্বেষণ করা যাইবেক। নতুবা যাহা হয় আপনি করিবেন যদিও কেবল আজ্ঞা দিয়া অসাধ্য হয় লিখিলে সহায়তার্থে এখানকার সেনাপতিগনেরা অগ্রবর্ত্তী হইবেন তাহাতে অন্যমত হবেক না। এ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কেননা সে আমারদের দেবস্থলী তাহার যাত্রির বাধক

যেকো তাহার দমন অকর্ত্তব্য নহে অনুমতি অনুক্রমে করা যাইবেক। সিং-হপুরাধিকারী পূর্ব্বাপর ওখানকার আশুত জানিতায় এখন তাহার গতায়াত রাজ পুত্রেরদের এখানে সদসর্ব্বদা ইহার বিশেষ কি। রাজ পুত্রেরা এখানকার নিতান্ত বহিরঙ্গ এ আত্মলোক ইহাতে আত্মতার বৈদগ্ধতা হয় কিন্তু এখান কার অন্তঃকরণ এই২ সামান্য বিষয়েতে মনো যোগ করে না কি জানি দৈব গতিক্রমে তাহার বৈলক্ষণ হয় তাবৎ বিবাদ অতএব সিং-হপুরীকে বারণ করিবেন এমত আর না হয়। যদিতু তিনি আপনকার ওখানে সহজভাবে পূর্ব্ব মত না থাকেন জানিতে পারিলে তাহার সমোচিত করিয়া দণ্ডাশুত করনের আটক কি। তাহার কি শক্তি এখানকার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে এমত সমুদ্র কোন মতে নহে যাহা হয় পশ্চাত ত্বরা

হইবেক। গুজরাটের বন বসন্ত হইয়াছে কে এমত করিল বিশেষ জানি না যদি আপন কার অঞ্চলের লোকে করিয়া থাকে ভাল আমার ইচ্ছা জানিতে চাহি। পূর্ব্বকারি বিবরন শ্রুত আছে পূর্ব্বকালে কালকেতু নামে ব্যাধ অতি দরিদ্র ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মহামায়া ভগবতীর দয়াতে ধন প্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানের রাজা হইয়াছিল। সে কতকাল তাহার নিশ্চয় জানা যায় না স্থান বনসুরীময় লোকে কহে ইহারি মধ্যে কালকেতুর পুরী আছে। তাহার বিবরন যদি কিছু প্রকাশ হইয়া থাকে এখানে সমাচার হইলে দেখনের ইচ্ছা হইতে পারে একারন দেবারাধনা এবং দৈব আনুগত্যাতে এখানকার অন্তঃকরন নিতান্ত প্রফুল্ল আপনি ও ঐ অঞ্চলে মনো যোগ করেন তবে যাইয়া দ্রষ্টব্য হয়। বিবে চনা করিলে জানা যায় বিষয় কি যদি পূর্ব্ব

বৃত্তান্ত তবে আমার ও স্থানে অনুকম্পান্বিত অতএব এখানকার সেনাপতিরা সে স্থানে অবস্থিতি করিলে বিবরণ জ্ঞাত হয়েন অতএব তাহার কি গতিক জ্ঞাপনার্থে সংবাদ দিবেন। গজস্কন্ধ রায় কএক দিবস হইল এখানে আসিয়াছে তাহার এমত দশা কেন তাহার পিতা ও পিতামহ সর্ব্বকালেই ও এখানকার প্রতিপালা সে বিদশান্বিত হইয়া আসিয়া এখানে শরণ লইয়াছে আপনকার এ স্থান ভিন্নকোটি নহে অতএব তাহাতে বড় ত্রুটি করি নাই তাহার নিমিত্ত লেখা যাই তেছে দেখ দেব রাজ গোশাঁয়ী কএক বৎসর গত হইল কামক্ষা দর্শনে গিয়াছিলেন এবং তাহার পর তাহার ভ্রাতা ও সেই পথে গত করিয়া আগম পর্য্যন্ত পৌশিলেন এ সমাচার পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল পরে শুনা গিয়াছিল যে তাহার ভ্রাতা পূর্ণভদ্র করিয়া তোমার

ওখানে উপস্থিত হইয়া সভায় নিবিষ্ট আছেন। কিন্তু এ সকল সমাচার অতি আম্বা জন্মে নাই এমত হবে কেন তাহার পুরুষ পুরুষানুক্রমে এখানকার পালিত এবং এখানকার সেবিত তাহাতে এখান হইতে নষ্টতা করিয়া গিয়াছে এখানকার অনুমতি ব্যতিরেক কদাচ আপনকার সম্ভব নহে তাহাকে সভাসদ করিতে যাহা হওক যদি তাহারদের বিবরণ প্রচার হইয়া থাকে সমাচার পাইলে এখানকার লোক যাইয়া তাহারদিগকে আনয়ন করিবেক নিবেদন মিতি।

রাজা অন্য রাজাকে ।—

সর্ব্ব ভূত কর্ত্তা যেই ভূত অধিকারী
তাহার সৃজন হয় দিবস সর্ব্বরী ।
ভূতাভূত যত আছে তার কৃত হয়
জগতের মধ্যে সেই সর্ব্ব শক্তিময় ।
তাহার চরনে নতি করি মনে মন
প্রত্যুত্তর লিপি এই করিল লেখন ।

দ্বারকানাথ ভূপ ওখানে আক্রমিত হইয়াছেন সে ভাল হইয়াছে একারন সে নাগপুর অঞ্চলের যাবদীয় লোক কি নিত্যা ধিকার কি ভিন্নাধিকার সকলেরি পীড়া দায়ক ছিল । তাহার রাজ্যে দ্বারপালকে কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন সে ভাল বটে কিন্তু দ্বারপাল ও অঞ্চলের জ্ঞাত নহে ভাল তাহা বুঝা যাইবেক এখানে পৌশিলে তাহার যেমতং পরামর্শ করা যাইবেক সেখানকার

বিবরন আপনে ও জ্ঞাত নহেন দ্বারপাল ও ভতোধিক সে স্থান বড় কঠিন সদা সর্ব্বদা পাহাড়িয়া চোয়াড়েরা নামিয়া রাজ্য লুট করে তাহার রক্ষা বৃহত ব্যাপার দ্বারকানাথ এ বিষয় বড়ই ক্ষমতাপন্ন ছিল দৈবক্রমে আক্রমিত হইয়াছে নতুবা তাহার সমান দুঁদিয়া রাজা হিন্দুস্থানে কেহ নাই সেই পাহাড়িয়ারদের দায় বিব্রত ছিল যাহা হউক সে স্থানে কেবল দ্বারপাল দিয়া নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সেনা প্রচুর আবশ্যক এবং উপযুক্ত লোক তাহার ব্যবস্থা এখান হইতে হইবেক দ্বারকানাথের রাজ্য পূর্ব্বে এই রাজ্য নিবিষ্ট ছিল কিছু কাল দ্বারকানাথ প্রবল হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া ছিল জানিবেন। বিকর্ণ বিবরন আপনে বুঝি জ্ঞাত নহেন কোন দুষ্ট লোক যাইয়া এযত২ লাগান পড়ান করিয়া থাকিবেক। দুষ্টের স্বভাব

এই কোন মতে আত্মমধ্যে বিবাদ হয় এই তাহারদের মনোভীষ্ট তাহারি বিবেচনা না করিয়া যে তাহাতে আস্থা করে সেও সেই মত পায়। বিকর্ন মহা ধার্ম্মিক দাতা ভোক্তা সদাব্রতী তাহার সদাব্রতের আশ্চর্য্য আখ্যান যাবদীয় যাত্রী লোকেরদিগকে রাজভোগে তুষ্টিথা করে অপারন স্বাধারন সমস্ত লোকের দিগকে অন্নদান করে তাহার বিঘ্ন করা দিতে কেহ পারিবেক না দেবতা তাহার সহায়। তবে কি যে তাহার অধিকারে এক ঘাটি আছে তাহাতে যাত্রীরা সর্ব্ব কালেই কয়েদ আছেন তাহার বারন করিলে তাহার রাজ্যে আর বিষয় কিছু নাই যে লিখিয়াছেন আমি তাহার দমন করি কি আপনে সহজে তাহার দমন করেন সে এমত ব্যক্তি নহে সে আপনেই সুধীরা লোক তাহাকে হিতোপ দেশের আবশ্যক বড় একটা নাই তবে

য়নে জয়ী হওন তোমা আমার শক্তির বাহির আমার এই আশ্চর্য্য মনে ভয় হইতেছে আপনে তাহাকে অবগত নহেন পূর্ব্ব কালে স্বর্গীয় রাজা সর্ব্বদা ইহার এখানে কর দায়ক হইতেন এখন আমার তোমার ওপর তাহার দাওয়া করে না এ তাহার সৌজন্যতা নতুবা তাহার অসাধ্য কি আমাকে তাহার দমনার্থে বিবেচনা করিয়াছেন আমার মত তাহার শতং দ্বারপাল। তাহার প্রতিযোগিতা আমার সহিত নহে আমি তাহার আশ্রিত এবং আমার মত সহস্রাবধি প্রস্তুত তাহার বিষয় কোন ক্রমে কোন কথা কওয়া আমার দের কেবল জাওলায় প্রকাশ করা নিরস্ত থাকিবেন। সিংহ পুরাধিপের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন সে প্রমান তাহার দমনার্থ চেষ্টা করিলে ও এখান দিয়া আনুগত্য হইতে পারিবেক। গুজরাট বন অনেক

কালের পতিত জঙ্গল তাহা এখানকার লোকেরা সুশোভিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে সামুদায়িক হইলে জানা যাবেক। তাহার মধ্যে বিষয় কি পশ্চাৎ জানিতে পারিবেন। গোশাঞির ভ্রাতা মহা পণ্ডিত একারণ এখান কার অধ্যাপকেরদের আশ্রয় লইয়া সভায় যাতায়াত করেন আশ্রু আকাঙ্খিক লোককে আশ্রয় দেওনে পুণ্য প্রতিষ্ঠার বাহুল্য তাহা না করা কেন। অতএব ইহার বিশেষন এই গুজরাট বনে শ্রুত আছে কালকেতুর অবস্থিতি ছিল তাহারি তদন্ত জাননার্থে এখানকার লোকেরা আজ্ঞানুযায়ি বন কাটি তেছে যদি আপনকার ইচ্ছা হয় এ অঞ্চলে আগমন করিলে স্থান মাহত্ম্য জানিতে পারি বেন এখানকার ও ইচ্ছা ছিল তথা যাইয়া কিছু কাল অবস্থিতি করি তাহার বাবা হরিশ্চন্দ্র রাজা পুরজিব সহিত দুর্ব্বলতা

আরম্ভ করিয়াছেন পুরজি ব্রাহ্মন তাঁহার
আনুগিত্য আবশ্যক এবং পূর্ব্ব কালের
প্রীতি আছে এখন কমলরায় সেনাপতিকে
বিস্তর২ সেনা সহিত প্রেরিত করিয়া সাহা
য্যারম্ভ হইয়াছে। এখানকার প্রতিজ্ঞা
তাহার প্রতিকার করিতে তাহা না করিয়া
অন্যত্র গতি করা যাইবেক না। আপনে
যদি গুজরাট বন দেখনের আবশ্যক থাকে
এ অঞ্চল দিয়া গতি করিলে আপনার
পরামর্শ পূর্ব্বক তাহার সাহায্য করিতে
হবেক। আইসনের সংবাদ পূর্ব্ব জানা
গেলে এখানে ও সকলে সজ্জমান থাকে
জানিবেন ইতি।—

রাজা ঠাকুরকে।—

রাজত্বের সিংহাসন ও স্তম্ভ নিরোপন
যাহে রাজ্য হয়তো স্থাপন
প্রভু ভক্ত মহাবল দম্ভে যেন কালানল
বিগ্রহেতে অন্তক যেমন।
ধর্ম্মেতে তৎপর মতি দয়ার্দ্র হৃদয় অতি
দানে মানে কর্ণ দুর্য্যোধন
ধৈর্য্যবান ক্ষিতি সম ক্রোধেতে বিপক্ষে যম
মহাবীর রায় জনার্দ্দন।

অনুজ্ঞা লিপি দৃষ্টে ও অক্কলে কার্য্য কর্ম্ম প্রনিধানপূর্ব্বক যাহাতে প্রজালোকের বসতি বাহুল্য হইয়া পল্লীপল্লি সুশাসিত হয় এবং অন্যোন্য মণ্ডলাধ্যক্ষ এবং জনপদাধ্যক্ষ এবং গ্রামাধ্যক্ষ ইত্যাদি ইহারদের শীলে প্রজাগনকে দুঃখ দিয়া ধন সঞ্চয় করে তাহা

না হয়। কিন্তু অনুধাপন করিবেন প্রজার সুখ বৃদ্ধি করিবা আর বিবেচনা পূর্ব্বক অনুসন্ধানক্রমে দুষ্ট লোক সূচক দস্যু চোর বাটপাড় মিথ্যার্নব পরহিংসক ইত্যাদি যাবদীয় লোক আক্রমন করিয়া আনিবা কিন্তু একেকালীন সহসা তাহারদিগকে নষ্ট করিবা না। দেখিবা তাহারদের মধ্যে যে নিতান্ত দুষ্টাচারী হয় তাহাকে নিগড়যুক্তে রাখিবা এবং তাহার পরিজন লোকেরদিগের নির্ব্বাহ নিষ্পত্তির সংস্থান করিয়া দিবা দুঃখ না পায়। নিগড় বন্দিরদিগকে নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি অভ্যাস করাইতে২ যাহার মতি নীতি প্রবিষ্ট হয় তাহারদিগকে পুনরায় স্বপদে অর্পন করিবা। অন্যেরদিগকে নীত্যভ্যাসে ক্ষমাপন্ন হওয়া নহে বরং তাহাতেই অন্তে মরিবেক এমত লোকেরদের পরিবারগনের

নির্ব্বাহ নিষ্পত্তির মনযোগ করিবা। এমত্ত হইলে তাহার রাজ্যে প্রজা বৃদ্ধি হয়। ভবানীনগরেশ্বর ভবানন্দসিংহ রাজধানীতে আসিয়াছিল প্রকাশ কিছুই করে নাই ইহার জনপদের প্রজা লোক ইহাকে মানে না ইহাতে এ আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজাধিকার এ রাজধানির ভুক্ত করিয়া দেয়। শুনা গেল তোমার ওখানে গিয়াছে যদিতু এই হয় তবে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন এখানকার সংবাদের অপেক্ষা করিবা না। এবং তাহাকে তোমার কর্ত্তৃত্বর মধ্যে সংস্থাপ করিবা যাহাতে তাহার পূর্ব্বমত নির্ব্বাহ নিষ্পত্তি হয় তোমার ওখানে সামন্ত প্রচুর আছে। নগরহাটের রাজা নীলমাধব বিবিধবের্বর উপর দৌরাত্ম করে অতএব তাহার সাহায্যার্থে অযুত তুরঙ্গারূঢ় প্রেরণ করিবা যাহাতে তাহার বৈরি দমন হয় সে এইখানের

পৌঁছে। বিবিধবর্ষ পূর্ব্বকালে এইখানকার মহারাজাদের কুক্ষী নিবিষ্ট ভূতাবত ছিল এখনেও সেই ভাব আমার দৃষ্টব্য হইতেছে অতএব তাহার ওপর আবশ্যক বিবেচনা করিবা। এ বৎসর শেষ হইল তথাচ ওখানকার কর কি পত্র কিছুই আইসে না কারন কি তদুদ্দিশ্য বসন্তরায় যাঙ্কিক সহিত পরিবার পৌলের জন প্রেরিত হইল সাম্বৎসরিক কর বকী সং প্রতি দশলক্ষ প্রেরন করিবা গৌন না হয়। এখানে সম্প্রতি বিগ্রহ ওপস্থিত সিন্ধুকুলাধিপ মানব রাজা বলবন্তরায়ের ওপর বল করিয়া অধিকার লুট করিয়াছে তাহার প্রতি ফল দিতে হইবেক তাহার আসন্নকাল ওপস্থিত বুঝা যাইতেছে নতুবা কি আশাক্রমে এ রাজ্যের ওপর দৌর্জ্জন্যতা করে যাহা হওক এখানে একজাই নবলক্ষ সেনা প্রস্তুত হইয়াছে এবং তোমরা

সকলে ও আপনং দল সহিত সিন্দুকুল দেশ গমন করিবা এখানকার বাহিনী প্রস্তুত জানিবা ইতি ।—

রাজা ঠাকরকে ।—

স্বস্তিশ্রেষ্ঠ শুদ্ধমতি প্রভুতে ভকতি অতি
রাজ কার্য্যে নিপুনত্ব প্রজার পালনে যত্ন
অনুরক্ত জন পাল শত্রু মধ্যে যেন কাল
প্রবঞ্চ ত্যাগিতা জন ভক্তরায় নারায়ন
লিপি দৃষ্ট করি নিরন্তর । তোমার ও দেশ এখানকার রাজ্যগত হওনাবধি ভুমি কখন মাফ হয় নাই এবং আর বৃক্ষাদির কর বন্ধ হয় নাই অতএব ও অঞ্চল পরিমান করিতে হইবেক তদর্থ পরিমান রজ্জু নির্ম্মান করিতে

আরম্ভ করিবা। এখন বর্ষা সময় পরিমাণ আরম্ভের কাল নহে কার্ত্তিকে আরম্ভ হই বেক। পুরুষোত্তমপুরের গোপালগোবিন্দ তাহার কর্ত্তা হইয়াছে ত্বরাই আজ্ঞা পত্র পাইলে ও অঞ্চলে গতি করিবেক তুমি ওখানে সমস্ত মহীপাল ও গোপ ও স্বামুক সাক্ষাৎ রাখিবা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে এক বারে সর্ব্বত্র পরিমাণ আরম্ভ হইবেক। অনুমানিক প্রতি সহস্র রজ্জুতে এক জন আমিন এক জন লেখক চারি পদাতিক দুই রজ্জুধারি চাকর এবং ভূপতি প্রমুখ লোক তাহার সাতে ও প্রবীণ পুরা লোক আপনারা তাহার আয়োজনে থাকিবা। রামসুন্দর বৃহস্পতির কাল হইয়াছে তাহার শ্রাদ্ধের নিয়ম হইয়াছে তিন লক্ষ মুদ্রা তাহার পঞ্চাশ সহস্র তোমার ঐখানে বিরা দিয়াছে তাহার বন্দান ভূপতিগণের উপর যথোপযুক্ত

অংশ করিয়া লইবা টাকা এখন ভাণ্ডার হইতে দেওয়া গেল জানিবা। আর ও অঞ্চলের ধীরাপত্তি লোকেরদিগকে নিমন্ত্রন করিবা যে তাহারা আপন২ অধিকারের ব্রাহ্মন পণ্ডিত লোকেরদিগকে সাত লইয়া নিমন্ত্রনে আসিয়া অধিষ্ঠান হয়েন। আর দ্রব্যাদির যেং পরিমিত পত্র তোমার ওখান যাইতেছে তদনুরূপ সমস্ত দ্রব্য নৌকা যোগে পাঠাইবা। তুমি আত আজহ চূড়ামান রায়কে মনুপুর প্রভৃতি সপ্ত মণ্ডলের কর্তৃত্ব দেয়া গিয়াছিল এখন কএক বৎসর গত হয় সে দেশের কর এবং ওপায়ন ইত্যাদি যাহা নিয়মিত আছে না পাঠানে এখানকার লোক ত্বরা করিতে গিয়াছিল এখন কর্ন গোচর হইতেছে যে সে অসত মতি জেদি রাজার সহিত যোগ করিয়া এখানকার আজ্ঞা অনুস্বার আবশ্যক রাখে না। তাহার দমন

আবশ্যক কিন্তু চেদি রাজার সহিত কলহ ও শম্ভিত জানিবা তিনি আমার ঐশ্বর্য্য বীর্য্য অবগত নহেন অতএব এখানকার চিহ্নিত লোকেরদিগকে ভুলাইয়া এমত আচরন করেন এ তাহার কুবুদ্ধিতে আক্রমন করিয়াছে ইহার নিবারনার্থে হজুররায় সেনাপতি লক্ষ অশ্ব সহিত গিয়াছে আর২ সমস্ত রাজারদিগকে সজ্জমান হইতে পত্র গিয়াছে কতক২ আসিয়াছে বক্রী আসিতেছে অদ্য কল্য আসিবে তুমি ওখানকার সেনা সজ্জ হইয়া ঐ পথে গতি করিবা বিলম্ব না হয়। বামনপুরের চন্দ্রাধিপ সিংহকে সংবাদ দিবা সে পূর্ন সজ্জাতে আইসে। চেদি রাজার কর্ত্তৃত্ব তাহাকে দেয়া যাইবেক গোমতী নদীর পুল বন্ধের কার্য্যে পূর্ব্বে সকপদাসরায় নিযুক্ত ছিল তাহার পর লোক হইলে কৃষ্ণসুন্দর পদার্পন হইয়াছে।

শুনিলাম তোমার ওখানকার ভূপতি লোক তাহাকে মানে না এবং আজ্ঞানুযায়ি আব শ্যক কার্য্যের পুতুল বরে না এ অতি অনুপযুক্ত চেতাইয়া দিবা এ মত না করে। এ বিষয় আপনে ও সাবধান হইবেন না হয় ইহার অনুযোগ আপনকার উপর পড়ে এ একটা বৃহত বিষয় কেননা ওখানকার পুলের বিষয় চুক্তি হইয়া নিয়ম হইয়া গিয়াছে যাহার ত্রুটিতে পুনর্ব্বার হইবেক এ সকল খরচ পত্র তাহারি উপর দেনা হইবে ওখান কার পুল বন্ধ না হইলে কিম্বা বাঁধিতে কাঁচা থাকে পরে ভাঙ্গিয়া গেলে এ অঞ্চলে সমস্ত দেশ ডুবিয়া যায় তাহাতে ভাণ্ডারের কোটি টাকা ক্ষিতি বিবেচনা করিবেন ইতি।

রাজা ঠাকুরকে ।

মহাবীর রনেশ্বীর বৈরি দর্প হারী
প্রভু প্রিয় জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুন ধারী।
আজ্ঞা পত্র দৃষ্টি মাত্র করিবা ওপায়
যেন যত দুষ্ঠ চিত হয় পরাজয়।

কিঞ্চিত কাল হইল এখানকার সামন্ত তীর্থ পর্য্যটনার্থ বারানসী আগমন করিয়াছিল সে স্থানে বিশ্বেশ্বর কর্ত্তা কাশী মোক্ষধাম মধ্যে মহাস্থলী শাস্ত্র প্রমানে পাওয়া যায় যে সে স্থান গমনে তেই পাপীগনের পাপের বিমোচন হয় শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া করনে কি পর্য্যন্ত তাহার গননা কি তাহা অনন্ত গনের মধ্যে বিখ্যাত

যে স্থানে সার্দ্ধত্রিকোটি তীর্থের অধিষ্ঠান ও তেত্রিশকোটি দেবতার বাস স্থান। এ সকলে আপনং সুখ ইচ্ছা ও মুক্তি আকিঙ্খাতে অবস্থিতি করিতেছেন শাস্ত্রে বলে কাশী পৃথিবীর মধ্যে নহে কাশী মুক্তিদা তেজোময় পুরী অধোরসাতল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মাণ্ড কোটী ভেদ করিয়া তাহার জ্যোতি সে নিত্য প্রকাশ যে স্থানে মুনিকর্ণিকা উত্তর বাহিনী হইয়াছেন শাস্ত্রোক্ত মহা পুণ্যক্ষেত্র এ স্থান এত্র লোকের মনে দুঃখ কদাচিত্ জন্মে হয় না। সর্ব্ব নানা স্থান ও দেব দর্শন তীর্থ পর্য্যটনে রটন করিতেছে গঙ্গাতীরে মুনিকর্ণিকার ঘাট প্রভৃতি স্থানে যাত্রি লোক স্নান পূজা তর্পন ইত্যাদি করিয়া বেদধ্বনি করিতেছে এই মতে সর্ব্বত্র লোকেরদের অসীমানন্দ আমি ও সসৈন্যে স্থানেং গতায়াত করিয়া শাস্ত্রোক্ত পুণ্য সঞ্চয় ও দর্শনীয় আনন্দ

পর্য্যটন করিয়া মহানন্দে পুলোকিত হইতে
ছিলাম ইতিমধ্যে মুনিপুরের গড়ের অধিপ
হরিবল্লভরায়ের নিবেদন লিপি দ্বারা জানা
গেল গোশৃঙ্গ দেশের নরপতি নবকিশোর
পুরশূন্য জানিয়া সেনা সাজনী করিতেছেন
হিন্দুস্থানের ওপর বল করিবেন। সময়য়া
নুকা দুর্ব্বুদ্ধি তাহাকে ঘটনা হইয়াছে
পূর্ব্বকার তাহার বিস্মরণ হইয়াছে যে কালে
গদাধির রাজা তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া
কারাগারে নিগূঢ় বন্ধনে রাখিয়াছিল তাহাতে
শ্রুত আছে এখানকার মহারাজ আপনি ওহার
সাহায্যার্থ সেনা সজ্জা হইয়া গদাধিরকে
সংহার করিলেন সেই অবধি সে রাজ্য
নিজাধিকার ভুক্ত তাহাতে ইহাকে মুক্ত
করিয়া আপন রাজ্যে পুনরায় নিযুক্ত করিয়া
ছেন এ ও এখানকার এক জন প্রজার মধ্যে
গণনা ছিল কর প্রদান ও সেই মত করিত

সে ব্যাপককাল গত হইলে পরে আমার সময় হেতু তদনুরূপ আচরনে আচারী ছিল এখন হটাৎ এ সাহস এ কোথা হইতে পাইল কি পরাক্রমে ইহার এতেক সাহস হইয়াছে জানা গেল না। বুঝি তাহার সহায় ও বা অন্য কেহ হইয়া থাকিবেক নতুবা এমত আচরন সহসা বিষয় কি। যাহা হওক তাহার দমন করা হইয়াছে অতএব তুমি নিজ পরিবার সেনা সাজনী করিয়া তাহাকে সসহায়তে সংহার করিয়া গোশৃঙ্গ দেশ করতল করিবা আমি ও এ কার্য্য সঙ্কোলন করিয়া দক্ষিন সমুদ্র তীরস্থ যাবদীয় দুষ্টকে নিবর্ত্ত করিয়া সমুদ্রনাথের ও অঞ্চলে গতি করিব জানিবা ইতি।—

রাজা চাকরকে।—

শুদ্ধ স্থিতি মহামতি প্রভু অনুরক্ত।
দানশীল ধর্ম্মশীল দয়া অভিষিক্ত।

বিবেচক বুদ্ধিমান মহারায় চন্দ্রভান। আজ্ঞা পত্র প্রভৃতি মনোনিবিষ্ঠ করিবা বিবেচনা করিলা রাজপরাধিপ হরিশ্চন্দ্র বৎসরাবধি এখানে অবস্থিতি করিয়া প্রকাশ করিল আপনি ইহার বিষয় মনোযোগ করহ না ইহাতে নাগপুর অধিকারী মাহরট্টার রাজার সীমা সেও বিরোধে সদা সর্ব্বদা ওপদ্রব করে তাহার বারন কেবল ইহা দিয়া হইতে পারে না কহিল মাহরট্টারা ইহার রাজ্য কতক২ অধিকার করিয়াছে সে কেবল ইহার রাজ্য নহে এত কেবল মধ্যে বৃত্তি আপনি তাহার অবগত নহেন এমত নহে তথাচ আলস্য

ইহার ভাবজ্ঞ হওন বুদ্ধির অগোচর যদ্যপিও তদ্যপিও এক্ষনাবধি পূর্ব্বাচরণ পরিত্যাগ করিয়া আপনি নিরূপিত কর্ম্মে মনোযোগ করিবা ত্রুটী না হয়। তবে যদি বঙ্গী্রা পুনর্ব্বার পালাতে নিরস্ত না হয় তবে জানি্যা নিতান্ত তাহারদের শেষ দশা উপস্থিত অহঙ্কার মদে তাহারা মত্ত আছেন তোমার নিবেদনানুসারে তাহারদের দমনার্থে কি বিবেচনা করা যাইবেক ভাবনা করিবা না। দুইত রাজা ও যাহা অহঙ্কারি চিতোর রাজ্যেশ্বর তাহার অপরিবেচনায় পুথমত উপদেশ করা গেল তথাচ বর্গে না আইলে বিজয়িনী সেনা চতুরঙ্গ দলে গমন করিয়া সংশোধিত করিবে এক্ষনে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রেকে নিযুক্ত করিয়া ছিল নিয়মিত করুদ আছেন ইহারদিগকে এ সেই মত না করিলে উচিত হবেক না। সেই বা কোন বিচিত্র কথা তাহার কর্ম্মানুযায়ি ফল

এইক্ষণে করা যাইত কিন্তু মাহেশ্বরী রাজ্যের রাজা অনুবৃন্দ নীলদ্বিজ কয়েক বিপদ গ্রস্ত হইয়াছে তাহারদের সহিত পুরুষানুক্রমে এখানকার সদ্ভাব এবং সৌহার্দ্যতা ইদানীন্তু নানা মত ওপায়ন প্রদানেতে এখানকার সকলেই অনুগত তাহার সাহায্যার্থ বিবেচনা করা গিয়াছে সামন্ত ও অনেক পথ গত হইয়াছে পুনরাগমনে কর্ত্তব্য করা যাবেক এই ইচ্ছা তবে যদি মাহরাষ্ট্রেরদের দিব্য জ্ঞান হয় প্রতি প্রসন্ন হওন ও সুমতি দিয়া গত কালের দুর্জ্জনতাতে লজ্জান্বিত হইয়া পদতলে শরণাগত হয় এবং নিয়মিত কর নিযোজন করে তবে কি হয় বলা যায় না। নাথপুরপতি তোমাকে দেখিতে বাঞ্ছা করে কহে সে তোমার পিতৃবান্ধব এবং তোমার সহিত ও প্রণয় আছে এখানে এ প্রসঙ্গ প্রকাশ নহে চিরকালাবধি সে এখানে

কারাগাররুদ্ধ সে পূর্ব্বে পাষণ্ডতা করিয়া মহা প্রভু জগন্নাথ দেবকে না মানিয়া পুরী লুট করিয়াছিল তাহার শোধার্থ এ পর্য্যন্ত শাস্তি পাইতেছে। পূর্ব্বে বড় দুষ্ট অসুর ছিল এখন তাঁহার আলাপের আশয়ত্তে বুঝা যায় বুঝি দেবতা ইহাকে প্রসন্ন হইয়া থাকিবেন নতুবা পূর্ব্বকার দুর্বৃত্তিতা ত্রুটি ইহার বিষয় কি যদি তোমার আইমন মাঙ্গিতাক্রমে এ অঞ্চলে হয় ইহার বিবেচনা করিবা আমার ইচ্ছা ইহাকে আরবার নিজ পদে অর্পন করা যায় কিন্তু তোমারদের অন্তরঙ্গ তোমরা সাহায্য করিলে হইতে পারে এবং অন্তরঙ্গের এ কর্ত্তব্য বটে যদ্যপিস্যাত তোমারদের অবধান হয় তথাচ ইহার আর বিপদ বড় হইতে পারিবে না। কিন্তু বিপদেই বন্ধুকে চেনা যায় দ্বারপালবাসী দিগম্বর রাজা পুরুষোত্তম দর্শনে ঐ পথে যাইতেছে এবং

এখানকার অনেকে ও সেই সমভিব্যাহারে যাইতেছে ইহারদের আনুগত্য যে উচিত করিবা পথপ্রস্তু লোক যেন ও অর্থে বহির আবশ্যক হয় আনুকূল্যে ত্রুটি না হয়। দিগম্বর এখানকার অত্যন্ত শরণাগত এবং- উপকারী চিরকাল হইল এক কালে আমি উদাসীন বেশে দ্বারকা দর্শনে যাইতেছিলাম তাহাতে ইহার আশ্রয়ে অতিথি হইলে এ অনুমানে আমাকে জ্ঞাত হইয়া পূর্ণ সজ্জাতে আমার সহিত যাইয়া কর্ম্ম সঙ্কোলন করাইয়া রাজধানী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। অতএব তাহার প্রত্যুপকার আপনি করেন। ইতি মধ্যে যদিতু হিন্দুস্থানের সিংহাসনস্থ আমি না থাকি সংবাদ অনুসন্ধানে আপনি দ্বার পালকে সাত লইয়া সেইখানে পৌঁশিবা নতুবা হিন্দুস্থানে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া

সুযাত্রার্থে কিছুকাল এখানে বিলম্ব করিতে বাঞ্ছা করে তবে তাহার কারন রয়াকান্ত পুরের গড় পরিষ্কার করিতে সসৈন্য বাস করনের আটক হবেক না সকল কার্য্য সুনির্বাহ পুর্ব্বক করিবা। ইতি।—

রাজা চাকরকে।—

হিতকারী সদাচারী শুচি মহা ধীর
বনে বনে সবর স্থানে সদম্ভ শরীর।
প্রভু কার্য্য অতি শৌর্য্য সবল হৃদয়
পরাক্রম মহাশয় নবকান্ত রায়।
আজ্ঞা লিপি দৃষ্টি করি কার্য্য আচরিবা
কদাচিত তাহা অনুচিত না করিবা।

আর বিবরনঞ্চ বিশেষ তোমার ও অঞ্চলের মধ্যে মহা পীঠ জ্বালামুখ সে অতি চমতকৃত স্থান শুনিলাম সেখানকার সেবাদি এখন পূর্ব্ব মত হয় না তোমার বড় একটা মনো যোগ সে বিষয় প্রতি নাই এ বড়ই বিরুদ্ধ কথা আমি বুঝি তুমি তাহাতে জ্ঞাত নহ অতএব সে বিবরন লেখিতেছি মনোযোগ করিবা। মহাদেব বিবাহ করেন দক্ষের দুহিতা মহাশক্তি অবতীর্ণা দক্ষের গৃহে তাহার নাম সতী। দক্ষ মহাব্যক্তি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র শব তাহার যামাতা বটে কিন্তু ইনি অনাদি কত কোটি ব্রহ্মা ইহার আজ্ঞাবহ তাহাতে দক্ষ কোন ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব সাধনাক্রমে মহাশক্তি ভগবতী তাহার কন্যা রূপে অবতীর্ণা হইলেন সেই কথা মহাশক্তি তিনি মহাদেবের শক্তি। মহাদেব দক্ষকে শ্বশুর ভাবে প্রনাম করেন না ইহাতেই

দক্ষ মহাদেবের প্রতি আনন্দিত কখন নহেন বরং কোপিত এবং কখন কুৎসা বাক্য মহাদেবের বিপরীতে কহেন এই মত কতক কাল গত হয়। এক সময় ভৃগু মহামুনি যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রন হইলে সমস্ত দেব গনের আগমন দক্ষ প্রজাপতি ইত্যাদি সমস্তই সভাস্থ এই কালে মহাদেবের আগমনে সকলেই গুণ্থান করিয়া অভ্যার্থনা করিলে প্রজাপতি দক্ষ অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া মহাদেবের প্রনাম না করাতে গুণ্থান করিলেন না এবং আলাপ ও না করিয়া অন্য লোকের সহিত শিবনিন্দায় প্রবর্ত্ত সেই হইতে দক্ষের দ্বেষ বিদ্বেষ এবং শিব নিন্দা সদা পরে দক্ষ মহা কোপে নিত্যালয় যাইয়া আপনি যজ্ঞারম্ভ করিলেন বিবেচনা এই যে আমার যজ্ঞে মহাদেবের নিমন্ত্রন করিব না ইহাতেই তাঁহার অপমান হইবেক

এই মতে যজ্ঞারম্ভ করিয়া সমস্ত আহ্বান
করিলেন মহাদেব তাঁহার মামাতা তাঁহার
কন্যা মহাশক্তি সতী শিবের ঘরণী তথাচ
তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া রোষযুক্তে
সমস্তই বিস্মৃতি কন্যা কি মামাতা কাহাকেও
নিমন্ত্রণ করিলেন না। এই মতে দক্ষের যজ্ঞ
হইতেছে ইতি শ্রবো সতী পিতৃগৃহে উৎসব
শুনিয়া উৎকণ্ঠ চিত্ত হইয়া অত্যন্ত কাতরা
সতী নিবেদন করিতেছেন মহাদেব প্রভো
পিতৃগৃহে মহোৎসব আমার চিত্ত একান্ত
ব্যাকুল হইয়াছে পিতৃগৃহে যাইতে ইচ্ছা
দেখ প্রায় চিরকাল গত হইল মঙ্গল
সূত্র করে তোমার ঘরে আসিয়াছি পরে
কখন পিতৃগৃহে যাই নাই এবং মাতা
পিতাকে দেখি নাই আমি আমার মাতার
কন্যা মাতা আমাকে বড় ভাল বাসেন
আমিও সেই মত আমার ইচ্ছা পিতৃগৃহে

যাইতে তুমি আজ্ঞা কর।
চরণে ধরিয়া সাধি আজ্ঞা কর গুণনিধি
পিতৃগৃহে যাই প্রাণনাথ।
পিতার সন্মান পাব ভগিনীগণে সম্ভাষিব
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত।

এ কথা কহিয়া মহাদেবের চরণে ধরিয়া সাধনা করিলে মহাদেব বিমর্ষ চিত্তে কহিতেছেন শুন তোমার পিতা পাষণ্ড আমাকে মানে না দেখে সে আমাকে অমান্য করিবার নিমিত্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিল না বিনা নিমন্ত্রণে তুমি গেলে সন্মান পাবা না এবং আমার নিন্দাতে তোমার দুঃখ হইবেক পশ্চাত তাহার বারণ হইবেক না। অতএব অনিমন্ত্রিত স্থানে যাওয়া উচিত নহে। সতী কহিতেছেন প্রাণ নাথ আপনার মাতা পিতার নিমন্ত্রণ অনিমন্ত্রণে কি হয় তাহারদের কাজে পুত্র কন্যার

সম্মান অসম্মান কি আমার পিতা আমাকে বড়ই ভাল বাসেন আমি বুঝি আমার অস ম্মান করিবেন না সতী যাওনের উদযুক্তা নিতান্ত ;শিবাজ্ঞা নহিলে সতী ক্ষিদামানা রোদন করিতেং মহাক্রোধেতে ক্রোধিতা হইয়া পদদ্বয়ে গতি করিলে মহাদেব নন্দি মহাকাল সিবসেবককে আজ্ঞা করিলে মহাকাল মহাযান লইয়া পশ্চাতবর্ত্তিতা করিয়া কতক দূরে গেল দেবী সে যানা রোহনে দক্ষালয় উপস্থিত প্রসতী সতী কন্যাকে দৃষ্ট মাত্রেই প্রেমানন্দে পুলোকিত হইয়া গদ গদ চিত্তে যাইয়া কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিতে লাগি লেন এই মতে প্রেমাশক্ত সতী ও মাতাকে প্রণাম করিয়া আরং সমস্ত ভগিনী ও জমাতা গনকে সম্ভাষ করিয়া যজ্ঞস্থানে পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা

মাত্রেই হরকোপে কোপিত হইয়া শিব নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মসানে তাহার অবস্থিতি হাড় মালা গেলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্রহ্মার পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেব সভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহা দেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি যাহার পদ যুগে শরণাগত যে হর মহাবীর ত্রিপুরা সুরকে সংহার করিলেন যে হর কালকূট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন তাহাকে কুৎসা বাক্য তোমা ব্যতিরেক কেহ কহে না তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর। নন্দি

কহিল দক্ষ নিন্দার প্রতি ফল পাইবা যে মুখে শিব নিন্দা করিলা তাহা তোমার নাশ হইয়া ছাগল বদন হইবেক এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্ব্বার শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে সতী মহা ক্রোধে গুণখান করিয়া কহিতেছেন পিতা সকলের গুণযুক্ত গুরু নিন্দা শ্রবনে লোক নিন্দকের শির ছেদন করিবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিম্বা সে স্থান ত্যাগ করিবেক আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করিব তোমার আত্মজা তনু আর রাখিব না এই কহিয়া বসন আটিয়া পরিয়া যাইয়া মধ্যস্থানে বসিয়া শিব রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সভার মধ্যে জনাগনে কোলাহল করিলে দক্ষ তাহার দিগকে মারিয়া খেদিয়া দিল। নন্দি দানা গান সমুদায় লইয়া রোদন করিতে২ শিব

সাক্ষাত নিবেদন করিবা মাত্রেই মহাদেব ক্রোধাবিষ্ট শিবের লোমাঞ্চিত হইতেং মহা ক্রোধাবেশ কালান্তকানল সম হইয়া মস্তক হইতে এক জটা ছেদন করিয়া ফেলিলেই তাহাতে মহাবীর বীরভদ্র উত্পন্ন হইলেন বীরের মস্তক গগনে স্পর্শ করিলেক মহাদর্প বাল বীর দুই চক্ষু রক্তবর্ণ সদা ক্রোধযুক্ত জন্মিবা মাত্রেই করপুটে নিবেদন করিলেন দেব দেব আমি কি কর্ম্ম করিব। শিব কহিলেন দক্ষকে সংহার করহ এবং নষ্ট কর তাহার যজ্ঞ আজ্ঞানুসারে বীর সাত কোটি দানা সহিত সজ্জমান হইয়া ক্ষন মাত্রেই দক্ষালয় উত্তরিয়া নখেতে দক্ষের ছেদন করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে সমর্পন করিলেন এবং দানাগনে প্রস্রাব করিয়া যজ্ঞকুণ্ড পরি পূর্ন করিল ব্রাহ্মনকে পুথির রজ্জু দিয়া বন্ধ বন্ধ করিয়া নানা মত দুর্নীতি করিল

কাহার শ্মশ্রু উৎপাটন করে কাহার দন্ত ভাঁগিয়া ফেলে এই মত অবস্থা সকলকে করিয়া যজ্ঞনাশীয়া যাইয়া নিবেদন করিল চন্দ্রচুড়ের সন্নিধানে। পরে মহাদেব সতী অঙ্গ দর্শনার্থে দক্ষের ভবনে উপস্থিত হইয়া সতীর মৃতাঙ্গ মস্তকে করিয়া নৃত্য করিতে প্রবর্ত্ত এই মতে মহাদেব নৃত্যে পৃথিবী ভারাক্রান্তা হইয়া আর সহিষ্ণুতা করিতে পারিলেন না ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ব্রহ্মার গোচর নিবেদন করিলে ব্রহ্মা কহিলেন বিষ্ণু ব্যতিরেক ইহার উপায় আমাদিয়া কিছু হইতে পারে না। পরে বিষ্ণুর স্তব করিয়া কহিলেন প্রভো পৃথিবী আর ভার সহিতে পারে না এই মতে ব্রহ্মা বিষ্ণু সেই যজ্ঞ স্থানে যাইয়া বিবিধ প্রকারে মহাদেবের স্তব করিয়া বিষ্ণু চক্রেতে সতী অঙ্গ ছেদন করিতে২ সাম্প্রদায়িক ছেদন হইয়া যথা২

হইয়া পতন হইল। সাহলো একান্ন ভাগ হইয়া একান্ন স্থানে পতন হইল সেই একান্ন স্থান হইল পৃথক২ একং পীঠ স্থান তাহাতে মাহাশক্তির একং রূপ এবং একং ভৈরব অধিষ্ঠান চূড়ামনি তন্ত্রে তাহার বিশেষন গিয়াছে অতএব এমত মহাস্থান তাহার সেবা চর্য্যা প্রকৃত মত করিবা তাহার ইত্যাদির ওপর অতিক্রম করি বা না সাবধান ইতি।—

দ্বিতীয় ধারার প্রথম অধ্যায়।—

প্রথম পত্র পিতাকে এবং পিতৃতুল্য সমস্তকে।

পরম পুজনীয় শ্রীযুক্ত পিতা

মহাশয় শ্রীচরন কমলেষু।   সেবক শ্রীঅমুক ঘোষ দাসস্য প্রনামা পারে পরাদ্ধং

নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। শ্রীমদ্দাদীক্ষু

মহাশয়ের শ্রীচরণারবিন্দ ধ্যানেত এ সেবকের ঐহিক পারত্রিক নিস্তার পরং শ্রীচরণ নিকট হইতে আইমনাবধি মহাশয়ের কৃপা পত্রী দুই বার পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছি বাটীর সকলেই প্রাণগতিক কুশলে আছেন সময়ানু রূপ সেই মঙ্গল এ দেশের বিভ্রাট যথোচিত অদ্য দুই বৎসরাবধি হইতেছে গত বৎসর বর্ষা আসিয়া যাবদীয় লোকের ধান্য ইত্যাদি কৃষির অতিবিঘ্ন জন্মাইয়াছে এমত বর্ষা এ দেশে কখন হয় নাই অশিতি বৃদ্ধ লোকেরা কহে তাহারাও এমত বর্ষা এ প্রদেশে আই সন সমাচার শ্রবণ করেন নাই অতি বৃদ্ধ ডাঙ্গার ওপর সাত আট হাত জল দেশস্থীয় সমস্ত লোক স্বপরিবারে তিন মাস পর্যান্ত নৌকারোহে প্রাণ রক্ষা করিয়াছে কতক দৈব ক্রমে দেশান্তরী হইয়া রক্ষা পাইয়াছে গরু

বাড়ুর ও আর১ অমস্ত পদ্ম ইত্যাদি এই
বানীন তাহার পদাপদা নাই তাহাতেই
এখানকার সকল লোকের বৃদ্ধি ইত্যাদি
গত বৎসর কিছুই হয় নাই লোক দুঃস্থ
অতিশয় রাজস্ব দেওনের সংস্থান নাই
শুনায় কি তাহাতে দ্বিতীয় উপদ্রব বর্গাতে
যাবদীয় লোক নির্দ্ধন হইয়াছে তাহাতে যাহারা
গোঁয়ার এবং বলবান তাহারা দস্যু বৃত্তিতে
প্রবর্ত্ত ইহাতে যদিবা কাহার কিছু ছিল
তাহারা প্রায় নির্ম্মূল করিল বক্রি লোকেরা
দেশে তিষ্ঠিতে পারে না দেশ ভগ্ন হইল
এমত বুঝা যাইতেছে গত বৎসরের রাজ
স্বের বিলি হইল না সমাচার পত্রিকায় লিখি
য়াছি সেখানকার আজ্ঞানুযায়ি করা যাইবেক
বাটিতে ব্যয় ব্রাহ্মনের অনাটন হইয়াছে
তাহাতে ঈশ্বর পুজার সময় সামিবা হইল
তাহার আর অধিক কি ইত্যাদি এখন কিনিতে

না পারিলে পশ্চাত দ্বিগুণ মূল্য হইবেক তাহা ভাবিতেছি সংপ্রতি চারি টাকা পাঠাইতেছি লইয়া অত্যাবশ্যক যাহা কিছু হয় তাহা করিতে আজ্ঞা হইবেক আমাকে এক বার বাটী পৌঁছিতে আজ্ঞা লিখিয়া ছিলেন দেবতা করেন তবে ত্বরায় পৌঁছিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব এমত বাঞ্ছা তবে বলা যায় না ভগবদিচ্ছা অমুক প্রভৃতি এখানে সুস্থ আছেন কার্য্য কর্ম্মের কিছু বন্দবস্ত করিয়া দিতে পারি নাই চাওরাইতেছি শ্রীযুক্ত কর্ত্তা রাজা মহাশয়ের আগমন হইলে এক প্রকার করিতে পারি বা। বিশেষ পশ্চাত নিবেদন লিখিব। শ্রীযুতকালীসঙ্কর রায়েরদের বাটীতে মহাভারত পুস্তক আরম্ভ হইবেক তাহার সম্মাট বড়াই করিতেছেন তাহাতে আপনারদের ও কিঞ্চিত ব্যায় বাসন চাহি প্রোতা ইত্যাদি দিতে হইবেক এবং আরং ব্যায় বাসন

তবে মহাশয় কর্ত্তা যাহা আবশ্যক হয় করি
বেন আমাকে লিখনাধিক আর কিছু অর্থ
সাহিত্য যাহা হয় ত্বরায় পাঠাইব কল্যাণপুরের
শ্রীযুক্ত ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহা
শয়ের আজ্ঞা পত্র লইয়া এখানে অদ্য চারি
দিবস হইল পৌঁছিয়াছেন তাহার বিষয়
মহাশয়ের পত্রে এবং তাঁহার মুখাৎ অব
গত হইয়াছি সময় অতি মন্দ একারণ
সম্যক সুসার কদাচিত করিতে পারি কিন্তু
ইহার প্রতুল এখান হইতে যদিস্যাৎ না হয় তবে
চন্দ্রাদিত্য কলঙ্ক এবং ইঁহারাও অন্য স্থানে
যাচিঞা করিতে পারিবেন না অতএব এ
নিমিত্ত কিছুকাল যত্নপূর্ব্বক প্রাণপণে চেষ্টা
করিয়া যে পর্য্যন্ত হয় তাহা করিয়া ভট্টাচার্য্য
কে সাতি সাংগত্য করিয়া পাঠাইব সে জন্য
কোন চিন্তা করিবেন না ইহা শ্রীচরণে
নিবেদনমিতি।

পিতা এবং পিতৃ তুল্য সকলকে।—

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পিতা মহাশয়।

শ্রীচরন যুগলেষু।—————

সেবকস্য প্রনামা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরনাশির্ব্বাদেরত্র কল্যান পরং বাটী হইতে শ্রীযুত দাতারাম দাস পৌঁশিয়া সেন ব্যয় ব্যসনের অনাটন হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই ভাবনার মধ্যে ছিল বিশেষ দাসের আইসনে অধিক এখান হইতে হটাত কিছু যোত্র হয় এমত দৃষ্টব্য হইতেছে না কিন্তু দেওয়ান তক সকল বিষয় নিবেদন করিয়াছি নিরাশাও হওয়া যায় নাই বিশেষ দুই একে বিদিত হইতে পারিব স্বরা শ্রীচরনে নিবেদন লিখিতেছি ঠাওরাইয়াছি যদি

সেখানে কিছু সাক্ষাৎ না হয় তত্রাপি কর্ম্ম
পত্র করিয়াও যাহা পাঠাইব এমত ইচ্ছা পারি
যে হয় পশ্চাত নিবেদন লিখিব আর শ্রীযুত
কায়েদ্দবরায় এখানে আমিয়াজিগের তাঁহার
মাতার উপপ্রাপ্তি হইয়াছে কহিলেন তাঁহার
স্থাপ্য ধন কিছু ছিল সে সমস্ত তাঁহার ভ্রাতৃ
যামাতা শ্রীযুত নন্দকিশোর সরকার উঠাইয়া
লইয়া গিয়াছেন ইহার বাষ্প তাঁহার স্থানে
কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভাব হয় নাই রায় কি
ভাবে এ সকল আলোচন করেন জানা যাই
তেছে তিনি গহারি করিতে উদ্যত হইয়া
ছিলেন তাহাতে আমি বিস্তর২ কহিয়া সম্প্রতি
স্থগিত রাখিয়াছি মহাশয়ের নিকট যাইবেন
ঠাওরাইয়াছেন মহাশয়ও চেষ্টা পূর্ব্বক যাহাতে
একটা বিচিকিৎসা না হয় এ মত করিতে
আজ্ঞা হইবেক : আত্মকলহ কদাচিত ভাল
নহে বরুং ভল আত্মকলহে নষ্ট হইয়াছেন

যাহাতে সর্ব্বত্র রক্ষা হয় পরামর্ষ আজ্ঞা হইবেক এখানকার কর্ত্তা অদ্য দুইমাস গত হইল বিশ্রামার্থ নাবারোহনে দক্ষিণাঞ্চলে গিয়াছেন তাহাতে রাজ কর্ম্ম সমস্ত বন্ধ হইয়াছে আমরা প্রায় বসিয়া আছি শ্রীযুত দেওয়ান মহাশয় প্রত্যহান্বিত বিচার স্থলে যাইয়া থাকেন অন্যোন্য কদাচিত ক্রমে যাওয়া না যাওয়া তুল্য কোন কর্ম্ম নাই উপস্থিত কোন বিষয় কর্ত্তার আগমনার্থ স্থগিত থাকে দেওয়ান মহাশয়ের কাছে দশ দিন বিদায় অনুষ্ঠান করিয়াছি যদিও হয় তবে কিছু কালের কারণ আমি শ্রীচরণ নিকট পৌঁছিয়া নিবেদন করিব । শুনিলাম দেশের অনেক২ লোক ৺ গঙ্গাস্নানে আসিতেছেন তাহারদের কারণ বাসা ইত্যাদি অনুসন্ধান করিয়া রাখিয়াছি কেহ২ আইলেন পশ্চাত জ্ঞাপনার্থ নিবেদন লিখিব

শ্রীগোপালরায় মহাজনের দেনায় দায়
সপরিবারে শ্রীরামপুর গিয়াছেন তাঁহার
দ্রব্যাদি যে কিছু সমস্ত বদ্ধ তাঁহার ওপর
সমূহ বিভ্রাট বড় কি গতিক হয় বলা যায়
না। যে হয় স্বরায় জানা যাইবেক।
নিবেদনমিতি।—

পিতা এবং পিতৃতুল্য সমস্তকে।—

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অমুক২ মহাশয় শ্রীচরণ
কমলেষু।—

শ্রীচরণ নিকট হইতে প্রস্থানের পরে চতুর্থ
দিবসে এ স্থানে পঁহুছিয়া দেখি এখানকার
সমস্ত লোক চৈতন্যদেবের মেলায় গিয়াছে
চৈতন্যদেবের বিবরণ এই বৈষ্ণবেরা কহে
পূর্ব্বকালে বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব পৃথিবীতে

অতি অল্প ছিল হরিভক্তি ব্যতিরেক জীবের মুক্তা তাব এতদর্থে আপনে কৃষ্ণ বৎসর শত চারি হইল নবদ্বীপ পুরিমধ্যে শ্রীজগন্নাথমিশ্র ব্রাহ্মনের ঔরসে সচি ব্রাহ্মনির উদরে অবতার হইলেন তাহার নাম থুইলেন গৌরাঙ্গচন্দ্র। পরে এই মতে বাল্যক্রিয়ায় অল্প কাল যাপন করিয়া নবদ্বীপের প্রবীন ভট্টাচার্য্য শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের চতুষ্পাটিতে পঠেন যেমত আর২ পড়ুয়ারা ও পঠেন শুনিও সেই মত পাঠ করেন বটে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য যাহা একবার অধ্যায়ন করান তাহা তৎক্ষনাত অভ্যাস হয় এ মত উৎপন্ন মেধা এবং যাহা পাঠের মধ্যে আইসে নাই তাহাও শুনিয়া অবগত এমত স্ফূর্ত্তির আর বর্নবান এবং কমলাদি বাক্য অমৃত তুল্য ইহাতে সার্ব্বভৌম বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিবেচনা করিলেন এ বালক কদাচ সামান্য

নহে ইহার তদন্ত আর কিছু থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই। এই চিন্তাতে ভট্টাচার্য্য সদা সর্ব্বদা চৈতন্যের প্রতি তটস্থ থাকেন ইহার পরিষ্কার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সমস্ত পড়ুয়ারদের আজ্ঞা করিলেন তোমরা এক জন প্রতি দিবস প্রাতে আমার প্রাতঃস্নানের সময় ধুতি বস্ত্র এবং পুষ্পের শাজি ঘাটে লইয়া যাইও এই নিয়ম থাকিল। তদনন্তরে পড়ুয়ারা প্রতি দিবস সেই নিয়ম মত এক জন বস্ত্র ও পুষ্প ঘাটে লইয়া যান এই মত করি চৈতন্যের পালার দিন তিনি ও সেই মত করিলেন ভট্টাচার্য্য গৌরাঙ্গাগমন জানিয়া কটি পর্য্যন্ত জলে দাণ্ডাইয়া বস্ত্রের কারণ চৈতন্যেরদিগে হস্ত বিস্তার করিলে তিনি জলে তিন চারি পাদার্পণ করিলেন তাঁহার পদবিক্ষেপের স্থলে এক২ পদ্ম প্রস্ফোটিত প্রতি পদের তলে হইল ইহা দেখিয়া

ভট্টাচার্য্য চমৎকৃত হইলেন কিন্তু তাঁহারে কিছুই বলিলেন না পরে সমায়াগুত্রে ভট্টাচার্য্য কহিলেন গৌরাঙ্গ শুন আমার নিবেদন এত দিবস পর্য্যন্ত তুমি আমার পড়ুয়া ছিলা বটে আজি অবধি আর আবশ্যক নাই পাঠ করিতে আমার স্থানে যাহা হওক আমার সমস্ত পুথি পুস্তক আছে যদি আবশ্যক হয় তাহা সমস্ত দৃষ্টি কর ইহাতেই সমস্ত অভ্যাস হইবেক তুমি যেটা তাহা আমার সুগোচর হইল তুমি সামান্য মনুষ্য নহ তাহা আমার বস্ত্র প্রদানের সময় প্রকাশ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ কুণ্ঠিত হইয়া কহিতেছেন মহাশয় আমি আপনকার পড়ুয়া যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই আমার কর্ত্তব্য অতএব সেই দিবস হইতে চৈতন্য ভট্টাচার্য্যের সমস্ত পুস্তক আপনি২ আবৃত্ত করিতে২ অল্প কালেই মহা

মহোপাধ্যায় হইলেন দেশেতে প্রকাশ হইল যে গৌরাঙ্গ সামান্য মনুষ্য নহেন তিনি কোন অবতার হবেন তাহার সন্দেহ নাই এই রূপে কতক কাল গত হয় ইতি মধ্যে তাঁহার বিবাহ হয়েং একের বিয়োগে অন্য হইল বয়ঃক্রম ও পচিশ বৎসর হইল তাবত সুন্দর রূপ প্রকাশ হয় নাই ইতি মধ্যে কেশব ভারতী নামে এক জন দণ্ডী পশ্চিম হইতে আসিয়া চৈতন্যকে গোপ্ততে ডাকিয়া কহিলেন কহ তুমি নিশ্চিন্ত আছহ তোমার বুঝি কিছু মনে নাই যে কারন তোমার আগমনের তাহা বিস্মৃতি হইয়াছ এমত কথনের পরে তিনি কহিলেন আমি প্রকাশ হওনের অসঙ্গতিতে নিরন্ত আছি এবং আপনকার আগোঙ্কক পরে দুই জন নবদ্বীপ হইতে প্রস্থান করিয়া শান্তিপুর যাইয়া আর দুই জন অদ্বৈত আর নিত্যানন্দ তিনজন

সন্যাস গ্রহন করিলেন। এখানে চৈতন্যের মাতা এবং তাহার ব্রাহ্মণী এ সম্বাদ শ্রবণেতে নিতান্ত শোকাবৃতা হইয়া চিন্তা সমুদ্র মগ্না পরে চৈতন্য অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের আপনার দ্বারা ঐশিক গুনে জ্ঞাত হইলেন যে সংসার আকঙ্খা দূর হয় নাই ইহাতে দুই জনকে কহিলেন ভ্রাতারা আমি বুঝি তোমারদের সংসারের মায়া আছে অতএব তোমরা সন্যাস গ্রহন করিলে ভাল হরি নাম প্রকাশ করনের মূল তোমরা ও তোমারদের সন্তানেরা হইবেক তোমরা যাইয়া বিবাহ কর এবং গৃহস্থাশ্রমে থাকহ যত্ন পূর্ব্বক হরি নাম প্রকাশ করহ এমত কহিয়া এঁহারদিগকে চৈতন্যদেব দণ্ড গ্রহন করিলেন এঁহারা দুই জন গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেন। চৈতন্যদেবের আরং অনেক

শিষ্য হইল শত দুই শত লোক পারমার্থিক
ন্মাত করিয়া সমস্ত ভূমি ভ্রমণ করেন এবং
লোকেরদিগকে ভক্তি জন্মাইয়া হরিমন্ত্র
প্রদান করেন কতক কাল এমত২ করিতে২
অনেক২ লোক বৈষ্ণব হইল হরিনাম পৃথিবী
ব্যাপ্ত হইলে আপনি চৈতন্য নীলাচল যাইয়া
অন্তর্ধান হইলেন। সেই চৈতন্যদেবের
প্রতিমূর্ত্তি নবদ্বীপে আছে তাহার মহোৎসব
বৎসর২ হয় তাহাতে সমস্ত লোক দর্শনার্থে
গিয়াছে তাহারদের আগমন পর্য্যন্ত আমার
এ স্থানে নিষ্কর্ম্মক থাকিতে হইল কার্য্য
কারিকা ব্যতিরেক প্রত্যাগমন করিলে কি
হইবেক অতএব লোকেরদের আগমনা
পেক্ষিক আছি আত কারণ শ্রীচরণে নিবেদন
করিলাম। এখানকার যাবদীয় লোক প্রায়
বৈষ্ণব শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য প্রায় নাই।
ব্রাহ্মণ যাহারা আছেন তাঁহারাও সুবর্ম্ম

ত্যাগী বৈষ্ণব পর্য্যন্তুখী এখানকার মোহন্ত এক জন বৈষ্ণব তাঁহার শিষ্য সকলে ব্রাহ্মনেরা ও তাহার পাদোদক ইত্যাদি গ্রহন করিতেছেন এবং অধরামৃত লইতেছেন বৈষ্ণবকে অষ্টাঙ্গ প্রনাম করিতেছেন তাহাতে কোন দ্বিধা করেন না ইহাতে যাহারা অধ্যাপক তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এ প্রকার অসঙ্গত ক্রিয়া কর কেন তোমরা ব্রাহ্মন শরীর তোমারদের শাস্ত্রে কহে ব্রাহ্মন সকলের প্রধান তবে বৈষ্ণবের ভজন কর কেন তোমারদের এক জন ব্রাহ্মন ভৃগু নামে বিষ্ণু বক্ষস্থলে পদাঘাত করিয়াছিল তাহার চিহ্ন অদ্যাপি নারায়নের মধ্যে আছে এখন তোমরা এমত আচরন কর কেন ইহার প্রত্যুত্তর কাহা দিয়া হয় না কহেন বৈষ্ণব ভক্তি নহিলে সকলি বিফল তাহার কারন এই জাতি অজাতি

বিভেদ্ করনাকর্ত্তব্য হরিতেভক্তি যার সেই মহাজন জানিয়া শাস্ত্রে বলে চণ্ডালোপি মুনি শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ন হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপিশ্বাপিচাধিমঃ। অতএব হরি ভক্তিতে বর্ণের ভেদাভেদ করিবে না এই এক আশ্চর্য্য এ দেশে দেখিতেছি বিশেষ শ্রীচরণ নিকট পৌঁছিয়া নিবেদন করিব। ইতি।——

গুরু লঘুকে।—

পরমাশিষাং-রাশয়ঃসন্তু বিশেষঃ।
ভবদ্ভারুক প্রার্থনৈব অতুলানন্দ পরং।

অনেক দিবসাবধি তোমার ওখানকার সমাচার পাই নাই তন্নিমিত্ত উদ্বিগ্ন লোক যাত্রা যাতে মঙ্গলাদি সমাচার লিখিয়া নিরুদ্বেগী করিবা তোমারদিগের অধিকারের কি

ধারা হইতেছে তাহার বিশেষ বিশেষনে লিখিবা সুশাসিত যে প্রকারে হয় তাহা করিবা তাহাতে যে ব্যায় ব্যসন আবশ্যক হয় আমাকে লিখিবা তাহা এখান হইতে পাঠাইব তোমার জেঠ খুড়া কোন স্থানে আছেন এবং তাহার কার্য্য কর্ম্ম হইয়াছে কি। যদি তু কোন স্থানে না গিয়া থাকেন তবে এ স্থানে আসিতে কহিবা এক কার্য্য উপস্থিত আছে অতএব শীঘ্র পাঠাইবা। এ কার্য্য বড় ভাল তিনি এখানে আসিয়া চেষ্টা করিলে হইতে পারে বা এ কার্য্য হইলে তাহার সাতে আর দুই এক জন প্রতিপালন হইতে পারিবেক আমাদীপুরের রাজস্ব কোন পর্য্যন্ত হস্তাগত হইয়াছে তাহা লিখিবা এবং তাহাতে মনোযোগ অতি বিস্তারিত আবশ্যক প্রজালোক শত পঞ্চাশ দর পত্তন যে প্রকারে হয় করিবা ব্যায় ব্যসনের যে

আবশ্যক হয় লিখিলে এখান হইতে পাঠান
যাইবেক কোন বিষয় ভাবনা করিবা না দুর্গা
প্রতুল করিবেন। বাটীর সংবাদ শীঘ্র
যাহাতে পাই তাহা করিবা কার্য্যাতিক্রমে যদি
তুমি একবার এ অঞ্চলে আসিতে পারহ
চেষ্টা পাইবা আবশ্যক আছে জানিবা।
এবং এখানকার অন্য এক জন সেবাতি সেই
স্থান হইতে আনিলে ভাল হয় এ স্থানে
সেবাতি লোক বিস্তারিত বেতনাকাঙ্ক্ষা করে
ওখান হইতে অনিলে অল্প বেতনে হইবেক।
সংপ্রতি শুনিলাম তোমারদিগের ওখানে
এক জন রাজ ক্রিয়াধ্যক্ষ আসিয়া দুপাল
লোককে বহু উৎপাত করিয়াছেন কি
নিমিত্তে তাহার বিশেষ লিখিবা এবং প্রজা
লোককে বিরাবিরি করিতেছেক যদিতু সত্য
হয় তবে তুমি একবার শীঘ্র এখানে পৌঁছিবা
আমি এখানকার কর্ত্তার এক লিপি করিয়া

হিলে আর কোন উৎপাত করিতে পারিবেন
না যদি ওখানে সুগতিক বুঝিতে পারহ তবে
আইমনের আবশ্যক নাই জগদীশপুরের
শ্রীযুত রতিকান্ত রায় কার্য্যান্তরে আমার এখানে
আসিয়াছেন এইক্ষণে তিনি এখান হইতে
কিছুকাল যাইতে পারিতেছেন না তেঁহার কি
চেষ্টায় কথোপ কথন তোমার সহিত ছিল
তাহার থাকিবা এ বিষয় যথেষ্ট মনোযোগ
করিবা এ ব্যক্তি নিতান্ত সজ্জন তেঁহার বিষয়
যাহা কিছু করিতে পারহ তাহাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা
উভয় লাভ তুমি সুবিবেচক এ বিষয় বিস্তা
রিত লিখনাধিক। আর২ বিষয় পূর্ব্বং
পত্রে সমস্তই লিখিয়াছি তাহাতেই জ্ঞাত
আছহ সেই মত করিবা ঘোষ বাবু কি
প্রকার কার্য্য করিতেছেন তাহার বিশেষ
লিখিবা তিনি বড় কার্য্যক্ষম নহেন এখন
কার যে বিষয় তাহাকে আহ্বান করিয়া

দিবা তোমারদিগের অনুগত লোক যাহাতে কার্য্য শিক্ষা হয় তাহা করিবা এ সকল লোককে ভাল করিলে ঘোষণা থাকিবেক এবং ঐহিক পারত্রিকের সুখোৎপত্তি বটে বিবেচনা করিবা। শ্রীযুত গোরাচাঁদ ঘোষের বুঝি শ্রীপুরের কর্তৃত্ব ভার হইবেক এমত শুনা যাইতেছে যদিত্ সত্য হয় তবে আহ্লাদের বিষয় বটে আমারদিগের এক আদ কার্য্য ভাল হইতে পারিবেক ইহার নিশ্চয় জানিয়া সমাচার পশ্চাত লিখিব। বাটীর ছালিয়ারদের পঠিবার নিমিত্ত এক জন গুরু রাখিবা তাহাতে যে ব্যায় হইবে তাহা আমি মাসেং পাঠাইব সে বিষয় যথেষ্ঠ মনোযোগ করিবা বালকেরদিগকে নীতাভ্যাস না করাইলে যে প্রকার তাহা বুঝিতে পারহ অতএব এক জন নীতিজ্ঞ মানুষ যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া বালকের দিগকে নীতাভ্যাস করাইবা

অবশ্যং ইহার অন্যথা করিবা না ইয়ঙ্খিক্ষ

মিতি।——

শুরু লদ্দুকে —

শুভাশিষ শ্রীযুক্তমধুকর পরমকল্যান বরেষু তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জানিলাম। লিখিয়াছ এখানকার লোকেরা তোমাকে বৈদ্যনাথ দেবের বিবরন জিজ্ঞাসা করিয়াছে তাহার উত্তর করিতে পারহ নাই এ আশ্চর্য্য বিশিষ্ট লোকের সন্তানের এ সকল জানন অত্যা বশ্যকের মধ্যে এখন আপনার বালকের দিগকে এ সমস্ত শাস্ত্র শুনায় এমত পণ্ডিত এক জন চাকর রাখিয়া দিবা যে বালকের দিগকে নানা মত পুরান ইত্যাদি পুস্তক অভ্যাস করান পূর্ব্বে আমার এখানে

সর্ব্ব পুরান বেত্তা পণ্ডিত এক জন নিযুক্ত থাকিতেন ইদানীন্তু কিছু কাল হইল আপনার দের সময়ের মন্দতা প্রযুক্ত তাঁহার ত্রুটি হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছা এখন তোমারদিগের কোন বিষয়তে ন্যুনতা নাই অতএব এ সময়তে এ সকল চালনা না করনে নিন্দার কথা অতএব অত্যাবশ্যক জানিয়া এ বিষয়তে প্রভুলের মনোযোগ করিবা সে বিবরন আমি লিখিতেছি মনোযোগ করিয়া অবগত হইয়া লোকেরদের কাছে প্রকাশ করিবা। পূর্ব্বকালে রামরাবনের যুদ্ধের সময় রাবন বিবেচনা করিল রাম বিষ্ণু অবতার তাঁহাকে জয় করন মহাদেবের আরাধনা ব্যতিরেক সংশয় অত এব হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া কঠোর তপস্যায় আশুতোষ মহাদেবকে সিদ্ধ করিয়া সহায়ার্থ এক শিবলিঙ্গ সেই স্থান হইতে লঙ্কায় স্থাপনার্থে লইয়া যাইতেছে মহাদেবের সহিত

নিয়ম এই আমি লঙ্কায় স্থাপিত হইলে তোমার পরাজয় হইবে না কিন্তু যে স্থানে আমাকে নামাইবা আমি সেই স্থানেতেই থাকিব তথা হইতে কদাচিত উঠিব না তাহা বুঝিয়া যে হয় করহ। রাবন ভাবিল এক বিন্দু প্রস্তর কোন ভার নহে ইহা অনায়াসে লঙ্কায় লইয়া যাইব মহাদেবের প্রসন্নতাতে আমার জয় হইবেক মহাদেবের বাক্যে কোন সন্দেহের বিষয় নহে রামকে মারিতে পারিলে সীতা আমারি হইবে তাহাকে মোক্ষরানী করিব মন্দোদরী আমার পাটরানী আছে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না ভরন পোষন করিতে হইবেক সে জন্য আমার বড় ভাবনা নহে মহাবীর ইন্দ্রজিত তাহার পুত্র সে একটা সামান্য নহে আমার শেষকালের রানী হইলেন সীতা তাহার সন্তান কেহ নাই আমার আর সমস্ত যাওক সীতা আমার

এবং আমি সীতার এইরূপে কাল যাপনা করিব। এই সকল বিবেচনা করিতে২ যাইতেছে দেবতারা দেখেন রাবণ মহাদেব কে মস্তকে করিয়া সন্নিষ্ট হইল আসিয়া উপায় কি হইবেক। সকলে পরামর্শ করিয়া মেঘ ও পবনকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা রাবনের পীড়া জন্মাইয়া মহাদেব লওনের বাধা জন্মাও যাইয়া। দেবাজ্ঞাতে মেঘ ও পবন তাহারদের সাধ্য মত ঝড় বৃষ্টি করিল তথাচ রাবণ তাহাতে পরিশ্রান্ত হইল না সকলেই নিরুপায় কি করিবেন ভাবিয়া পান না। ব্রহ্মা বলিলেন বরুণকে তুমি সমুদ্রগণকে উহার উদরে প্রবিষ্ট করাও তাহাতে রাবণ প্রস্রাব পীড়াতে ব্যস্ত হইবেক তাহাতে সে ভক্ত লোক মহাদেবকে না নামাইয়া প্রস্রাব করিবে না নামাইলে সেই স্থানে মহাদেব রহিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব

বচন। তোমরা যাইয়া এই সমস্ত কর। বরু
ণের আজ্ঞায় সমুদ্র রাবনের উদরে প্রবেশ
করিলে রাবন প্রস্রাব পীড়াতে অতিশয়
পীড়িত হইয়া ব্যস্ত হইল কিন্তু শিবকে ও
মৃত্তিকাতে ত্যাগ করিতে পারে না নিরুপায়
হইল। এই কালে ইন্দ্র দেবরাজ মায়া করিয়া
বৃদ্ধ ব্রাহ্মনের বেশে সেই স্থানে উপস্থিত
হইলেন। রাবন তাহাকে দেখিয়া পরমাহ্লাদে
আদর পূর্ব্বক ব্রাহ্মনকে কহিলেন ঠাকুর
তুমি আমার এই উপকার করহ। আমি
রাবন রাজা ইহার পরে আমি তোমার
যথেষ্ঠ প্রতুল করিয়া দিব। ব্রাহ্মন বলিলেন
মহারাজ আমি ব্রাহ্মন ক্ষীন বল এবং বৃদ্ধ
অতি ব্যাপককাল রাখিতে পারিব না। রাবন
বলিল তাহার বিষয় কি তুমি এক দণ্ড পর্য্যন্ত
শিব ধারন কর তবে আমি প্রস্রাব করিয়া
আসি। ব্রাহ্মন বলিলেন ভাল আমি

আপনকার আজ্ঞায় দুই দণ্ড পর্য্যন্ত ধারন করিব ইহার অধিক আর পারিব না। রাবন তথাস্তু বলিয়া ব্রাহ্মনের মস্তকে শিবলিঙ্গ রাখিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলে সমুদ্র তাহার উদরস্থ প্রস্রাবের বেগ আর শান্ত হয় না দুই দণ্ডের পরে ব্রাহ্মন কহিলেন মহারাজ আমার আর সাধ্য হয় না আপনি ও আসিতে পারিলে না আমি শিবলিঙ্গ মৃত্তিকায় ত্যাগ করি। ইহা বলিয়া শিবলিঙ্গ মৃত্তিকাতে থুইয়া প্রস্থান করিল। তারপর রাবন এক প্রহর পর্য্যন্ত প্রস্রাব করিল তদন্তরে পবিত্র হইয়া আসিয়া শিবকে তুলিতে ইচ্ছা করিয়া আপন পরাক্রম মত নাড়া চাড়া করিল এক তিল ও নাড়িতে পারিল না ইহাতে অতি দুঃখিত হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিল। পরে সেই স্থানে বন হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত মহাদেব ভিক্ত

ছিলেন পরে কলিযুগের প্রথমে বৈদ্যনাথে এক জন গোয়ালাকে প্রত্যাদেশ করিলে তাহা হইতে প্রকাশ হইয়াছেন অতএব তাঁহার নাম হইল বৈদ্যনাথ। সে স্থান সামান্য নহে সে স্থানে যিনি যাহা বাঞ্ছা করিয়া যান তাহা সিদ্ধি হয় সর্ব্বত্র বিখ্যাত এই বৈদ্যনাথের বিবরন। অতএব সকলকে এই২ মত কহিবা এবং আপনারা যথোং সভাতে পুরান অধ্যায়ন করাইবা যাহাতে এযত২ কথা অবগত হইতে পারহ। ও দেশ লবনাম্বু অতি বড় সাবধান হইয়া থাকিবা আর কোন লোকের সহিত বিবাদ করিবা না। ও দেশের লোক সকল দুর্জ্জন আসুরিক স্বভাব যাহাতে সর্ব্বত্র রক্ষা হয় তাহা করিবা। আমি শুনিয়াছি ঐ দেশে এক বৃহতকায অশ্বথ্য বৃক্ষ আছে তাহার তলায় হরিশ্চন্দ্রা রাজার হাতের হাত যাদুলি পড়িয়াছিল

তাঁহা প্রকাশ হওনেতে এক জন স্ত্রীর মরন হইল তাহার বিশেষন লিখিয়াছি জ্ঞাত হইয়া অন্বেষন করিবা। ঐ দেশে এক হাটে এক জন মাছুয়া ও তাহার স্ত্রী মাছুয়ানী মৎস্য বিক্রয় করিতেছিল। ইতি মধ্যে একটা চিল্লপক্ষী তাহার দোকান হইতে একটা শকুল মৎস্য ছোঁ দিয়া নিয়া যায় মৎস্যটা ভার ওজোগ্রে করিয়া যাইতেছিল ইহাতে মাছুয়ানী হাঁসিয়া উঠিলে। মাছুয়া বড় ক্রোধ করিয়া বলিল এ কিরে হারামজাদী তোর মাচ লইয়া যায় আর তুই হাঁসিস তুই কি পাগলী না কি। সে বলিল আমি তাহার কারন হাঁসি নাই। মাছুয়া বলে তবে হাঁসিলি কেন। সে বলিল হাঁসিলাম দেখ এখানকার চিল্ল এখন এমত দুর্ব্বল হইয়া ছিলে একটা শকুল মৎস্য নিয়া যাইতে পারে না। মাছুয়া কহে বল তুই ইহা হইতে অধিক শক্তিমন্ত চিল্ল কোথায় দেখিয়াছিস। সে বলে

না আমি দেখি নাই। তবে হাঁসিলি কেন ইহাতে তাহাকে বিস্তারিত প্রহার করিল। স্ত্রীটা বলিল হেদেরে আমারে ও কথা জিজ্ঞাসা করিস না যদি আমি তাহার বিবরণ কহি তবে আমি মরিব। বেটা বলিল তুই মরিস কিবা কিছু হইস বলিতেই হইবেক এবং আরবার তাড়না করিল। মাচুয়ানী বলে শুন আমি পূর্ব্ব জন্মে চিল্ল ছিলাম ভারত সংগ্রামে অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা রাজার হস্ত বানেতে কাটিয়া ফেলিল আমি সে হস্ত নিয়া ঐ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া খাইয়া ছিলাম তাহাতে একটা মাদুলি ছিল তাহা ঐ গাছের তলায় পড়িয়া আছে দেখ যাইয়া এই কহিতেং সে মাগী ঘুরিতে পড়িয়া প্রান ত্যাগ করিল। পরে তাহারা সেই তলা খনন করিয়া এক হাত মাদুলি পাইল চারি মোন স্বর্ণ

তাহাতে সে মাকুয়া ধনবান হইল। অতএব লিখিতেছি ইহার তদন্ত জানিয়া সমাচার লিখিবা। ইতি।

শুরু লদুকে।

পরম শুভাশীর্ব্বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ ভবন্মঙ্গল কামনয়া অত্রানন্দ পরং।

চিরদিবসান্তরে শ্রীযুত হসুজা মহাশয়ের হাতে তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হই লাম। তোমারদিগের যে কার্য্যের বিষয় লিখি য়াছ তাহাতে নিতান্ত চেষ্টা করিতেছি সে জন্য কোন ভাবনা করিবা না তাহার অনেক সুগতিক হইয়াছে বিশেষ বিশেষন শ্রীযুতের পত্রে অব গত হইবা এবং তুমি ও আমার বিষয় মনো যোগ করিবা তবে আর ভাবনার বিষয় নাই।

আরং বিষয় যাহা হয় পশ্চাত লিখিব। শ্রীযুত বসুজা ভায়া তোমার নিকট যাইতেছেন যদি এঁহার এক আদ কার্য্য কোন স্থানে সুযোগ করিয়া দিতে পারহ তবে এঁহার নিতান্ত উপকার এবং আমি ও বড় আহ্লাদ পাই বসুজা আমারদিগের অত্যান্তরঙ্গ এবং কর্ম্মক্ষম বটে কয়েক স্থানে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে সুখ্যাতি আছে সে সব বিষয় ভাবনা করিবা না আমি এঁহাকে বিলক্ষন রূপে জানি। তোমার মাতুল এই স্থানে ছিলেন সংপ্রতি এক কার্য্য পাইয়া মাদারিপুর গিয়াছেন এই উপলক্ষেতে তাহার ভাল করিবেন এমন অনুমান হয় যদি এ কার্য্যে কিছু কাল থাকিতে পারেন এবং তোমার অন্তরঙ্গ লোক জনেক দুই জন সে পর্য্যন্ত গেলে দুই এক কার্য্য হওনের বাধা হয় না। আমি বুঝি তোমার অন্তরঙ্গ দুই এক জন সে স্থানে পাঠা

ইলে ভাল হইতে পারে যে বিহিত হয় করিব। আমার পূর্ব্বকার বিবরণ বিদিত আছহ তথাচ সে বিষয় অদ্যাপি ও অঙ্কুরটা ব্যায় করিলা না কারন বুঝিতে পারি না আমার বিষয়েতে অবহেলা করিলে উভয় পক্ষে মন্দ অতএব এ বিষয় অবহেলা অনুচিত জানিবা। তুমি উত্তরাবলোকি বিস্তারিত লিখনাধিক তোমার মধ্যম ভ্রাতা অনর্থক বাটীতে বসিয়া কাল যাপন করিতেছেন এখানে আইলে এক আদ কার্য্যের চেষ্টা চরিত্র করা যায় পরে ঈশ্বরেচ্ছা যেমত থাকে তাহাই হইবেক সংপ্রতি এখানে এক কার্য্য উপস্থিত আছে আমি ও সে জন্য চেষ্টা করিতেছি এবং আশ্বাস পাইয়াছি কিন্তু আমারদিগের অন্তরঙ্গ কেহ সে কার্য্যের উপযুক্ত উপস্থিত নাই অতএব তোমার ভ্রাতাকে অতি শীঘ্র এখানে পাঠাইবা আর আমারদিগের বাটীতে

যাইয়া শ্রীযুত শিবচন্দ্র বাবুকে কহিবা তেঁহ একবার এখানে আইসেন তাঁহার এক কার্য্য উপস্থিত আছে তিনি এখানে আইলেই হইতে পারে এমত সুগতিক আছে। শ্রীযুত গোকুলানন্দ রায়কে কহিবা অদ্য সপ্তম দিবস হইল তাঁহার সাহেব বেগাত হইতে আসিয়াছেন যেহেতু অমুক সাহেবের দ্বারেতে আছেন কল্য তাঁহার সমাচার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কহিলাম তিনি বাটী আছেন সাহেবের আজ্ঞা হইলে দুই চারি দিনের মধ্যে আনাইয়া দিতে পারি। সাহেব বলিলেন ভাল তাহাকে সমাচার দিয়া শীঘ্র আনাও অতএব তাহাকে পত্র লিখিতেছি এবং আপনি যাইয়া তাঁহাকে শীঘ্র পাঠাইবা এখানে সাহেবের আগমনে অনেক২ সরকার লোক উপস্থিত হইতেছে কিন্তু অদ্যাপি কেহ পদার্পিত হইতে পারেন নাই অতএব রায়কে পত্র পাঠ আসিতে

কহিবা আর অনেক সরকার লোক সাত লইয়া আইসেন এমত হইলে ভাল হয়। সাহেব বেলাত হইতে এক কার্য্য পাইয়া আসিয়াছেন অনুমানে বুঝা যায় বড় প্রধান কার্য্য হইবেক অদ্যাপি সুব্যক্ত কিছু জানিতে পারি নাই ইহার দ্বারা আত্ম অন্তরঙ্গ পাঁচ সাত জন প্রতি পালন হওনের বাধি হবেক না অনুমান এই মত হয়তবে ঈশ্বরেচ্ছা কি বলা যায় না। শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমার প্রনাম কহিবা এবং তাঁহার চতুষ্পাটীর ব্যয়ার্থ ৷০ টাকা পাঠাইতেছি তাঁহাকে দিবা। ইতি।—

শুক্র লঙ্গুকে —

পরমাশীর্ব্বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ তব মঙ্গল কামনয়া অত্রানন্দ পরং।——

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত

হইলাম। এখানকার সমাচার শ্রীযুত লিপিক্বর ভায়ার এক কার্য্য হইয়া তিনি বহরমপুর গিয়াছেন তাহার সাহেবের বহরমপুরের জিলার কলেক্টরি কার্য্য হইয়াছে জানিব তোমাকে নিয়া যাওনের নিমিত্ত নিতান্ত ইচ্ছা ছিল সাহেব ত্বরা যাত্রা করিলেন এ প্রযুক্ত তোমাকে সমাচার দিতে পারিলাম না অতএব তুমি সে স্থানে শীঘ্র গেলে ভাল এক কার্য্য অবশ্য হইবেক। এখানে আমার কার্য্য পূর্ব্ববত আছে এইক্ষণে কিছু হইতেছে না পৌষ মাস পর্য্যন্ত এই প্রকার সাহেব কহিয়াছেন তাহার কার্য্য বুঝি অমুক স্থানে হইবেক এমত২ অনুষ্ঠান আছে যদি তাহা হয় তবে তোমরা দুই এক জন আমার সহিত যাইতে পারিবা। এইক্ষণে মোহদিপুর একটা রেসমের কুটি করিবেন এই চেষ্টাতে আছেন তাহা হইলে দুই চারি জন লোক পদার্পন করিতে পারিবার

বাধা নাহি। সে স্থান হইবেক উৎকৃষ্ট অতি ভাল বটে মনুষ্যের বসতি যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী দধি দুগ্ধাদি অতি সুলভ সে স্থানে আমার কিছুকাল বুঝি থাকিতে হইবেক। শ্রীযুত বসু মুন্সী মহাশয় জগদীশপুর গিয়াছিলেন তাহার কার্য্য কর্ম্ম কিছু হইয়াছে কি না তাহা জানিতে পারি নাই তাহার বিশেষ সমাচার যদি পাইয়া থাক এবং তাহার কার্য্য কিছু হইয়া থাকে ভাল নতুবা তাহাকে সমাচার লিখিবা শীঘ্র এখানে আইসেন তাহাকে এই কুটীতে রাখিয়া আমি রেসমের কুটীতে যাইব। তোমারদিগের বাটী সারা কি পর্য্যন্ত হইয়াছে বিশেষ লিখিবা তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এখন কোন স্থানে আছেন কার্য্য কিছু হইয়াছে কি না বিশেষ জানি না পরম্পরা শুনিতেছি কালনা গিয়াছেন সেখানে যাইবার আবশ্যক কি তাহা বুঝিতে

পারিলাম না তিনি কালনা গিয়া থাকেন এবং কোন সুগতিক হইয়া থাকে তান সেই খানে থাকিবেন নতুবা লিখিবা এখানে আইসেন কার্য্য চেষ্টা করিলে হইতে পারি বেক। আমার সাহেবের এক জন অন্তরঙ্গ এখানে সংপ্রতি আসিয়াছেন তাহার সরকার কেহ অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই সে সাহেবের পুরান এক কার্য্য মাসেক পক্ষের মধ্যে হইবেক এমত শুনা যাইতেছে তাহা হইলে দুই এক জন লোক পদার্পণ হওনের বাধা হইবে না তুমি তাহাকে এই সমাচার লিখিবা তিনি দশ পাঁচ দিনের মধ্যে বাটী পৌঁছেন। তোমার মাতুলের পুত্রের বিবাহের কি হইয়াছে সমাচার লিখিবা তাহার কিছু ব্যয় বাসনের আনু গত্য আমার করিতে হইবেক তোমার পত্র

A PA

পাইলে তাহার আনুগত্য করিয়া পাঠাইব । সে ব্যক্তি আমারদিগের নিতান্ত পোষ্য যথা শক্তি আনুগত্য করা কর্ত্তব্য ইহা না করণে অতি মন্দ অতএব তাহাকে কহিবা যদি ও সম্বন্ধ স্থির না হইয়া থাকে ধৈর্য্য করিয়া আমার এখানে আইসন ব্যয়ব্যসনের নিমিত্ত চিন্তা না করেন পুত্তুল কোন মতে হইবেক এবং এ বিষয়েতে তুমি ও যত্নবান হইয়া পুত্তুল যাহাতে হয় তাহা করিবা । কিমধিকং প্রাণতুল্যোষ্বিতি ।—

গুরু লঘুকে ।—

পরম শুভাশীর্ব্বাদবিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ ।
তবকল্যানারোগ্য কামনয়া অত্রানন্দ পরং ।

চির দিবস পরে তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জানিলাম । লিখিয়াছ খুশিত ভূমির বৃত্তান্ত

অবধারিত রাক আছে ইহার কারন কি বুঝিতে পারিলাম না বিশেষ লিখিবা। এখান কার সমাচার পত্রে কি পর্য্যন্ত লিখিব। অদ্যাবধি সাহেব লোকের সহিত সাক্ষাত হয় নাই শ্রীযুত কর্ত্তা সাহেব এখানে নাই শুনিতেছি শীঘ্র আসিবেন আইলে সাক্ষাত করিব ভদ্রাভদ্র যে হয় পশ্চাত লিখিব। কাশীনাথ ঘোষজা মাদরাজ গিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া থাকিবা সংপ্রতি অদ্য দশ দিবস তাহার প্রাপ্তি হইয়াছে। শ্রীযুত দেওয়ান মহাশয় লিখিয়াছেন অদ্য সে পত্র বাহকের দ্বারা তাহার বাটিতে পাঠাইলাম আপনারা অনেক সেখানে যাইবা এবং শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত থাকিয়া কায়িক মুসাহিদ্য করিবা ইহাতে কদাচ ত্রুটি না হয়। তোমার কার্য্যের চেষ্টা করিতে লিখিয়াছ তাহা লিখন বিনু সে চেষ্টা আমি করিতেছি কিন্তু এইক্ষনে

কিছু হয় এমত শক্তিক নাই উপস্থিত হইলেই সমাচার লিখিব। আমার এখানে বাসার ব্যায় ব্যসন হওয়া অতি ভার হইয়াছে আজি পর্য্যন্ত বিশ ত্রিশ টাকা বার করিয়া ব্যায় করিয়াছি। পুত্রাধিক এখানে আছেন সংপ্রতি দিবস চারি পাঁচ হইল শ্রীযুত ফল্যানা সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিয়া যাতয়াত করিতেছেন সাহেব বিস্তর আশ্বাস করিতেছেন এক আদ কার্য্য দিবেন কি হয় বলা যায় না সাহেব বিস্তর অনুগ্রহ দেখিতেছি ইহাতে বুঝি ভাল হইতে পারে যাহা হয় শীঘ্র জানা যাইবেক। শ্রীযুত রামধন বসুর যে বিষয় আফিসে ছিল তাহা হইতে প্রতুল পূর্ব্বক অক্লিদু হইয়াছেন তিনি দশ পাঁচ দিনের মধ্যে বাটী পৌঁছিবেন কেবল ৺ কালীঘাটেশ্বরীর পূজার নিমিত্ত যে গৌন সেই অন্য কোন বাধা নাই সে জন্য চিন্তিত

সহিত। শ্রীযুত গৌরিচরণ ঘোষকে নিকট পাঠাইতেছি এছাব যে কএক টাকা পাওনা আছে তাহা আদায় করিয়া দিবা যাহাতে অধিক গৌন না হয় করিবা আর আমার দিগের যে বিবাদ উপস্থিত কসবাতে ছিল তাহার কি হইয়াছে বিশেষ লিখিবা। শ্রীযুত সাহেবের নিকট হইতে এক আলকুলা পত্র লইয়া পাঠাইতেছি ইহা এখানকার সাহেবের নিকট দিবা এবং বিচারের সময় আপনারা উপস্থিত থাকিবা বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিবা কোন বিষয় ভাবনা করিবা না এ বিষয় যে রূপে পরাভব করিতে পারহ করিবা। শ্রীযুত চৌধুরি মহাশয়েরদিগের সহিত যে ভূমির বিবাদ হইয়াছিল তাহার কি হইয়াছে তাহা লিখিবা যদিতু নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে যে প্রকারে সত্বরে নিষ্পত্তি হয় করিবা ইহাতে আপনারদিগের কিছু ক্ষেতি হয়

তাহা ও স্বীকার করিবা। শ্রীযুত রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের সহিত আমার যে কথা ছিল তাহা জ্ঞাত আছহ তদ্বিষিত্ত শ্রীযুত রাজনারায়ন রায়কে পাঠাইতেছি রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া প্রত্যুত্তর লইয়া রায়কে শীঘ্র এখানে পাঠাইবা। শ্রীযুত রামরতন সেন দেওয়ানের সাহেব ফলানা স্থানের দ্বিতীয় হইয়া যাইতেছেন সেন দেওয়ানের প্রতিনিধি শ্রীযুত রামসুন্দর ঘোষ যাইবেন শুনিতেছি আমাকে সেন দেওয়ান মহাশয় ডাকাইয়া নিয়া যাইতেন কহিয়াছিলেন আমি স্বীকার করিলাম না। কহিলাম যাবত পর্য্যন্ত আমার সাহেব না আসিতেছেন তাবত আমি আর কোথাহ যাইতে পারিব না এইক্ষনে অন্য এক জনকে পাঠান পরে যেমত আজ্ঞা করেন তাহা করিব যদিও তুমি সে কার্য্যের অভিলাষ কর তবে শীঘ্র এখানে পৌঁছিবা আমার

বিস্তারিত সমাচার লিখ্যা নহে সাক্ষাত হইলে সমস্ত কহিব শুনিব। ইতি।—

লঘু গুরু কে।—

পূর্নামা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের আশীর্বাদাত্ত্রাশবঞ্চ পরং।—

চিরকাল গত হইল মহাশয়েরদিগের ওখানকার মঙ্গলাদি সমাচার না পাওয়াতে নিতান্ত দুঃখিত কি করা যায় নিকটের পথ নহে যে দিনেক দুই দিনের কারন নিকটে পৌঁছিয়া বিষয়জ্ঞ হই কিম্বা মহাশয়ইরা বিশেষ বিশেষন লিখেন কিম্বা আত্ম লোকের গতায়াত আছে কোন মতে বিশেষ না জাননেতে নিতান্ত ক্ষোভিত। এখন বিবেচনা করিয়াছি সর্পরাজপুরের অনেক২ কার্য্য আমার কারন রোহিত আছে যদি তাহারা আমার

যাওন কারন নৌকা প্রেরিত করেন তবে কোন সন্দেহ নাই একবার সেই নৌকা যোগে পৌঁছিব যদি তাহারদের অনামোদ হয় তবেই বেতন্দা স্বরাই আনা যাইবেক সে যে হওক। মহাশয়ের কার্য্য কর্ম্মের বিষয় কোন পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহার বিশেষ বিশেষণ লিখিবেন। শ্রীযুত সাহেব অমুক স্থানে বিচার কর্ত্তা হইলেন সাহেবের সহিত মহাশয়ের পূর্ব্বে আনবিত ছিল এবং বিস্তারিত অনুগ্রহ করিতেন এই ক্ষণে সাক্ষাত করিলে যদিতু এক আদ কর্য্যের আকিঞ্চন করিতেন তবে সুঝি হইতে পারিত আমি বুঝি মহাশয় এইক্ষনে সাক্ষাত করিলে ভাল হয় বিবেচনা পূর্ব্বক বিহিত করিবেন। মহাশয়ের ওখানকার রাজকীয় কার্য্য কি পর্য্যন্ত হই তেছে তাহার পুতুলাপুতুল লিখিবেন বুঝি এ বৎসর ও অঞ্চলে বড় দেওয়ান গতি

করিবেন কি যাঁরা করেন বলা যায় না তাহার মন বুঝে এমত লোক আপনকার মধ্যে কদাচিত এক দুই জন আছেন কি না তিনি যে যাঁরার লোক তাহা দিয়া পুজা লোকের একটা সৌভাগ্য হইবেক এমত বিষয় নহে সে সকল ভাবিয়া কি করা যায় ঈশ্বরেচ্ছা যেটি তাহাই হয় অতএব ও অঞ্চলে যদিতু যাওয়া হয় তাহার পুর্ব্বে সমাচার লিখিবেন এবং আপনারা সাবধান পুর্ব্বক থাকিবেন। এখান হইতে সমাচার লিখিলে আপনারা তদনুরুপ কার্য্য করিবেন কিছু বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া যাইবেন তাহারদিগের খাদ্য সামগ্রী অত্যাবশ্যক যে পর্য্যন্ত তাহার আয়োজন করিতে হয় করিবেন কোনক্রমে ত্রুটী না হয়। এ সকল লোক যাইয়া আপন কার অধিকারের পুজা লোকের ওপর অতি

ক্রম না করেন এমত পুত্তুলের ওদ্যোগে থাকিবেন। এখানকার সমাচার পূর্ব্বে সমস্তই লিখিয়াছি তাহাতে বিদতি আছেন সেই মত কার্য্য করিবেন কোন বিষয়েতে ভবনা করিবেন না ঈশ্বর অবশ্য পুত্তুল করিবেন। মহাশয়ের পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ কোন স্থানে নির্ণার্য্য করিবেন কুটুম্ব যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিবেন যাহাতে কুটুম্বিতা সৌভাগ্য অধিক হয় এমত করিবেন সম্বন্ধ স্থৈর্য্য হইলে সমাচার লিখিবেন. তদনুসারে আর শাক দ্রব্য এবং খায় ব্যঞ্জন যাহা সাংগাত্য করিতে পারি লিয়া নিকট পৌঁছিব। ইহা চরণে নিবেদন ইতি।—

লঘু পৌষ্য গুরুকে।—

পুণ্যাম্মাবিজ্ঞাপনঞ্চে তদ্বিশেষেঃ তবাশিষ অত্রানন্দ পরং।———

এখানকার সমাচার অনেক দিবস না পাইয়া একান্ত ভাবিত ছিলাম এখন শ্রীজয়গোপাল ঘোষের হাত পাত্র পাইয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। লিখিয়াছ আপনকার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ শ্রীযুত রাজনারয়ণ রায়ের পুত্রের সহিত হইয়াছে তাহার কুল মর্য্যাদা একশত টাকা দিতে হইবেক এ সম্বন্ধ ভাল বটে কিন্তু টাকার সাংগাত্য বৃহত ব্যাপার এইক্ষনে তাহার সং-স্থান কি একশত টাকা পন দিতে হইবেক তদ্ভিন্ন আপনারদের ব্যায় তিন চারি শত টাকার ন্যুনে হইতে পারিবেক না তাহার সকল সঙ্গতি এইক্ষনে হইতে পারিবেক না। আমার এখান হইতে একশত টাকার সুমার

হইতে পারিবেক ইহার অধিক কপর্দ্দক হইবে না বক্রি টাকার শত অন্য কোন স্থানে হইতে সঙ্গতি করিতে পার এমত স্থান আমি দেখিতে পাই না অতএব সুতরাং এ সম্বন্ধ এইক্ষণে হইতে পারিল না তবে যদি কোন স্থান হইতে টাকার সাংগাত্য করিতে পারেন তবে প্রবর্ত্ত হইবেন পশ্চাত এ টাকা আমি পাঠাইয়া দিব তাঁহার ভাবনা কিছু করিবা না। শ্রীযুত রাজা মহাশয় আদ্য তিন দিবস হইল ফলানা পরগনায় যাত্রা করিয়াছেন আমি ও দুই এক দিনের মধ্যে যাত্রা করিব সে স্থানে যাইয়া কার্য্যে না প্রবর্ত্ত হইলে টাকার সকল সাংগাত্য কি প্রকারে হয় কিন্তু পশ্চাত হও নের বাধ হইবে না যদি এ সম্বন্ধ মাসেক দুইমাস পরে হয় তবে কোন ব্যামোহ হয় না শ্রীযুত কৃষ্ণরায় মহাশয়কে লিখিতেছি এ সম্বন্ধ এইক্ষণে না হইয়া পশ্চাত অগ্রহায়ণ না

দিতে হয় তিনি এযত করিয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত রামসুন্দর বসুজাকে আপনি দিতে সে স্থানে পাঠাইবেন   এক আদ কার্য্য অবশ্য করিয়া দিতে পারিব আমাকে সাহেবের নিতন্ত অনুগ্রহ আছে   ইহাতে যখন যাহা সাহেবকে কহি তাঁহা প্রায় মান্য করেন   কার্য্য অতি বড় হইয়াছে ইহাতে যদি কিছু কাল এই কার্য্য নির্বিঘ্নিতে থাকিতে পারি তবে ঈশ্বরেচ্ছা যথেষ্ট লোকের প্রতিপালন হইতে পারিবে। সং-প্রতি এক কার্য্য উপস্থিত আছে বড় মন্দ নহে বসুজাকে যদি শীঘ্র পাঠাইতে পারেন তবে ইহাতেই প্রবর্ত্ত করিয়া দিতে পারি নতুবা ঈশ্বরী পূজার সময় আমি বাটী আসিব সাক্ষাত সমস্ত কহিয়া শুনিয়া পরামর্শ পূর্ব্বক যাহা হয় করিব কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোন আবশ্যক হয় তবে আপনি এ পর্য্যন্ত আসিবেন বিশেষ বিদিত হইয়া

যাহা কর্ত্তব্য তাহার চেষ্টা চরিত্র করা যাইবেক কিম্বা আর কোন কৌশলে কার্য্য চলে তবে তাহাই করিব। শ্রীযুত রামগোবিন্দ রায় মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন অদ্য দুই দিবস হইল বারানশী প্রস্থান করিয়াছেন তাহার পত্র এখানে ছিল তাহা পাঠাইতেছি শীঘ্র তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দিবেন আমি তাহাকে এক শত টাকা পথি ব্যায় নিমিত্ত দিয়া শ্রীযুত রামানন্দ বাবুর সহিত পাঠাইয়াছি পাটনা পর্য্যন্ত সচ্ছন্দ পৌঁছিতে পারিবেন সেখান হইতে বাবু সাতি সঙ্গতি করিয়া দিবেন সে জন্য কোন ভাবনার বিষয় নহে। এ সকল সমাচার তাহারদিগের বাটীতে আপনি যাইয়া বিশেষ বিশেষন করিয়া কহিবেন বাটীর কেহ ব্যস্ত না হয়েন যাতায়াতে মঙ্গলাদি লিখিবেন। কিমধিক মিতি।—

লঘু পোষ্য গুরুকে।

পুনাম্মা আবেদনঞ্চ বিশেষঃ ভবদাশিষ অত্রশিবম্ভবং।—

এখানকার সমাচার পত্রে কত লিখিব। আসিয়াছি অবধি নিরুপক্ষ বসিয়া আছি কার্য্য কর্ম্ম কিছুই হয় নাই তাহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বেড়াইতেছি বাসার ব্যায় ব্যসনেতে অক্ষম এবার কার যাত্রায় বুঝি কেবলে দুঃস্থ লাভ তদ্ব্যতিরেক আর কোন লাভের বিষয় দেখি না। কি করি সকলেরি ঈশ্বর কর্ত্তা মনুষ্যের হাত কিছুই নাহে কিন্তু চেষ্টা যথাশক্তি কর্ত্তব্য। ইহা ভাবিয়া এখানে আছি আসাক্রমে কর্ম্ম স্থান ত্যাগ করিতে পারি না। বরাহনগর শ্রীযুত দেওয়ান মহাশয়ের বাটীতে বাসা করিয়া

রহিয়াছি চেষ্টা চরিত্র তাঁহার দ্বারায় যে পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহাও হইতেছে তথাপি অদৃষ্টক্রমে কোন সুগতিক হইতেছে না। যে কিছু হওক ভাদুয়ান পর্য্যন্ত এখানে থাকিতে হইবেক ইতিমধ্যে কোন সুগতিক হয় ভাল নতুবা আশ্বিনাদিতে যেদিগে ঈশ্বরেচ্ছা থাকে যাইতে হইবেক তাহার দিগ্বিদিগ নাই। দেশে ভূয়ভাগ যাহা আছে তাহার পত্তনাপত্তন বিবরণ অদ্যাবধি কিছুই জানিতে পারিলাম না বিশেষ লিখিবেন পরন্তু শুনিতেছি শ্রীযুত বুজ মোহন মোক্তারদিগের অধিকারের বড় উৎপাত হইয়াছে এ সমাচারটা অবশ্য লিখিতে হয় যদ্যাপিস্যাত আমাহইতে তাহার আনুকূল্য কিছুই হইতে পারে না বটে কিন্তু লিখিলেও ক্ষেতি নাই তবে লিখনে দোষ কি অতএব এ সমাচার বিশেষ বিশেষমত লিখি

বেন আম্মা দিয়া যাহা হইতে পারে না পারে চেষ্টা যথেষ্ট করা যাবেক। শ্রীযুত ঘোষাল দেওয়ানের ভ্রাতুষ্পৌত্র আমারদের দেওয়ান হইয়া গিয়াছেন তাহার কাছে আমার দিগের অনেক কেহ গেলে এক কার্য্য বুঝি দিতে পারেন বিবেচনা করিয়া এক জনকে তাহার নিকট পাঠাইবা আপনারদিগের যে দুঃসময় হইয়াছে এখন মানাপমান ভাবিলে কি হইবেক কোনমত প্রকারে দিন যাপন হইলে ভাল পরে যদি ঈশ্বর ভাল করেন তবে সকলি পাওয়া যাবেক এইক্ষনে এই বিবেচনাই ভাল ইহাতেই নির্ভর করিবেন যেখানে গেলে কিছু ভাল হয় এমত বুঝিতে পারেন সেখানে প্রাণাধিকেরদিগকে যাইতে পরামর্ষ কহিবেন দুঃসময়ে গম্যাগম্য বিবেচনায় কিছুই হইতে পারে না। এ

দেশে শ্রীযুত রাজা মহাশয়েরদিগের একটা উৎপাত উপস্থিত তাহাতে দেশের যাবদীয় লোক ব্যস্ত সমস্ত এ অধিকারে রামগোপাল সরদার বলিয়া এক জন দস্যু ছিল তাহার বিবরণ দেশাধিপ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইলে রাজধানী হইতে তাহাকে ধরিতে থানাদার আসিয়াছে সে দস্যু এখন কোন দেশে তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় না ইহার নিমিত্ত সকলি ব্যস্ত ঈশ্বরেরচ্ছা কি হয় বলা যায় না। সম্প্রতি শুনিলাম আমারদিগের এক জন প্রজা রায়েরদের অধিকারে পলাইয়া গিয়াছে তাহাতে কোন ক্ষোভ নাই কিন্তু আমার রাজস্ব এক পটী হানা তাহার স্থানে পাওনা এবং ভাগাহি পঁচিশ টাকার মধ্যে ১০ দশ টাকা দিয়াছিল বক্রী পনের আপনি তাহাকে কহিবেন আমার যে পাওনা আছে তাহা দেয় তবে আর কোন

আনন্দ নাই সচ্ছন্দ বসতি করুক আমি রাজ্যের বক্রিতে নিতান্ত বিব্রত তাহা জানাইবেন। এখানে যেং দ্রব্যের নিমিত্ত লিখিয়া ছিলেন তাহা পাঠাইতেছি পত্র দৃষ্টে বুঝিয়া লইবেন যে লোক যাইতেছে ইহাকে বেতন দিয়া বিদায় করিবেন এক থান মোহর পাঠাইতেছি একটা রুপার জিনিস মূল্য করিয়া পাঠাইবেন আর আমাকে এক সামগ্রী দিতেন কহিয়া ছিলেন যদি এই লোকের স্থানে দিতে পারেন দিবেন আমার অত্যাবশ্যক হইয়াছে সামগ্রী কিছু বহুমূল্য নহে কিন্তু আমারদিগের এ দেশে দুর্ম্মিল অতএব লিখিতেছি এ সামগ্রী যত্নপূর্ব্বক পাঠাইবেন। কিমধিকং বিজ্ঞাপন মিতি।

লদু পোষ্য গুরুকে।—

নতি বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ। ভবাণী সর্ব্বাদতোত্রানন্দ পরং।—

আমি এথানে আসিয়াছি অবধি পত্রাদি না পাইয়া গুদ্ধিদ্ন আছি লোক ঘাতায়াতে মঙ্গলাদি সমাচার লিখিবেন। এথান কার সমাচার সমস্ত সাক্ষাৎ হইলে কহিব শুনিব কর্ত্তার কার্য্য যোগ অদ্যাপি হয় নাই বুঝি মাসেক পক্ষের মধ্যে হইবেক তাহার বিশেষ যে হয় পশ্চাত লিখিব। এইক্ষনে মেস্তর ওলেম সাহেব অমুক স্থানে চলিলেন আমার সহিত পূর্ব্বে সাক্ষাৎ ছিল এবং আমাকে কহিয়াছিলেন যদি কোন কার্য্য হয় তবে তুমি আমার সহিত ঘাইতে পারিবা আমি ও তাহাতে

স্বীকৃত ছিলাম এখন সাক্ষাৎ করিলে যাহা হয় পশ্চাত লিখিব এইক্ষণে এখানে থাকনে কোন প্রয়োজন নাই যদি ওলেম সাহেব আমাকে সাত লইয়া যান তবে অবশ্য যাইব অতি কারন লিখিলাম। কোন বিষয় আমাকে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন তাহা এখানে চেষ্টা করিতেছি এবং দুই এক স্থানে অনুসন্ধান ও পাইয়াছি হস্তাগত হইলেই শীঘ্র পাঠাইব সে জন্য চিন্তিত নহিবেন। শ্রীযুত ভোলানাথ সরকার এখন কোন স্থানে আছেন এবং তাহার কন্যার বিবাহের কোন স্থানে স্থৈর্য্য হইয়াছে কি না যদিও স্থৈর্য্য না হইয়া থাকে তবে এক স্থানে নির্দ্ধার্য্য করিয়া আমাকে সমাচার লিখিবেন আপনকারদিগের পত্র পাইলে সমাচার বিদিত হইয়া এখান হইতে ব্যায়ব্যসনের যাহা সাহিত্য করিতে পারি তাহা চেষ্টা করিব শতপঞ্চাশ টাকা অবাধে

হইবেক অতএব তাহারদিগকে ডাকাইয়া কহিবেন বিবাহের ধৈর্য্য করিয়া আমাকে সমাচার লেখেন তবে আমি টাকার সুযোগে থাকিব। আর তোমারদিগের অধিকারের কর কি পর্য্যন্ত প্রদান হইল কত অপেক্ষা তাহার বিশেষ লিখিবা এবং প্রজা বসতি যে পর্য্যন্ত করিতে পারহ তাহাতে কদাচ ওদাস্য করিবা না তাহাতে দুই চারি শত টাকা ব্যয় হয় আমাকে লিখিবা আমি তাহার সুযোগ করিয়া পাঠাইব কোন বিষয় ভাবনা করিবা না ঈশ্বর পুতুল অবশ্য করিবেন। আমার এক জন চাকর আবশ্যক হইয়াছে তাহা ওখান হইতে চেষ্টা করিয়া পাঠাইবা বিলক্ষন কার্য্যক্ষম হয় এবং অলস না হয় বেতন দুই টাকা করিয়া দিব আর অন্ন বস্ত্র পাইবেক পূর্ব্বে তোমার চাকর যে ছিল সে অতি ভাল তাহাকে চেষ্টা পাইবা সে যদি আইসে তবে

বড় ভাল নতুবা আর এক জনকে বিবেচনা করিয়া অতি শীঘ্র পাঠাইবা এখানে ভৃত্য অভাবে বড় ব্যামোহ হইতেছে। অধিক কি লিখিব। ইতি।—

শুক প্রতিপালক লদ্ধকে।—

প্রতিপাল্যস্য পরম শুভাশীর্নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের স্থির রাজলক্ষ্মী সতত কামনয়াত্র নির্বৃতি পরং।—

চিরদিবসান্তরে মহাশয়ের আজ্ঞা পত্রী পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। এ বৎসর পদ্মার জল বৃদ্ধি হইয়া ও অঞ্চল ডুবিয়া গিয়াছে কদাচিত কোন গ্রামে এক

আদখোন বাটী রক্ষা পাইয়াছে এ দেশেতে ও ঐ মত হইয়াছে ইহাতে ক্ষোভ করিলে কি হইবেক এবার সর্ব্বত্র এ দসা ঘটিয়াছে করা যায় কি এ সকল দৈবী আপদ পর, আরো শুনিতেছি মহাশয়ের অধিকারের এক গ্রাম রসাতল গত হইয়াছে এ অত্যাশ্চর্য্য শুনিয়া নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছে ইহার বিশেষ লিখিয়া সন্দেহ ছেদ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

আপনকার অধিকারের এক প্রজার কন্যার সহিত আমার এক প্রজা সভারাম নামে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল এবং বিশপঁচিশ টাকা পনান্দরে দিয়াছিল পরে আপনকার অধিকারের প্রজা দুষ্টতা করিয়া স্থানান্তরে সম্বন্ধ স্থৈর্য্য করিয়াছে এখন যদিতু তাহা অন্যথা করিয়া অন্যত্র সম্বন্ধ করে তবে পশ্চাত বড় মন্দ হইবেক অতএব আপন কার অধিকারের প্রজা তাহাকে ডাকাইয়া

কহিবেন এমত না করে তবে যদি কথা পরিগ্রহ না করে পরে আমার প্রজা এ কথা রাজা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবেক এ পর্য্যন্ত কিছু ভাল হইবে না অতএব যাহাতে ভাল হয় করিবেন আর২ সমাচার পশ্চাত লিখিব। দিনাজপুরের রাজস্ব কোন পর্য্যন্ত হস্তাগত হইয়াছে এবং সে গ্রাম সুশাসিত কি মত হইয়াছে তাহার বিশেষ জানিয়া লিখিবেন। আমার অধিকার এ বৎসর সুন্দর রূপ শাসিত হয় নাই সে জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত প্রজা লোকে অদ্যাপি পুন্যাহ করে নাই এবং গত বৎসরের রাজস্ব বক্রি আছে তাহা দেয় নাই এখনকার যে প্রকার বিচার হইয়াছে এক টাকা বক্রি হইলে নির্দ্ধম হইতে হয় সে সকল দায় প্রজা লোকে কিছুই জানিতে পারে না জানাইতে ও কৌশল নাই

এখন যে বিচার হইয়াছে তাহাতে জোট বড় নাই রাজার এই নীত মন্ত্রিগন তথৈবচ অতএব কিমতে ভদ্র হইতে পারে তাহা ভাবিলে ও উপায় নাই সে যে হউক এখান হইতে এক জন ভদ্র লোক আপনকার নিকট যাইতেছেন বিশেষ কার্য্যের কথা আছে এঁহার সহিত আলাপ হইলেই যে প্রকার লোক জানিতে পারিবেন পরে এঁহার সহিত কার্য্যের কথা বিবেচনা পূর্ব্বক কহিবেন সল্লোক হইলে কোন ভাবনা নাই নতুবা ক্ষিতি হইতে পারি বেক কিন্তু ইনি নিতান্ত বিশিষ্টের সন্তান বটে তাহা আমি জানি এঁহার সহিত কেবল এই প্রথম সাক্ষাত অতএব সাবধান পূর্ব্বক যাহা বক্তব্য বিবেচনায় আইসে তাহাই কহিবেন সহসা কিছু কহিবেন না বাটীর কুশলাদি সমাচার লিখিবেন। ইতি।—

শুদ্ধ প্রতিপালক গুরুকে।—

পোষ্টাবর শ্রীযুত অমুক২ রায়চৌধুরী মহাশয় পরম কল্যাণবরেষু।—

কএক দিবস গত হইল শ্রীযুত অমুকের বাটীতে মহাভারথ প্রসঙ্গ সভাতে জবন বিবরণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন সে সময় নিরাপ কাশ ক্রমে বাহুল্য মতে নিবেদন করিতে পারি নাই এখন সেই বিবরণ লেখা যাইতেছে অবধান করিবেন ত্রেতা যুগে ক্ষেত্রিয় কুলে সুর্য্যবংশজাত তালজঙ্ঘ হাহা হুহু প্রভৃতি কএক জন রাজা ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ মহা মুনির সহিত কন্দল করিয়া শাপ ভয় প্রযুক্ত পালায়ন করিয়া অতি দুর দেশ পশ্চিম সমুদ্র তীরে যাইয়া বসতি করিল চিরকাল এই মতে গত হয় তাহারদের সন্তানোপ সন্তান সহস্রাবধি হইল কিন্তু বশিষ্ঠ শাপের

ভয়েতে নির্ভয় হইতে পারে না কতকাল পরে নারদ মুনি ভ্রমন করিতেং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন ক্ষেত্রি বংশীয় কতগুলি লোক সভয় হইয়া বসতি করিতেছে ঋষির আগমনে অধিক সঙ্কাকুল হইল ইহাতে নারদ বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধ্যানে জানিলেন যে ইহারা তালজঙ্ঘ হাহা, হুহুর সন্তান বশিষ্ঠ শাপ ভয়ে গুপ্তভাবে এখানে বসতি করিতেছে তিনি তাহারদিগকে আশ্বাস করিয়া কহিলেন ভয় করিও না আমি নারদ বশিষ্ঠ নহি ইহাতে তাহারা নারদকে অতি আদর গৌরবে রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া পাদ্যার্ঘ্য দ্বারায় পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল প্রভো আমারদিগের কি উপায় পূর্ব্ব পুরুষেরা বশিষ্ঠ শাপ ভয়েতে দেশ ভ্রষ্ট হইয়া এই স্থানে বসতি করিয়াছেন আমরা ও সেই মত আছি ইহা হইতে

কি রূপে ত্রাণ পাইতে পারি তাহার আজ্ঞা হওক। নারদ কহিলেন শুন বশিষ্ঠ মহাঋষি তাহার কোপ হইতে এ বীর্য্য থাকিতে কদাচ মুক্ত হইতে পারিবা না কিন্তু উপায় আছে করিতে পারিলে হয়। তাঁহারা বলিল আপনি যে রূপ আজ্ঞা করিবেন আমরা তাহাই করিব। নারদ কহিলেন তবে বিবীর্য্য আচরণ করহ আচার ও ব্যবহারের বিপর্য্যয় এমত কএক পুরুষে করিলে তবে ব্রহ্মশাপে কিছু করিতে পারিবে না তোমারদিগের সন্তানেরদিগকে তাহারা নারদোপদেশে সেই মত করিল এবং তাহারদের বুদ্ধিমান লোক সেই ব্যবহার মত এক শাস্ত্র ও প্রকাশ করিল সেই হইল জবন শাস্ত্র অতএব তাল জঙ্ঘ হাহা হূহুর সন্তানেরাই জবন সেই জাতিতে মহাবীর কালজবন উদ্ভব যে কৃষ্ণ হিংসাতে মুচকুন্দ রাজার কোপ দৃষ্টে ভস্ম

হইল সে বিবরণ ও লেখা যাইতেছে অব
ধান করিবেন। দ্বাপর যুগে শ্রীবিষ্ণু কংশ
বধার্থ দৈবকী গর্ব্ভে অবতার হইয়া কংশকে
বধ করিলেন রাজা জরাসিন্ধু কংশের শ্বশুর
কন্যা মুখে শুনিল যে কৃষ্ণ কংশ বধ করি
য়াছে তাহা শ্রবণ মাত্র মহা ক্রোধান্বিত হইয়া
নিজ সেনা এবং অন্তরঙ্গ রাজাগনকে সজ্জ
মান করিয়া কৃষ্ণ দমনার্থ মথুরা গমন করিল
ইতি মধ্যে জরাসিন্ধু সখা কালজবন
আপন সৈন্য সমেত অগ্রগামী হইয়া মথুরা
পুরী বেষ্টন করিলে উগ্রসেন প্রভৃতি মহা
ক্রোধে সসজ্জ হইয়া তাহার সহিত ঘোরতর
যুদ্ধ করিলেন জবন অতি বলবান উগ্রসেনা
দি তাহার স্থানে পরাভূত হইলে কৃষ্ণ ভাবি
লেন এ দুরন্ত কালজবন আমার বধ্য নহে
অতএব প্রকার অন্তরে ইহাকে নাশ করিতে
হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ বলরাম

দুই ভাই ওইচ্চেস্তর প্রাচীরের ওপর উঠিলেন কালজবন তাহা দেখিয়া মনেং বুঝিল ইহারা ভয়েতে পালায় এই বেলা ধরি ইহা বিবেচনা করিয়া দুই জনকে ধরিতে গেল কৃষ্ণ বলরাম প্রাচীর হইতে উল্লঘন করিয়া দ্রুত বেগেতে পলায়ন করিলেন কালজবন ও মহা বেগে পশ্চাত গতি করিল এ রূপে নানা স্থান ভ্রমন করিতেং কৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন পূর্ব্বে তারকাসুরের যুদ্ধে দেব গন পরাভব হইয়া রাজা মুচকুন্দকে যুদ্ধার্থ সেনাপতি করিয়াছিলেন রাজা মুচকুন্দ মহা বল পরাক্রম চিরকালাবধি অসুর সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবতারদিগের সাহার্য্য করিল ইহাতে ব্রহ্মা তাহাকে তুষ্ট হইয়া বরদানে যত্নবান হইলে সে কহিল পিতামহ আমি চিরকালাবধি অনিদ্রিত আছি ব্যানক কাল নিদ্রা যাইব ইহাতে যে নিদ্রা ভঙ্গ করিবে সে

আমার দৃষ্টি মাত্রেই ভস্ম হইবে এবং এক নিভৃত স্থান আমাকে দেহ সেই স্থানে যাইয়া শয়ন করি ব্রহ্মা বলিলেন তথাস্তু তুমি হিমালয় পর্ব্বত গুহা মধ্যে যাইয়া শয়ন করহ এবং সে সেই নিদ্রাতে আছে তাহারি দ্বারা এ দুষ্টের নিপাতন করিতে হবেক এই স্থির করিয়া দুই ভাই যাইয়া হিমালয়ের সেই গুহা প্রবেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন কালজবন ও সেই গুহা প্রবেশ করিয়া দেখে এক জন পুরুষ শয়নে আছে মহা কোপে বলিল আরে পাপিষ্ঠ এখন বড় শান্ত হইয়া নিদ্রাতে মন দিয়াছ পশ্চাৎবর্ত্তী যম আছে তাহা জানহ না ইহা বলিয়া তাহার বক্ষ স্থলে দণ্ডেতে পদাঘাত করিল রাজা মুচকুন্দ পদাঘাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দৃষ্টি করিবা মাত্র কালজবন ভস্ম রাশি হইল এই প্রকারে কালজবন ক্ষয় হইল এই শাস্ত্রোক্ত জবন বিবরণ জানিবেন। ইতি।

গুরু প্রতিপালক লদুকে ।—

অনন্যগাতিক নোম্মাস্য পরম শুভাশীর্ব্বিবে দসঞ্চ বিশেষঃ মহাশয়ের অতুলোন্নত রাজলক্ষ্মী নিয়ত প্রার্থনিয়া অত্র নির্বৃত্তি পরং।

শ্রীজিতুবাবুকের হাত মহাশয়ের অনুগ্রহ পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম যেং বিষয় লিখিয়াছেন সে সকলি আমি প্রাণ পনে সাবধান করিতেছি এবং যাহা অপেক্ষা আছে তাহাও করিব তাহার ত্রুটী এ পরিজন দিয়া কদাচ হইতে পারিবে না এ স্থানে আমারদিগের সহায়ের মধ্যে কেবল সেন দেওয়ান মহাশয় তাহারি নিকট যাতায়াত করিয়া সর্ব্বদা এ সকল বিষয় স্মরনার্থে নিবেদন করি তাহার ও আশ্বাস

যে প্রকার তাহাতে বুঝিতে পারি এ বিষয়ের সুপ্রতুল অতি শীঘ্র হইবে এ নিমিত্ত আর অধিককাল ব্যামোহ পাইতে হইবে না জ্ঞাত কারন নিবেদন লিখিলাম। অদ্য দিবস চারি পাঁচ হইল শ্রীযুত মাহানন্দরায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিলাম তাহাতে তাহার বিস্তারিত অনুগ্রহ বুঝিলাম মহাশয়েরদিগের বাটীর সমাচার প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করিলেন তদ্বৎ সমস্ত মঙ্গল নিবেদন করিলাম তাহাতে বড় আমোদিত হইলেন বিশেষতঃ। মহাশয়ের লেখাপড়ার কথা শ্রবনে মহাশয়ের নাম করিয়া কহিলেন তিনি অনেক দিবস এ অঞ্চলে আইসেন নাই বৎসর তিনেক হইল শ্রীযুত রাম নারায়ন বসুর মাতৃ শ্রাদ্ধেতে আসিয়া ছিলেন তাহাতেও আমার সহিত সাক্ষাত হয় নাই তখন তিনি অতিবালক এখন এ

পুত্তার কুশল হইয়াছেন লেখাপড়াতে শুনিয়া লক্ষ লাভবৎ আহ্লাদিত হইলাম কর্ণ নিঃসন্দেহ হইলেন চক্ষু সন্দেহ দূর হইলে আর অধিক হইবেক তিনি আমার বন্ধু পুত্র তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ কহিবা ইহা বলিয়া আমাকে বিদায় করিয়া তবে অন্যং প্রবীনং মন্ত্রিগনের সহিত আলাপ সম্ভাষ করিতে লাগিলেন তাহার স্নেহ বাৎসল্য মহাশয়ের প্রতি বিস্তর এবং কথাবার্ত্তা ভঙ্গিক্রমে এমত জানাইলেন তৎকালীন মহাশয়ের একবার তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া আনন্দের বাহুল্য করেন অবধান পূর্ব্বক বিহিত আজ্ঞা হইবেক। শ্রীযুত ভবানীশঙ্কর বক্সুজ মহাশয় এক যোড় কাঁচি আর একখান ছুরি খড়ম একযোড় এই কয় দ্রব্য মহাশয়ের স্থানে চাহিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার মাতার নিমিত্ত সাটী বস্ত্র দুইখান

তাহারদিগের বার্ষিক বস্ত্রাদি এ বৎসর বুঝি পাঠান নাই সে কথা ও ঠাকুর যাতা প্রকারান্তরে কহিলেন ইহার যে বিহিত আজ্ঞা হইবেক। শ্রীযুত বসুভায়ার বিবাহের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার চেষ্টা যথাশক্তি করিব তাহাতে ত্রুটি হইবেক না কিন্তু ভদ্রা ভদ্র ঈশ্বরেচ্ছা যাহা হয় দুই এক মাসের মধ্যে নিবেদন লিখিব কিন্তু ব্যায় বাসনের অনেক আবশ্যক তাহা মহাশয় যদি অঙ্গীকার করেন তবে সম্বন্ধ স্থির ত্বরা করিয়া দিতে পারি যদি ব্যায় বাসনের সাশ্রায় ইচ্ছা করেন তবে এ বিষয় এইক্ষণে স্থগিত থাকিবেন বর্ষা প্রভাতে শ্রীযুত রামসুন্দর ঘটকরাজ এখানে আসিবেন এমত কল্প আছে তিনি আইলে তাহাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া এ বিষয় চেষ্টা পাওয়া যাইবেক সংপ্রতি শ্রীযুত জয়নারায়ন বাবুর প্রমুখাত

শুনিলাম ওত্তর অঞ্চলের ভূপালগন সকল অধিকারের সীমা নিমিত্ত অন্যেরদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহারদিগের কুক্ষিনিবিষ্ট যত২ রাজাগন আছেন তাহারদিগের নিকট ও পত্র যাইতেছে অতএব এবার ছোট বড় যত রাজা আছেন সকলেই যুদ্ধ করিবেন এমত লেখাপড়া মহাশয়েরদিগের ওখানে ও আসিবার বিষয় জ্ঞাত কারন নিবেদন লিখিলাম তাহার যে পরামর্ষ সৎ হয় তাহার ধৈর্য্য করিয়া রাখিবেন শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্রের লোক একজন কল্য রাত্রি অনুদ্দিশ হইয়াছে সে অনেক টাকা নিয়া গিয়াছে তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইতেছে না এখানে রাজা পর্য্যন্ত এ কথা বিদিত হইয়া রাজাজ্ঞা এই হইয়াছে তাহাকে যে ধরিয়া দিতে পারে সে ঐ চুরি ধন অর্দ্ধেক পাইবে আর রাজ

প্রসাদ পাইবে যিনি ধরিতে শক্ত নহেন তিনি অনুসন্ধান করিয়া সমাচার দিবেন ইহা না করিয়া যদি রাজদূত সে লোককে ধরিয়া আনিবে তবে যে অধিকারে এবং যে গ্রামে তাহাকে পাইবে সে অধিকারী ও সে গ্রাম বাসী লোক রাজদণ্ডী হইবেন এই বলবদাজ্ঞা যদি সে লোকের ও অঞ্চলে সঞ্চার হইয়া থাকে অনুসন্ধান বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিতে এবং গ্রাম বাসী লোককে ও সাবধান করিয়া দিবেন আমি বুঝিতে পারি যে প্রকার আজ্ঞা এ লোকের নিমিত্ত কত সজ্জন লোকের সর্ব্বনাশ হয় বা ইহার অন্বেষনে রাজদূত মহাশয়ের দিগের ও অঞ্চলে আদাই যাইবে আর২ কোন বিষয়েতে ভাবনা নাই সমস্তই মঙ্গল ইহা প্রবল প্রতাপে নিবেদন মিতি ।—

পিতা পুত্রকে এবং পুত্র তুল্য সমস্তকে।—

প্রাণ প্রতিম শ্রীযুত অমুক পরম কল্যানবরেষু

চিরকালগতে এখানকার সমাচার পত্রদ্বারা জ্ঞাত হইলাম, রঘুনাথের আত্মবিস্মৃতি কারন লিখিতে লিখিয়াছিলা তাহার বিশেষ লিখিতেছি অবগত হইবা পূর্ব্বকালে সত্যযুগে সূর্য্যবংশীয় রাজা অম্বরীশ নামে মহা পুন্যবান দাতা সত্যবাদী পরম বৈষ্ণব ছিলেন আপনি লক্ষ্মী তাহার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলেন তাহার নাম শ্রীমতী পরমসুন্দরী পদ্মিনী কন্যা তাহার রূপের প্রতিযোগিতা পৃথিবীতে কাহার সহিত ছিল না রাজা অতিথি ভক্ত বড় প্রতি দিবস যত

অতিথি আইসেন বিশিষ্ট রূপে সকলের সেবা করেন ব্রাহ্মণ অতিথির পদ প্রক্ষালনের জল শ্রীমতী আনিয়া দেন এই মতে কত কাল গত হয় এক দিবস নারদ ও পর্ব্বত দুই ঋষি অম্বরীশ রাজার বাটীতে অতিথি হইলে রাজা মহা আমোদে আমোদিত হইয়া তাহারদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া চরণ বন্দনা করিয়া সিংহাসন দিলেন শ্রীমতী জল আনিয়া মুনিরদিগের চরণ ধৌত করাইতেছেন এই সময় কন্যার মুখচন্দ্রিমা আলোকন করিয়া মুনিরা দুই জনেই মদনাশক্ত হইয়া ইচ্ছা করিলেন এই কন্যাকে বিবাহ করি মহা ঋষি নারদ মনেং বিবেচনা করিলেন আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার সাক্ষাত নিয়ম করিয়া দারা পরিত্যাগী হইয়াছি এখন এ কন্যাকে দেখিয়া অশক্ত হইলাম অতএব নিয়মচ্যুত হইয়া এ কন্যাকে বিবাহ করিতে

হইবেক ইহাতে আমার নিয়ম ভঙ্গ জন্য মহা পাপ ও স্বীকার পর্ব্বত মুনি ও মনেং এই মত বিবেচনা করিলেন। এই ভাবনাতে দুই জনে সমস্ত রাত্রি যাপনা করিয়া প্রাতঃস্নানের পর রাজার সন্নিকট উপনীত হইলেন প্রথমে নারদ মুনি রাজাকে ডাকিয়া নির্জ্জনেতে কহিলেন শুন মহারাজ সকলেই জানহ আমি দারত্যাগী দেবর্ষি এইক্ষণে তোমার কন্যাকে দেখিয়া আমার দারগ্রহণ ইচ্ছা হইল তোমার কন্যাকেই বিবাহ করিব তুমি তাহার আয়োজন করহ। ইহার পশ্চাত পর্ব্বতমুনি ও তথায় যাইয়া নারদের সাক্ষাৎ রাজাকে কহিলেন মহারাজ পূর্ব্বে আমি পণ করিয়াছি তোমার শ্রীমতী নাম্না কন্যাকে বিবাহ করিব তন্নিমিত্ত আগমন করিয়াছি বিবাহের উদ্যোগ করহ। রাজা

এ কথা শুনিয়া বিস্ময়ানন্দ কহিলেন ঠাকুর আমার এক কন্যা শ্রীমতী তাহার অভিলাষি আপনারা দুই জন কেহ সামান্য নহ আমি কাহাকে প্রদান করিব এক জন ক্রোধ করিলেই রক্ষা নাই রাজা ইহা বলিয়া মৌনাবলম্বী হইলেন। পরে মুনিরা কহিলেন মহারাজ ইহার এক বিবেচনা আছে শ্রীমতীকে স্বয়ম্বরা করাও তাহার যাহাকে ইচ্ছা হইবে তাহাকে বরন করিবেন ইহাতে তুমি আমারদিগের কাহার কাছে অপরাধি হইবা না পরে বিধি মতে সেই বরনীয় পাত্রকে দান করিবা। রাজা শুনিয়া কহিলেন যে আজ্ঞা তবে আপনারা কল্য আগমন করিবেন যে আজ্ঞা করিলেন ইহাই হইবেক মুনিরা বলিলেন তথাস্তু। পথে যাইতে২ পরস্পর অন্তঃকরনে বিবেচনা করিতেছেন আমরা দুই জন ঋষি কল্য কি হয় না জানি নারদ বিবেচনা করিতে

ছেন আমার নাম কিছু ব্যস্ত বটে কিন্তু পর্ব্বত হইতে বয়োধিক এবং কুরূপা পর্ব্বত যুবা এবং রূপবান স্ত্রীলোকের প্রশয়ে স্বামীর রূপাকাঙ্খা গুনের বিবেচনা পশ্চাত কেহ করে। ইহাতে বুঝা যায় কদাচিত পর্ব্বতকে ত্যাগ করিয়া আমাকে বরন করে অতএব ইহার একটা উপায় করিতে হইবেক পরে বিষ্ণু লোকে উপস্থিত হইয়া নারায়ন সহিত আলাপ সন্তাষ কতক্ষন হইল তদন্তরে নিবেদন করিলেন প্রভো আমি দারভাগী তাহা অবগত আছেন কিন্তু রাজা অম্বরীসের কন্যা শ্রীমতীর মুখ দর্শন করিয়া মোহিত আর ধৈর্য্যাবলম্বন হইতে পারে না আমি নিয়ম ভগ্ন হইলাম সেই কন্যা বিবাহ করিব এমত কামনা হইয়াছে এবং পর্ব্বত মুনি ও সেইমত আমরা দুই জন কল্য সে স্থানে যাইব রাজার পন কন্যা স্বেচ্ছাধীন যাহাকে

বরন করিবেক তাহাকে সম্প্রদান করিবেক।
তাহাতে আমি বিবেচনা করিয়াছি পর্ব্বত
যুবা এবং রূপবান আমি বুড়া এবং কুৎসিত
অতএব আমাকে কদাচিত বরন করে ওপায়
ব্যতিরেক ইষ্ট সিদ্ধ হইতে ভার আজ্ঞা
করুন কন্যা যেন কল্য পর্ব্বতের মুখ দেখে
বানরের মুখের ন্যায়। বিষ্ণু বলিলেন তথাস্তু
এই বরপ্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদক্রমে প্রস্থান
করিলেন। পর্ব্বত বিবেচনা করিতেছেন রাজার
অনুমতি আমরা কল্য প্রাতঃকালে সে স্থানে
যাইব তাহাতে কি হবে নারদ মহাত্মা আমি
তাহার শতাংশের তুল্য নহি তাহাকে ত্যাগ
করিয়া আমাকে কোন গুনে বরন করিবেক
অতএব ইহার ওপায় নারায়ন বিনা দেখি না।
এইমত ভাবিতেছিলেন তখন নারদ ফিরিয়া
যান পর্ব্বত কহিলেন নারদ তুমি এই স্থানে
ক্ষন কাল তিষ্ঠ আমার একটা নিবেদন অপেক্ষা

আছে তাহার পুতুল করিয়া আসি। পর্ব্বতে
ও সেই মত প্রভুর সাক্ষাত হইয়া সমস্ত
নিবেদন করিলে প্রভো এই২ মত হইয়াছে
ইহাতে উপায় কেবল আপনি আজ্ঞা করুন
কন্য যেন কন্যা নারদের মুখে দেখে ভল্লুকের
মুখের ন্যায়। বিষ্ণু বলিলেন তথাস্তু।
এই মতে দুই জন সে দিবস গত করিয়া
পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নানাদি সমাপন
করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিলেন গঙ্গা
মৃত্তিকার তিলক করিলেন শুদ্ধাচারী উত্তরীয়
বস্ত্র মধ্যে কর নিবিষ্ট করিয়া রাজ পুরীতে
যাইয়া উপস্থিত হইলে রাজা কন্যাকে
বস্ত্রালঙ্কারাদি ভূষিতা করিয়া চতুর্দোলা
রোহনে মুনি রাজেরদের সম্মুখে উপস্থিত
করিলেন কন্যা দেখে এক জন ভল্লুক আর
জন বানর। কন্য ইহার কিছু বিবেচনা করিয়া
পায় না ভাবিতে লাগিলেন পিতা কহিলেন

...পরিষৎ-গ্রন্থাগার

নারদ মুনি আর পর্ব্বত মুনির আগমন হইয়াছে ইহারা কেটা তাহারা কোথায় গেলেন ইহা ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া দাণ্ডাইল সকলে দেখে শূন্য হইতে এক জন দ্বিভুজ রথারোহে বায়ু গতিতে আসিয়া কন্যার হস্ত ধরণ করিয়া নিয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে গতি করিল এবং রাজ সভাতে হাহাকার শব্দ হইল নারদ মুনি ও পর্ব্বত মুনি মহাক্রোধে প্রজ্ব লিত হইয়া ত্রিভুবনে স্থানে অন্বেষণ করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়া নারায়নের সাক্ষাত শাপ দিল কহিল প্রভো শুন আমারদের এইং গতিক হইয়াছে কোন বেটা আমারদের এমত অনিষ্ট দিল ইহা আর কাহার সাধ্য হয় নাই দেবতা বেটারাই করিয়াছে কে করিল বিশেষ জানিতে পারিলাম না ভাল এই কহিতেছি যদি আমরা ব্রাহ্মণ হই তবে যে দেবতা ইহা করিয়াছে সে নরযোনি প্রাপ্ত

হওক এবং যেমত রাক্ষস বৃত্তি করিল তাহার স্ত্রী রাক্ষসে হরণ করিবে সে আত্ম বিস্মৃতি হইয়া পৃথিবীতে জন্ম লওক। অভি সম্পাত শুনিয়া বিষ্ণু কহিলেন এ কি কর্ম্ম করিলা অম্বরীশের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মী অবতার হইয়া ছিলেন তাহাকে আমি আনিয়াছি অতএব এখন কি হইবেক। নারদ কহিলেন তবে কেন আপনি পূর্ব্বে কহিলা না যাহা হওক আমারদের শাপ অন্যথা হইবে না তোমার আবশ্যক আছে রাম রূপে আত্ম বিস্মৃতি হইয়া রাজা দশরথের গৃহে জন্ম লইবার তাহার বিবরণ বাল্মিকি রামায়নে বাহুল্য আছে আবশ্যক হয় দৃষ্টি করিবা। ইতি।—

গুরু প্রতিপালক লঘুকে।—

অনন্যগতিক পোষণীয়স্য পরম শুভা শিষাং- রাশয়ঃ সন্তু নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ।

মহাশয়ের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহা বিস্মৃতি নাহি একান্ত চেষ্টায় আছি সুসাঙ্গীত্য হইলেই সমাচার লিখিব সে জন্য ভাবিত নহিবেন। শ্রীযুত রাজা মহাশয় অদ্য পাচ দিবস হইল এখানে পৌঁহুছিয়াছেন রাজস্বের নিমিত্ত পুনর্নুন ব্যাস্ত করিতেছেন তাহার কি করিব ধৈর্য্য করিতে পারি নাই মহাশয়ের স্থানে যে কএক টাকা পাওনা আছে তাহা যদি এইক্ষনে দিতে পারেন তবে যথেষ্ট উপকার হয় কিম্বা যদিতু মহাশয় রাজা মহাশয়কে কহিয়া রাখিতে পারেন তবে

এখন না দিলে হইতে পারে তাহা নহিলে শতাঙ্ক রক্ত ভূমি বন্ধক দিতে হয় অতএব অবধান পূর্ব্বক বিহিত আজ্ঞা হইবেক। মহাশয়ের বৈবাহিক গোরক্ষপুরের প্রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়াছেন তাহাতে মহাশয়ের দিগের দুই এক জন লোক প্রতিপালন হইবেক আমারদিগের অনেক যদি সেস্থানে পাঠান তবে প্রাণাধিক যাইবেন তিনি লেখা পড়ার বিষয়তে অযোগ্য নহেন যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে গোরক্ষপুর পাঠান তবে আমারদিগের সময়ানুরূপ বিস্তারিত উপকার হয় অধিক কি নিবেদন লিখিব। প্রতিপালনের ভার আদ্যোপান্ত যাহাতে প্রতিপাল্য হই তাহা করিবেন আমার দিগের বাটীর সকলে এখন কেটা কোথায় তাহার বিশেষ কিছুই অনেক দিবসাবধি

জানিতে পারি নাই তাহার বিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হইবেক আপনকার ও দেশে কোটা বিভ্রাট হইয়াছিল তাহা এখন কি প্রকার হইয়াছে তাহা জাত নাহ যদি স্বাপক্ষ কোন কেহ ও স্থানে গিয়া থাকেন তবে সমাচার লিখিবেন এখান হইতে তাহার নিমিত্ত আনুকুল্য লিপি করিয়া পাঠাইব তবে আর কোন উৎপাত হইতে পারিবে না প্রজা লোক কোনক্রমে দুঃখ না পায় স্বচ্ছন্দ থাকে এমত চেষ্টা কায়মনে করিবেন সংপ্রতি দুর্গেশ্বরী পূজার সময় অতি সন্নিকট হইল তাহার খারখরচের সঙ্গতিক এখান হইতে কিছু হইতে পারে এমত সাধ্য নাই বার্ষিক স্বস্ত্যয়নটি না হইলে ও নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় যদিও মহাশয় কিছু স্কুনার অধিকার করেন তবে কোন মত প্রকারে জল বিল্বপত্র দেওয়া হয় এবং বাটীতে যাই নতুবা এখানে

তেই এবার পূজা দেখিব। শ্রীযুত গঙ্গাধির বাবু এক পত্র লিখিয়াছেন ছোট দাদা মহাশয়কে তাহাতে লিখিয়াছেন আমারদিগের বাটীতে প্রতিমার কঠাম হইয়াছে কেবল এখানকার অব্যবসায়েতে তাহাতে আমার অব্যবসায় কেবল মহাশয় আর কাহাকে কখন ভার গ্রহ করি নাই এবং করিতে বাসনাও নাই অতএব যাহাতে লজ্জা না পাই এমত আজ্ঞা হইবেক আমার লজ্জা হইলে মহাশয়ের যথেষ্ট মহিমার হানি। কিমধিকং নিবেদন মিতি।—

সমান বয়োধিক সমানকে।—

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ আপনার মঙ্গলাদি সতত কামনীয় তাহাতে অত্রানন্দ পরং।————

পত্র পাইয়া সকল সমাচার বিদিত হইলাম শুভপুন্যাহ হইয়া তিন মাসের কর হস্তাগত হইয়াছে ত্বরায় চালান হইবেক ভাল ইহাতে আহ্লাদিত হইলাম। আদালতে ভূমির দাওয়াতে আমারদিগের নামে যে শুহারি হইয়াছিল তাহার ওত্তর দিতে হইবেক তাহাতে এই মত লিখিয়া দিবেন পূর্ব্বে এ ভূমি আমারদিগের প্রজার শাসিত ছিল পরে বৎসর কএক পতিত হইয়াছিল ইতি মধ্যে পরগনে বুলিয়াপুরের প্রজারা সেই ভূমি বন কাটিতে প্রবর্ত্ত হইলে আমার দিগের যে কর্ম্মচারী লোক বাধী হইয়া তাহার দিগকে বারন করিয়াছিল সে সকল লোক বুলিয়াপুরের নায়েবের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল নায়েব এক জন কর্ম্মচারী পাঠাইয়া ছিলেন কর্ম্মচারী এ আমারদিগের কর্ম্মচারী দুই জন একত্র হইয়া সেই ভূমিতে যাইয়া দুই

অধিকারের পুরান প্রাচীন প্রজা এবং অন্য ২
স্থানের যে সকল লোক এ ভূমি পূর্ব্বে জোত
করিয়া ছিল সে সকল লোক আনাইয়া জ্ঞাত
হইল তাহারা সকলেই কহিল এ ভূমি খুলিয়া
পুরের নহে । আমারদের অধিকার পরগনে
সাহাপুরের শঙ্করপুর গ্রামের ইহাতে বাদির
কর্ম্মচারী নিরস্ত হইয়া কহিলেক প্রজা লোকে
বন কাটিতে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছে
এবং ব্যায় ব্যসন অনেক হইয়াছে এই
সকল প্রজার জোত থাকে পাঁচ বৎসর কর
শূন্যের কথা কহা গিয়াছিল তোমরাও সে
কথা স্থির রাখিয়া এ ভূমি ইহারদিগকে
জোত করিতে দেও এ কথা আমারদিগের
কর্ম্মচারী স্বীকার করিয়া কহিল ভাল জোত
করিতে দিব কিন্তু লেখাপড়া করিয়া
আমাকে দেওক তাহাতে খুলিয়াপুরের
কর্ম্মচারী কহিলেক পট্টক লইয়া লিখিয়া

দিবেক কিন্তু প্রজারা আমার পট্টক বিদিত করিয়া পরে লিখিয়া দিবেক। এই কথা হইয়া সমস্ত উঠিয়া আইল পরে সে সকল প্রজার স্থানে করস্বীকার লিপি চাহিলে দিবং এই কথা বলে লিখিয়া দেয় না এই মত এক বৎসর গত হইল তথাচ পট্টক লইয়া করস্বীকার লিপি দেয় না পর বৎসর পট্টক লইয়া করস্বীকার লিপি না দিয়া ভূমি জোত করিতে গেলে সে সকল প্রজাকে বারন করিয়া উঠাইয়া দিয়া নিজাধিকারের প্রজার দিগকে জোত করিতে দিয়াছি বালিয়াপুর পরগনার অধিকারী আদালতে নালিস করিয়া সদান জবাবে লিখিয়াছে তাহার পরগনার ভূমি তাহার প্রজার জোত উঠাইয়া বেদখল করিয়াছি ইহা কি প্রকারে হয় সে সকল লোক তৎকালীন তথায় ছিল তাহার দিগকে সাক্ষী মানিবেন তাহার দস্ত পাঠাই

তেছি এই মত হদ্দজবাব ও সাক্ষীর নাম লিখিয়া দিবেন এখানকার দরবার গতিক আরং সমাচার বিস্তারিত করিয়া লিখিবেন। কিমধিকং নিবেদ মিতি।—

পুত্রকে ও পুত্রতুল্য সম্বন্ধে।—

পরম কল্যাণবর শ্রীযুত ০ মুকং পরম কল্যাণবরেষু।—

তোমারদিগের মঙ্গলাদি সমাচার অনেক দিবস পাই নাহি তাহাতেই ভাবিত আছি সমাচার বিশেষ লিখিবা। চিরকাল হইল তোমার খুল্লতাত গঙ্গা পৃথিবীতে আগমন হেতু সমাচার প্রশ্ন করিয়াছিলেন তখন তাহার বিশেষ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

এখন আনুপূর্ব্বক লিখিতেছি তাহাকে দিয়া সমাচার লিখিবা। এক কালে মহাদেব বিষ্ণুর সাক্ষাত বীণা তন্ত্র গান করিতে২ মহাবিষ্ণু মহাদেবের গানে আমোদিত হইতে২ মহানন্দে দ্রব হইলেন সেই দ্রবের নাম হইল গঙ্গা ব্রহ্মা পরম যত্নেতে সেই জল কমণ্ডলু করিয়া রাখিলেন শাস্ত্রে বলে তিনি মহাবিষ্ণুর শক্তি শক্তিরূপা দ্রবময়ী পতিতপাবনী তিনি ব্রহ্ম লোকের কমণ্ডলুতে আছেন তাহা অন্য কেহ জানে না বিষ্ণু ভিন্ন। পৃথিবীতে সগর রাজা মহাবল পরাক্রম দানে মহাদাতা মহা পুণ্যবান তাহার যশের সীমা নাই তাহার ষাটি সহস্র পুত্র। রাজা বিসাচার কার্য্য অশ্বমেদ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ব্রতী হইয়া অশ্ব ছাড়িলে বিস্তর২ অন্য২ লোক আপনার ষাটি সহস্র পুত্র অশ্বের রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন

আপনি ইন্দ্র অশ্বাহরণ করিয়া পাতাল পুরীতে কপিল সন্নিকটে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। এখানে সগর পুত্রেরা সৈন্য সামন্ত সমেত পৃথিবীর চতুর্দ্দিগ বেষ্টন ঘোটকের অনুসন্ধান করিয়া ফিরেণ উদ্দেশ কোথাও পান না ইহাতেই বিস্তর কত কাল গত হইতেছে। ইতি মধ্যে নারদ মহামুনি নরলোক ভ্রমণে ছিলেন সগর পুত্রেরদিগকে কহিলেন তোমারদের বরিত ঘোড়া চোরে নিয়া পাতাল পুরীতে রাখিয়াছে। ইহা শুনিয়া সগর পুত্রেরা সেই স্থানে বসুধা খনন করিয়া পাতাল প্রবেশ করিল সেই খাতের নাম হইল সাগর তাহার অর্থ এই সগরেরদের কৃত সাগর। সগর পুত্রেরা পাতাল প্রবেশ করিয়া দেখে এক স্থানে তাহারদের সৈন্ধব বন্ধ আছে এবং এক জন তাহার নিকটে বসিয়া তপস্যা

করিতেছে সগর পুত্রেরা অনুমান করিল এই বেটা চোর আমারদের হয় চুরি করিয়া আনিয়াছে এখন আমারদের আগমন মাত্র হইয়া চণ্ড তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে অতএব ইহাকে প্রথমে সংহার করহ। সে তপস্বী কপিল মহামুনি তপস্যাতে আছেন তাহারা বিবেচনা না করিয়া চোর ভ্রমে কপিলকে তাড়না আরম্ভ করিল পরে কপিলের নেত্রানলে তাহারা ষাটি সহস্র পুত্র ও সমস্ত সেনা ভস্ম হইয়া গেল অতএব ঘোড়ার উদ্দেশ হইল না ঘোড়া ব্যতিরেক যজ্ঞ পূর্ণ হয় না সগরের আর এক পুত্র অতি ধার্ম্মিক সেই যাইয়া অন্বেষণ করিতে২ নারদোপদেশে পাতাল প্রবেশ করিয়া আপন ঘোড়া কপিলাশ্রমে পাইল এবং বহুমত প্রকার স্তব করিয়া কপিল মুনিকে বসীভুত করিল তুষ্ট হইয়া মুনি কহিলেন তোমার ভ্রাতারা দুষ্কতা

পূর্ব্বপুরুষ আমার কোপানলে ভস্ম হইয়া গিয়াছে
ব্রহ্ম কোপে তাহারদের অধোগতি হইয়াছে
তাহারদের মুক্তির ওপায় আর নাই কেবল
পতিত পাবনী গঙ্গা তিনি ব্রহ্মলোকে আছেন
তাহাকে আনিতে পারহ তবে ইহারদের
ওদ্ধার হইবেক নতুবা আর ওপায় নাই।
তিনি ইহা শুনিয়া ঘোড়া লইয়া যাইয়া যজ্ঞ
পূর্ণ করিলেন পরে গঙ্গা আনয়ন চেষ্টায়
ব্যাস্ত এবং কপিলের আগে প্রকাশ করিলে
বশিষ্ঠ তাহারদের পুরোহিত তিনি বলিলেন
তবে ব্রহ্মার প্রসন্নতা ব্যতিরেক কার্য্য সিদ্ধি
হইতে পারে না অতএব আমি তোমাকে
ব্রহ্মার মন্ত্র প্রদান করি তুমি হিমালয়
পর্ব্বতে যাইয়া ব্রহ্মার সাধনার্থ তপস্যা
করহ তিনি সেই মত করিতে২ প্রাণ ত্যাগ
করিলেন কার্য্য সিদ্ধি হইল না তাহার পুত্র
রাজা তিনি ও সেই মতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন

সগর নির্ব্বংশ হইলেন মহারাজ্য রক্ষা পায় না কেবল দুই বিধবা রানীমাত্র শেষ। সমস্ত ব্যস্ত কারণ দৈববানী হইল দুই রানীকে বল তাহারা দুই জনে সঙ্গ করুক তাহাতে এক জন গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব হইবে সেই পুত্র সমস্ত রক্ষা করিবেক সেই হইবে কুলের দীপক এই মতে দুই রানী হইলে কনিষ্ঠ রানী গর্ব্ভবতী হইল দশম মাশে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর পুত্র জন্মিলে দৈববানী জয়ং কার হইল এবং বালকের উপর পুষ্প বৃষ্টি হইল সর্ব্বত্র সকলেই হর্ষান্তঃকরন পুত্রের জাত কর্ম্ম বিধিমতে করিয়া আমোদযুক্তা পুত্রের প্রতিপালন কারতেং। মহারাজ ভগীরথ শব্দগুনেতেই তৎপর হইলেন মহাবলবান উগ্রতপা প্রজার প্রতিপালন বিধি মতে করেন পরে শুনিলেন তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা পাতালে কপিলাশ্রমে ব্রহ্ম

শাপে ভস্ম হইয়া রহিয়াছেন তাহাতে ক্ষিদ্যমান হইয়া পিতৃলোকের উদ্ধারার্থে সচেষ্ট হইলেন শুনিলেন তাহার পিতা ও পিতামহ পিতৃলোক উদ্ধার জন্য তপস্যায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারেন নাই ভগীরথ বিবেচনা করিলেন তবে তাহারদের যে গতি হইয়াছে আমার ও সেই গতি তবে দেবতা যাহা করুন। তিনি ও সেই মত হিমালয় যাইয়া মহা তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া গঙ্গার অনুসন্ধান তাহার স্থানে পাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন কহ গঙ্গানাম এখন পর্য্যন্ত আমার শ্রবণ প্রবিষ্ট হয় নাই আমি তাহার তদন্ত কি জানিব তুমি যাইয়া বিষ্ণুর তপস্যা করিয়া তাহাকে সিদ্ধি করহ তাহার প্রসন্নতা হইলে সর্ব্ব সিদ্ধি হইবেক নতুবা ইহার আর উপায় নাই। তদনন্তরে ভগীরথ ব্রহ্মার

তাহাতে সহস্র বৎসর অনাহার তপস্যা করিলে বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বর দানে যত্নমান হইলে ভগীরথ বিবিধমতে স্তুতি করিয়া কহিলেন প্রভো পিতৃগন উদ্ধারার্থে পতিতপাবনী দ্রবময়ী গঙ্গা প্রাপ্তি বর আজ্ঞা হউক। বিষ্ণু কহিলেন তথাস্তু কিন্তু গঙ্গা ব্রহ্মলোকে আছেন আমি তথা যাইয়া তোমাকে গঙ্গা প্রদান করিব ভাবনা নাই তুমি স্থির থাকহ। পরে বিষ্ণু ভগীরথকে সহিত লইয়া ব্রহ্ম লোকে যাইয়া এক কালীন মায়া করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের জল হরন করিলেন ব্রহ্মা বিষ্ণুর আগমনে কোটী২ প্রনাম করিয়া রত্নাসন বসিতে দিলেন পাদ্য দেওনের জল পান না ইহাতে অতিব্যাস্ত হইয়া ব্রহ্মলোক বিষ্ণু লোক পর্যন্ত স্বর্গ ও পৃথিবী ও পাতাল ত্রিভুবন ভ্রমন করিলেন কোথাও জল পাই লেন না অতি অপরূপ কি করিবেন ভাবিয়া

পান না সর্ব্বত্র রটন করিয়া পুনর্ব্বার বিষ্ণু সন্মুখে আসিয়া দাণ্ডাইবা মাত্র স্মৃতি হইল আমার কমণ্ডলুতেনা জল আছে। তবে আমি জলাভাবে এমত ব্যাগ্র হই কমণ্ডলু সমেত সেই মহাবারি আনয়ন করিয়া বিষ্ণু যুগপদ ধৌত করিলেন তাহাতে তিন ধারা বেগবতী হইলেন এক ধারা স্বর্গে স্থিতি করিলেন তাহার নাম মন্দাকিনী হইল তিনি স্বর্গ গঙ্গা দ্বিতীয় পাতালে তাহার নাম ভোগবতী তিনি পাতালগঙ্গা তৃতীয় ধারা ভগীরথকে প্রদান করিলেন এই মহাবস্তু পতিতোদ্ধারিণী দ্রবময়ী তুমি পৃথিবীতে লইয়া যাও তোমার পূর্ব্ব পুরুষ উদ্ধার করহ এবং যাবৎ পাপী এঁহার স্মরণেই মোক্ষ পদ পাইবেক কিন্তু তুমি কিমতে লইয়া যাইবা এঁহার বেগ ধারণ করিতে পৃথিবীর সাধ্য নাহে তিনি পতন হইলে পৃথিবী রসাতল প্রস্থান করিবেন

তবে সৃষ্টি নাশ হইবে ঐহার বেগ ধারণ করে এমত আর কেহ নাই কেবল মহাদেব অতএব তুমি যাইয়া শিবারাধনা করহ তাহার প্রসন্নতা ব্যতিরেক ইহার উপায় নাই। ভগীরথ নিরুপায় কতকাল হরের তপস্যাতে নিযুক্ত হইয়া তাহাকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব হিমালয় পর্ব্বতে বসিয়া মস্তকে গঙ্গার বেগ ধারণ করিয়া মত্ত হইয়া গেলেন মস্তক হইতে ত্যাগ করিতে চাহেন না এবং গঙ্গা চিরকালাবধি শিব জটার মধ্যে ভ্রমণ করেন বাহির হইতে পথ পান না। গঙ্গা এই সময় বিষ্ণুর পাদোদক হইলেন ইহাতে তাহাকে শাস্ত্রে বলে বিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গা। ভগীরথ মহাদেবের সাধনা করিলে আশু তোষ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া আপনার জটা বিদার করিয়া দিলেন সেই ছিদ্রে ভাগীরথী বাহির হইয়া হিমালয়ে পড়িলে পর্ব্বত

হইতে বাহির হওনের পথ না পাওনে ভগীরথ নিরুপায় হইয়া কাঁন্দিতে লাগিলেন। গঙ্গা আপনি তাহাকে কহিলেন পুত্র হিমালয় বিদার করে এমত ব্যক্তি অন্য কেহ নাই কেবল ঐরাবত অতএব তুমি ইন্দ্রের স্তব করহ তদ্ব্যতিরেক ওপায় নাই। ভগীরথ গঙ্গার আজ্ঞায় ইন্দ্রের স্তব করিলে সুরপতি সদয় হইয়া ঐরাবত করনক পর্ব্বত বিদার করিয়া দিলে বেগ বাহির হইয়া পূর্ব্ব মুখে দ্রুতবেগে যাইতেছিলেন। ইহাতে ভগীরথ কহিল মাতা আমি শুনিয়াছি আমার পিতৃ লোক দক্ষিনে। ইহা শুনিয়া বেগ পূর্ব্বে যাইতেছিলেন তাহারি কিঞ্চিত রাজমহলের নীচে দিয়া দক্ষিন মুখে বেগবতী হইলেন বড় ধারা পূর্ব্ব দেশে গেল তাহার নাম হইল পদ্মা এ দিগে বেগ হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত

আইলে গঙ্গা জিজ্ঞাসা করিলেন ভগীরথ তোমার পিতৃলোক কোথায়। সে বলিল মাতঃ আমি শুনিয়াছি এই দিগে নিশ্চয় বলিতে পারি না ইহাতে গঙ্গা সেই স্থানে এক শত ধারা হইয়া অন্বেষণ করিতে২ সকল সাগরে পড়িয়া সগর খনিত খাত দিয়া পাতাল প্রবেশ করিয়া সগর বংশ উদ্ধার করিলেন তাহারা সমস্ত রথারোহে স্বর্গে গতি করিল ভগীরথ আনীতা গঙ্গা ইহাতে তাহার নাম হইল ভাগীরথী। গঙ্গার পৃথিবীতে আগমন প্রসঙ্গ এই জানিবা। ইতি।

সন্তান সন্তানকে।—

সুধীর শ্রীশিবচন্দ্র বন্দোনমস্কারা বহবো নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের মঙ্গলাদি

সদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অত্র মঙ্গল পরং। —

সমাগত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। লিখিয়াছেন অমুক পরগনার প্রজা লোক এ বৎসর রাজস্ব বাকি থাকিতে আমারদিগের প্রভুর অধিকারে পলাইয়া আসিয়াছে তাহার হিসাব পাঠাইতেছি দৃষ্টি করিয়া দেওয়াইয়া দিতে লিখনানুসারে সে সকল প্রজারদিগকে আনাইয়া জ্ঞাত হইলাম তাহারা কহিলেক ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত মাস মাসের নিয়মিত রাজস্ব দিয়াছে আশ্বিন মাসে বর্ষা হইয়া সমস্ত শস্য ও ঘরদ্বার ডুবিয়া গিয়াছে এবং বৃক্ষাদি মরিয়াছে আমারদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া কমি দিলে রাজস্ব কিছু২ করিয়া দিতে পারিতাম তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন অধিকারী ব্যক্তি কমি না দিলে আমি কমি দিতে

পারি না পরে পুজারা কহিলেক যে সকল বৃক্ষাদি মরিয়াছে সে সকল আমারদিগের জমার মধ্যে তাহা ছাড়িয়া দিলে বিক্রয় করিয়া রাজস্ব নিঃশেষে দিতে পারি তাহাও পুজারদিগকে না দিয়া সরকারে বিক্রি করিয়া লইয়াছেন এবং বর্ষার পর পুজারা সর্ষপ ও কলাই যে ভূমিতে করিয়াছিল তাহা রাখিয়া পলাইয়া আসিয়াছে তাহাও বিক্রি করিয়া লইয়াছেন এ সকল দ্রব্যে পুজারা যে যত বক্রির কথা কহে তাহা হিসাবে ওয়াসিল দিলে রাজস্ব শেষ হইয়া আর অধিক হয়। আপনকার কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে সকল কথা কিছুই গ্রাহ্য করে না কহে ইহার কিছুই আমি জ্ঞাত নহি। পুজারা কহে যে সকল লোকে কিনিয়াছে যে কর্ম্মচারী থাকিয়া বিক্রি করিয়াছে এবং গ্রামস্থ প্রধান২ লোক থাকিয়া মূল্য নিষ্পত্তি করিয়া

দিয়াছে সে সমস্ত লোক বর্ত্তমান আছে আনাইয়া একত্র করিলাম বিচার করিলে সমস্তই সত্য জানিতে পারিবেন। এবং ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত আপনকার হিসাবে যে ওয়াসিল দিয়াছেন প্রজারা যে মত কহে তাহাতে কিছু অনৈক্য হয়। অতএব সকল লোক ও প্রজা সাক্ষাত শুনিলে ইহার বিচার হয় তবে কি সত্য কি মিথ্যা বুঝিতে পারি ইহার যে হয় লিখিবেন তবে এ বিষয় নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। আর এখানকার প্রজা লোকেরা রাজস্বের নিঃশেষ করিয়া না দিয়া অমুক পরগণায় পলাইয়া গিয়াছে তাহারদের বাকির হিসাব সমেত লোক আপনকার নিকটে পাঠাইব সে সকল প্রজা লোককে আনাইয়া মোকাবিলা অবগত হইয়া যে বাকি আপনকার বিচার সম্মত হয় দেওয়াইয়া দিবেন। আর আপনকার প্রজা লোক এখানে

ক্কার তয়া রাখে তাহার রাজস্ব বক্রি আছে দেওয়াইয়া দিবেন। যাতায়াতে মঙ্গলাদি সমাচার লিখিবেন নিবেদন কিমধিক মিতি।—

মনিব চাকরকে।—

বিস্তা-নি-ক্ষ বিশেষ তোমার কুশল বাঞ্ছনীয় তাহাতে অত্র সন্তোষ পরং।—

জ্ঞাত হইলাম পরগনে মানপুরের অনেকং তোমার পত্রে গ্রাম এ বৎসর প্রজা পলাতক হইয়াছে এ সকল মহল পত্তন নহিলে রাজ স্বের হানি বিস্তারিত অতএব বীনা ও টাকা হইলে বুঝিতে পারি পত্তন হইতে পারে কোন গ্রামে কত বীনা কত টাকা চাহি তাহার একটা ফর্দ্দ অনুমানে বিবেচনা মতে করিয়া পাঠাইবা তাহার দৃষ্টে বিবেচনা মতে পাঠান যাইবেক।

ঐ বৎসর চেষ্টা সাধ্য অধিক পত্তন না করিতে পারিলে পশ্চাত পত্তন হওন ভার হইবেক। যেং গ্রাম ইজারদার ও গাঁতি জমা তাহার তাগাবি সরকার হইতে দেওনের আবশ্যক নাহি তাহারদিগকে নিরাশ্ব উত্তর দিবা যদি একান্ত সে সকল লোকের দিগের তাগাবি দেওনের সাধ্যতা না থাকে তবে তাহারা এখানে আসিয়া নিবেদন করিলে বিবেচনা মতে যেমত হয় করা যাইবেক। তুমি এখানকার পত্তনের চেষ্টা প্রানপনে করিবা এখানকার বিশ্বাস তোমার প্রতি বিস্তর সরকারের লাভ করিতে পারিলে আর বাহুল্য হইবেক। আর সুবিদপুরের সীমা লইয়া সাহসের অধিকারীরদের বিরোধ হইয়াছিল তাহার নিমিত্ত সাহসের অধিকারী বর্দ্ধমানে নালিস করিয়াছিল সেখানে তাহারদিগের নালিস

ডিসমিস হইয়াছিল পুনরায় কোর্ট আপিলে নালিস করিয়াছিল সেখানে ও তাহারা হারিয়াছে ডিসমিস পাওয়া গিয়াছে তুমি ওখানে পুরানং পুজা লোক ও কর্ম্মচারী সমেত যাইয়া সে ভুমির চতুঃসীমা দেখিয়া লইবা ইহাতে পুজা লোকের ও অধিক আহ্লাদ হইবেক সে স্থানে পুরাতন পুজা যত আছে তাহারদিগকে নিরুদ্বেগী হইতে কহিবা এমত বিবাদ আর হইবে না। আর দশ পাঁচ ঘর পুজা ঐ স্থানে বসাইতে পারহ তাহার চেষ্টা নিতান্ত যত্নবান হইয়া করিবা তাহাতে ধান্য ও টাকা যাহা আবশ্যক হয় দিতে তাহা দিবা। তুমি মধ্যেং গ্রামেং যাইয়া পুজা লোকেরদিগকে আশ্বাস জন্মা ইয়া রাখিবা এমত হইলে পুজা লোক সচ্ছন্দ হইয়া বসতি করিতে পারে। শুনিতে পাই দস্যু ভয়তে পুজা লোক বিরক্ত তাহার তুমি

কিছু লিখহ না যদি এমত হয় তবে দুষ্ট যে সকল লোক তাহারদিগের অনুসন্ধান করিয়া সমাচার লিখিবা এখানে কর্ত্তা পর্য্যন্ত জাত করিয়া তাহারদিগকে দমনার্থে লোক পাঠান যাইবেক দুষ্ট লোককে নষ্ট না করিলে আপনাকে নষ্ট হইতে হয় রাজ কর্ম্মের এমত ধারা ইত্যবধানে বিহিত করিবা কিমধিকমিতি।—

চাকর মনিবকে।—

আজ্ঞাকারি শ্রীশিবচন্দ্র বসোঃ নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। বাবুজি মহাশয়ের স্থির রাজ লক্ষ্মী সর্ব্বদা শ্রীশ্রী—স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে এ পরিজনের

নির্বৃত্তি পরং চিরদিবসান্তরে আজ্ঞা পত্রী পাইয়া শিরোধার্য্য করিয়া সমস্ত সমাচার বিদিত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম এ বৎসর ছয় মাস এ পরগণাতে আসিয়াছি ইহার মধ্যে বাটী যাওনের কারণ দুই বার নিবেদন লিখিয়াছিলাম তাহার সুস্পষ্ট উত্তর কিছুই আজ্ঞা হয় নাই আমার বাটী যাওনের নিমিত্ত বাটী হইতে দুই তিন দফা সমাচার আইল তাহাতে কি করে চাকর মনিব সম্পর্ক হইলে মনিবের অনুমতি ব্যতিরেক কার্য্য স্থান হইতে যাইতে পারা যায় না অতএব পুনঃপুন নিবেদন লিখিতেছি অবধান পূর্ব্বক বিহিত আজ্ঞা হইবেক এখানকার কর্ম্মের বিষয় বিশেষ কি লিখিব খৌত হইয়াছিল এ জন্য পুস্তা লোকসকল স্থানে রাজস্ব অর্দ্ধেক পাওয়া যায় এমত বুঝি না প্রজার ওজর নিতান্ত

শক্তি করিলে এক কালিন গ্রাম নিদ্রুদীপ হয় কর্ত্তা মহাশয় আমি সরকারের চাকর আজ্ঞা বিনা কি করিতে পারি এ পরগণার কএক গ্রামের ইজারদারের নামে বক্রি রাজস্ব কারণ নালিস না করিলে কোন ক্রমে বক্রি রাজস্ব পাওয়া যাবেক না এ বিষয় পুর্ব্বে নিবেদন লেখা গিয়াছিল তাহার স্পষ্ঠ উত্তর কিছুই আইসে নাই একারণ পুনর্নিবেদন লিখিতেছি কএক ইজারদারের নষ্ঠতাতে অনেক টাকা বক্রি আটক করিয়াছে একারণ সরকারের রাজস্বের নিমিত্ত দুই তিন বার পদাতিক আসিয়াছিল অতএব সদর ওকি লের নামে এমত লিখন যায় যে এখান হইতে যেং ইজারদারের নামে আদালতে নালিস কারণ নিবেদন লিপি পাঠান যায় সেই লিখন বিদিত করিয়া পদাতিক পাঠান যে তাহার দিগকে ধরিয়া দেওয়া যায় নালিসের রশুম

পৃভিতি এইক্ষণে সরকার হইতে দিতে হবেক তাহার অধিকার লিখিলে তবে তাহা করিয়া পাঠান যায় সকল বিষয় লিখিলাম ইহার উত্তর শীঘ্র আজ্ঞা হইবেক কিমধিকং নিবেদনমিতি ।—

মনিব সামান্য চাকরকে ।—

প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ ।———

সে রোজ শ্রীরঘুনাথ ঘোষ হাঁত তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীকানাইদাস মাঝী প্রভৃতি যে তিন নৌকার চালান লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সে তিন ভরা কাষ্ঠ ভবানীপুর গ্রামে কাটী গঙ্গার মধ্যে রাখিয়া শ্রীকানাইদাস মাঝী কল্য এখানে আসিয়াছে

ওস্কা অদ্যাপি বিক্রী হয় নাই অতএব তুমি পত্র পাঠ ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাঁচ সাত দিবস সেই স্থানে থাকিয়া তিন ভরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা শীঘ্র পাঠাইবা এখানে ব্যয় বাসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে এবং আর কএকখান নৌকার চালান দিতে হইবেক আমি এখান হইতে কানাই মাঝিকে শীঘ্র বিদায় করিব তুমি তাহার অপেক্ষা করিবা না আর ওখানে কি মত চৌদ্দ পদ ও ষোল পদ নৌকার ভরা বিক্রী হইতেছে তাহা জানিয়া লিখিবা তোমার বাটী হইতে পরশ্বঃ এক লোক এখানে আসিয়াছিল তাহার মারফত তোমার খুড়া লিখিয়াছিলেন তুমি অদ্য চারি মাস বাটী হইতে আসিয়াছ সমাচার কিছুই লেখহ না এবং টাকা কড়ি কিছুই পাঠাও না ইহাতে ওদ্বিগ্ন যথোচিত অতএব সে লোক তোমার ওখানে যাইতে

ছিল তাহাতে আমি তাহাকে এখানে রাখিয়া তোমার ভাদ্র মাস পর্য্যন্তের মাহিনা ২০ কুড়ি টাকা তাহার স্থানে দিয়া সমাচার লিখিয়া অদ্য তাহাকে বিদায় করিলাম তুমি সে নিমিত্ত ভাবিত নহিবা তুমি অতি শীঘ্র কাঠ বিক্রী করিয়া টাকা এখানে পাঠাইবা ওখানে যাহার২ দেনা আছে তাহা বুঝিয়া দিবা শ্রীযুত নীলমনি সরকারের দশ টাকা ঘৃতের বাকি দেনা আছে তাহা দিয়া ঘৃত লইয়া এখানে পাঠাইবা প্রাণ তুল্য শ্রীযুত রাম চন্দ্ররায়কে তোমার ওখানে পাঠাই তাহাকে কলিকাতার মধ্যে কোন স্থানে বাসা করিয়া দিয়া কোন এক জন জ্ঞানবান লোকের সহিত সাক্ষাত করাইয়া দিবা সেইখানে পড়িবেন এহাকে কাগজ ও কালী কলম আর্য্য বলাক যাহা২ চাহি তাহা দিবা ইনি পড়িতে প্রবর্ত্ত হইলে তুমি সর্ব্বদা তত্বাবধারণ

করিবা টাকা কড়ি যখনকার যাহা আব শ্যক হইবেক তাহা তুমি বিবেচনা করিয়া দিবা বস্ত্রাদি যাহা কিনিতে হয় তাহা ও তুমি থাকিয়া কিনিয়া দিবা আর এক জন সেবাত্তি লোক বিবেচনা করিয়া রাখাইয়া দিবা এখানে লোকের জন্য বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম তাহার মনের মত লোক মিলিল না তুমি এখান হইতে তোমার জানা শুনা হয় এ মত এক জন লোক যামিন লইয়া বাসার কার্য্যেতে নিযুক্ত করিয়া দিবা বাসা বাটীর ঘর দ্বার অদ্যাপি হয় নাই তুমি কাষ্ঠ বিক্রী করিয়া মাসেক পক্ষেক বাসায় থাকিয়া দুই একখান ঘর নূতন বান্ধাইবা আর পুরাতন গুলা সারাইবা এবার নগদ টাকা দিয়া খড় কিনিতে হইবে না বাগানের তিনদিগে খড় আছে আর সে খড় কতক কাটাইয়া শ্রীমির মাজির বাটীতে পালা দিয়া রাখান গিয়াছে

সেই পালার মত তথা হইতে আনাইয়া রাখিবা বাঁশ যাহা লাগে তাহা নূতন বাগান হইতে কাটাইবা শ্রীরমজান মিস্ত্রার বাটীতে খুঁটী কেলা আছে তাহা সমস্ত বাসা বাটী আনাইবা যাহা বাসা বাটীর দরে লাগে তাহা লাগিবেক আর শুনা ঐখানে সাবধান করিয়া রাখিবা প্রাচীর চারি পাট পাকা ও করিবার চেষ্টা পাইবা সতের হাজার ইট প্রস্তুত আছে আর যাহা অধিক লাগে তাহা কিনিতে হইবেক চুন ও সুরখি ও রাজ মজুরের যাহিনা কি চাহি তাহার একটা ফর্দ্দ করিয়া পাঠাইবা তাহা দৃষ্টি করিয়া টাকা কড়ি যাহা পাঠাইতে হয় তাহা শ্রীযুত রত্নচাঁদ বাবুর কুঠীতে পাঠান যাইবেক চাটীগ্রাম হইতে সতের হাজার টাকার হুণ্ডি ঐ কুঠীয়ালের কুঠীতে আসিয়াছে সে টাকা সমস্ত আছে তাহা হইতে দেওয়া যাইবেক

তুমি সাবধান হইয়া কার্য্য কর্ম্ম করিবা যেমত২ লেখা যাইতেছে ইহার অন্যমত কার্য্য করিবা না সমাচার শীঘ্র লিখিবা নৌকার চালান কারণ টাকা শীঘ্র পাঠাইবা বিশ্বাসের দরুন নৌকার চালান কারণ দেওয়া যাইবেক কদাচ আলস্য করিয়া কার্য্যের হানি করিবা না পত্র পাঠ তথায় যাইয়া এখান কার মঙ্গল বার্ত্তা লিখিবা এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবা কিমধিকমিতি।—

মনিব সামান্য চাকরকে।—

শ্রীরাধানাথদত্ত ও শ্রীরামচন্দ্রবিশ্বাস ও শ্রীকালিকিরনদাস প্রভৃতি আগে তোমারদিগের

নায়ে অগর পাড়া পরগনার পরমানন্দপুর গ্রামের শ্রীহারানন্দ বিশ্বাস আমার এখানে নালিস করিয়াছে তোমরা ও তোমারদিগের গ্রামের প্রজারদিগকে সাত লইয়া সহদা মারি পীট করিয়াছ ইহার কারন জানিতে পারিলাম না বিশ্বাস এখানে আছে তোমরা পত্র পাঠ এখানে পেঁহুছিয়া এ বিষয় বিদিত হইয়া বিচার করা যাইবেক আর তোমার দিগের এওয়াযের পরবি দিগর যাহা পাওনা তাহা আনিবা পাঁঠা ছাগল তিন শত তোমার দিগের এওয়াযে এবার বিলি করিতে হইবেক এবং মহীষ পঞ্চাশটার জন্যে গোপেরদিগের সহিত কথা বার্ত্তা স্থির করিয়া কিছু টাকা তাহারদিগকে দিয়া মহীষ বায় না করিবা দুই শত মোন দধি এক শত মোন দুগ্ধ ঘৃত যাটি মোন পাকা কলা এক শত কাঁদি বিলি করিবা যে সকল লোকেরদিগকে ফরমাইস করিবা

তাহারদিগকে কিছু কড়ি এখন দিবা বক্রি হিসাব করিয়া পশ্চাত দেওয়া যাইবেক নারি কেল তিন হাজার আর গুবাক দুই শত কাঁন্দি দিতে হইবেক তাহার চেষ্টায় থকিবা গ্রামের প্রজারদিগকে নিমন্ত্রণ করিবা ঈশ্বরী পূজার সময় সকলে এখানে আইসে এ সকল দ্রব্যের চেষ্টায় থাকিবা দিন সংক্ষেপ হইল পশ্চাদ্ব্যামোহ না হয় তাহা করিবা মৈদন্যপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ দালাল প্রভৃতি দেড় শত থান বস্ত্রের ফরমাইস লইয়া গিয়াছে এবং তিনবারে তাহার চারি শত টাকা ও লইয়াছে বস্ত্রের কি পর্য্যন্ত করিয়াছে জানিতে পারিলাম না তোমারদিগের এখান হইতে সে গ্রাম নিকট অতএব তোমরা এক জন সে স্থানে যাইয়া বস্ত্র কি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে জানিয়া আসিবা আর বাকি প্রস্তুত হইতে কত দিবস হইবেক তাহা নিশ্চয়

জানিয়া আসিবা ঈশ্বরী পূজার মধ্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেয় তাহারদিগের যাহা পাওনা তাহা লইয়া যায় আর তাহারদিগকে যথেষ্ট তাকিদ করিবা আর শুনিলাম তোমার দিগের গ্রামে কালী কীর্ত্তনীয়া এক সম্প্রদা আসিয়াছে তাহারা কি প্রকার গান করে ভাল মন্দ জানিতে পারি নাই যদি ভাল হয় এমত বুঝহ তবে তাহারদিগের সম্প্রদা সমেত পাঠাইবা এখানে কীর্ত্তন হইবেক এবং রাম যাত্রা ও জানে যদি এমত লোক তোমারদিগের ওখানে থাকে তবে তাহারদিগকে কহিবা ঈশ্বরী পূজার তিন দিবস এ বাটীতে আসিয়া যাত্রা ও নাম সংকীর্ত্তন করে যদি ও স্থানে না থাকে তবে স্থানান্তর হইতে আনাইবা তোমারদিগের এওয়াজের রাজস্ব ভাদ্র। পর্য্যন্তের বকি নয় হাজার টাকা তাহার মধ্যে চারি হাজার

টাকা পাঠাইয়াছ এ কি মত বিবেচনা বুঝিতে পারিলাম না তিন মাহা ভৌতি অদ্যাপি হস্তাগত করিতে পারিলা না কি বুদ্ধিতে জানি নিশ্চিন্ত আছহ এখন পর্যান্ত তোমার দিগের ভদ্রের নিমিত্ত লিখিতেছি যদি আপনারদিগের কল্যান কামনা কর তবে চাদ্র পর্য্যন্তের রাজস্ব সহিত শীঘ্র পৌঁছিহ পুনরায় তাকিদ না করিতে হয় এক পত্রে হাজার২ তাকিদ জানিবা ঈশ্বরী পূজার পরে তোমারদিগের গ্রামের বন্দোবস্ত হইবেক শ্রীরামপ্রসাদ দাসের প্রমুখাত শুনিলাম তোমারদিগের ওখানে চিনির মহাজনেরা আসিয়া চিনি বিক্রী করিতেছে সেই মহাজনেরে অনেককে এখানে পাঠাইবা কিম্বা তোমরা তাহারদিগের নিকট যাইয়া ভাল ফুল চিনির ফরমাইস দিবা চিনি প্রস্তুত হইলে এখানে সমাচার লিখিবা

টাকা লইয়া লোক যাইবেক পত্রানুসারে এ সকল দ্রব্য বিলি করিয়া পত্র পাঠ তোমরা এখানে পৌঁছিবা বিলম্ব না হয় ইতি ।—

মনিব সামান্য চাকরকে ।—

শ্রীযুক্ত সুচরিতেষু আগে ।—

তোমার ২৩ কার্ত্তিকের পত্রেতে জানা হইল পরগণে মধুদীয়ার কএক গ্রামের প্রজারা নষ্টতা করিয়া রাজস্ব না দিয়া তোমার নামে জিলার আদালতে নালিস করিয়াছে সে জন্য চিন্তার বিষয় কি সে নিমিত্ত জিলার ওকিলকে লেখা গেল এবং এখানে ও যেমত২ সুপথ আছে তাহার চেষ্টাও হইতেছে তুমি ওখানে বিলক্ষণ শক্তিতে কার্য্য প্রয়োজন করিবা কোন বিষয় ভয় করিয়া কার্য্য করিবা না প্রজা

লোকের নষ্টতায় কি হইতে পারে যে সকল
পুজা দুষ্টতা করিয়া জিলার লালিস করিতে
গিয়াছে তাহারদিগের নাম এক ফর্দ্দ করিয়া
শীঘ্র এখানে পাঠাইবা আর তাহারদিগের
বৃত্তি বিভোগ যাহা থাকে তাহা নিশ্চয় জানিয়া
ফর্দ্দ করিয়া এখানে পাঠাইবা এবং তুমি
আইন মত সাত দিবস মেয়াদে এস্তাহার
টানাইয়া দিবা যদি মেয়াদের মধ্যে তাহারা
সাক্ষাত হইয়া অপনং রাজস্ব বন্দোবস্ত
করে ভাল নতুবা এস্তাহারের মেয়াদ গত
হইলে পরে কাজিকে সমাচার দিয়া বক্রির
ওপযুক্ত তাহারদের বৃত্তি বেশাত বিক্রী করিয়া
লইয়া এখানে সমাচার লিখিবা যেং পুজার
বক্রি ওপযুক্ত বৃত্তি বেশাত না হয় তবে তাহার
সারোদ্ধার জানিয়া এখানে লিখিবা
কাজারির সরঞ্জামির ফর্দ্দ পাঠাইয়া ছিলা
জ্ঞাত হওয়া গেল ইহার যে হয় আগত

মাসের পরে মস্থর্ নিশ্চয় করিয়া পাঠান যাইবেক সাদা আলানি গত বৎসরের মত এখন করিবা পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া যে বিহিত করা যাবেক পরগনা হইতে যে রাজস্ব জিলার ওকিল পর্য্যন্ত চালান করিবা তাহা সহি সিক্কা টাকা সমস্ত দিবা গড় টাকা যাহা চালান করিবা তাহার যে কমি হইবেক তাহা তোমার নামে খরচ লিখিতে ওকিলকে লিখিয়াছি ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিবা পশ্চাৎ ইহার কোন আপত্তি শুনা যাবেক না আর পত্তন কি পুকার হইতেছে তাহার বিশেষ লিখিবা আর যখনকার যে বিষয় ওপস্থিত হয় এ পর্য্যন্ত বিদিত না করিয়া কিছু করিবা না ইতি।—

অঙ্কমালা ।—

আদৌ বট নিরোপন ।—

। বট্ট কড়া কড়ি কপর্দ্দ এক কড়া এই সমস্ত নাম । এক কড়ার পরিমান ৩ তিন ক্রান্তি ৪ চারি কাক ৭ সাত কনা ৯ নব দন্তি ১৭ সতের কনিকা ২৭ সাতাইশ জব ৩২ বত্রিশ দাড় ৮০ আশি তিল । ৩৬০ তিনশত ষাইট বুল । এই সমস্ত কড়ার নিয়ম । তাহার অঙ্কের আকার এইং । ৴ ৷৷ । তিন ক্রান্তিতে কড়া ৴ ৵ ৶ । এই চারি কাক । অন্যান্যের আকার নাই গননার স্থলে কেবল নাম মাত্র যদি লিখনের আবশ্যক হয় তবে অঙ্কের পুষ্ঠে অক্ষর তাড়িয়া নাম লিখিতে হয় ।—

৻। কড়ার আকার এই ৻। এক কড়া ৻।। দুই কড়া ৻৵ তিন কড়া ৻৴ চারি কড়ায় এক গণ্ডা ৻৴। পাঁচ কড়া ৻৴।। ছয় কড়া ৻৴৵ সাত কড়া ৻২ আট কড়া এবং দুই গণ্ডা এই ক্রমে ৻৩ তিন গণ্ডা ৻৪ চারি গণ্ডা ৻৫ পাঁচ গণ্ডা এক বুড়ি ৻৫। শওয়াপাঁচ গণ্ডা ৻৫।। সাড়ে পাঁচ গণ্ডা ৻৫৵ পৌনে ছয় গণ্ডা ৻৬ ছয় গণ্ডা ৻৭ সাত গণ্ডা ৻৭।। সাড়ে সাত গণ্ডা এবং দেড় বুড়ি ৻৮ আট গণ্ডা ৻৯ নয় গণ্ডা ৻১০ দশ গণ্ডা ৻১১ এগার গণ্ডা ৻১২ বার গণ্ডা ৻১২।। সাড়েবার গণ্ডা এবং আড়াই বুড়ি ৻১৩ তের গণ্ডা ৻১৪ চৌদ্দ গণ্ডা ৻১৫ পনের গণ্ডা এবং তিন বুড়ি ৻১৬ ষোল গণ্ডা ৻১৭ সতের গণ্ডা ৻১৭।। সাড়েসতের গণ্ডা এবং দশূন পন ৻১৮ আঠার গণ্ডা ৻১৯ উনিশ গণ্ডা ৴০ কুড়ি গণ্ডা ও এক পন ৴৫ পাঁচ বুড়ি এবং সওয়া পন ৴১০ ছয় বুড়ি

এবং দেড় পন ৴১৫ সাত বুড়ি এবং পৌনে
দুই পন ৵ দুই পন ৵৫ নয় বুড়ি এবং সওয়া
দুই পন ৵১০ দশ বুড়ি এবং আড়াই পন
৵১৫ এগার বুড়ি এবং পৌনেতিন পন ৶
তিন পন ৶৫ তের বুড়ি এবং সওয়াতিন পন
৶১০ চদ্দ বুড়ি এবং সাড়েতিন পন ৶১৫
পনের বুড়ি এবং পৌনেচারি পন ৷ চারি পন
এই ক্রমে ৷——————৷৴ পাঁচ পন ৷৵ ছয় পন
৷৶ সাত পন ৷৷ আট পন ৷৷৴ নয় পন
৷৷৵ দশ পন ৷৷৶ এগার পন ৸ বার পন
৸৴ তের পন ৸৵ চদ্দ পন ৸৶ পনের পন
১৲ ষোল পন এবং এক কাহন ১৷ কুড়ি পন
এবং বিশ পন এবং শওয়া কাহন ১৷৷ চব্বিশ
পন এবং দেড় কাহন ১৸ আটাইশ পন পৌনে
দুই কাহন ২৲ দুই কাহন ২৷ সওয়া দুই কাহন
২৷৷ আড়াই কাহন ২৸ পৌনে তিন কাহন ৩
তিন কাহন ৩৷ সওয়াতিন কাহন ৩৷৷

কাহে তিন কাহন ৩৸৹ পৌনেচারি কাহন ৪ চারি কাহন ।৹ এই ক্রমে লেখিতে হয় ।

কড়াকে ।

।	॥	৸	১	১।	১॥	১৸	২
২।	২॥	২৸	৩	৩।	৩॥	৩৸	
৪	৪।	৪॥	৪৸	৫	৫।	৫॥	
৫৸	৬	৬।	৬॥	৬৸	৭	৭।	
৭॥	৭৸	৮	৮।	৮॥	৮৸	৯	
৯।	৯॥	৯৸	১০	১০।	১০॥	১০৸	
১১	১১।	১১॥	১১৸	১২	১২।	১২॥	
১২৸	১৩	১৩।	১৩॥	১৩৸	১৪		
১৪।	১৪॥	১৪৸	১৫	১৫।	১৫॥		
১৫৸	১৬	১৬।	১৬॥	১৬৸	১৭		
১৭।	১৭॥	১৭৸	১৮	১৮।	১৮॥		
১৮৸	১৯	১৯।	১৯॥	১৯৸ ——— /৹			

পণাঙ্ক।—

৴০ ৵০ ৶০ ।০ ।৴০ ।৵০ ।৶০ ॥০ ॥৴০
॥৵০ ॥৶০ ৸০ ৸৴০ ৸৵০ ৸৶০ ১৲

এ সমস্ত কাঁচা গণনা উপরি ভাগে লেখা হবে কৌড়ি পাকা গণনার অঙ্কের আকার ও ইলেকের আকার ও কড়া ও গণ্ডা সমান নাম উপরে তঙ্কা কিম্বা রূপৈয়া লিখিতে হবেক বুড়ির নাম পাই হইবেক যদিতু পাইয়ের পুচ্ছে এক কড়া কিম্বা দুই কাক এবং তিন কড়া হয় তাহার নাম শওয়াপাঁচ গণ্ডা ও সাড়েপাঁচ গণ্ডা ও পৌনেছয় গণ্ডা নাম থাকিবেক। কিন্তু উপরের তঙ্কার নামে পাকা জানা যাবেক এই ক্রমে পণের নাম জানা হবেক ।০ চক্রের নাম শিকা ॥০ দুই চক্র আধ টাকা ও আট আনা। শওয়া দেড় আড়াই পৌনে সমস্তই পূর্ব্ব

যত কহিতে হবেক ইহার নাম শতকিয়া অপভাষ সংস্কৃত চলন দুই কথাই প্রায় সকলে কহে।—

শতকাঙ্ক।—

১ এক ২ দুই ও দ্বি ৩ তিন ৪ চারি ও চতুর্থ ৫ পাঁচ ও পঞ্চ ৬ ছয় ও ষট ৭ সাত ও সপ্ত ৮ আট ও অষ্ট ৯ নয় ও নব ১০ দশ ও দিগ ১১ এগার ও একাদশ ১২ বার ও দ্বাদশ ১৩ তের ও ত্রিয়োদশ ১৪ চদ্দ ও চতুর্দ্দশ ১৫ পনের ও পঞ্চদশ ১৬ ষোল ও ষোড়শ ১৭ সতের ও সপ্তদশ ১৮ আঠার ও অষ্টাদশ ১৯ উনিশ ও ঊন বিংশতি ২০ কুড়ি ও বিশ ও বিংশতি ২১ একুইশ ও একবিংশতি ২২ বাইশ ও দ্বাবিংশতি ২৩ তেইশ ও ত্রিয়োবিংশতি

২৪ চব্বিশ ও চতুর্ব্বিংশতি ২৫ পঁচিশ ও পঞ্চবিংশতি ২৬ ছাব্বিশ ও ষড়্বিংশতি ২৭ সাতাইশ ও সপ্তবিংশতি ২৮ আটাইশ ও অষ্টাবিংশতি ২৯ ঊনত্রিশ ও ঊনত্রিংশত ৩০ ত্রিশ ও ত্রিংশত ৩১ একত্রিশ ও একত্রিংশত ৩২ বত্রিশ ও দ্বাত্রিংশত ৩৩ তেত্রিশ ও ত্রয়স্ত্রিংশত ৩৪ চৌত্রিশ ও চতুস্ত্রিংশত ৩৫ পঞ্চিত্রিশ ও পঞ্চত্রিংশত ৩৬ ছত্রিশ ও ষটত্রিংশত ৩৭ সাঞ্চিত্রিশ ও সপ্তত্রিংশত ৩৮ আটত্রিশ ও অষ্টাত্রিংশত ৩৯ ঊনচল্লিশ ও ঊনচত্তারিংশত ৪০ চল্লিশ ও চত্তারিংশত ৪১ একচল্লিশ ও একচত্তারিংশত ৪২ বেয়াল্লিশ ও দ্বাচত্তারিংশত ৪৩ তেতাল্লিশ ও ত্রিচত্তারিংশত ৪৪ চৌয়াল্লিশ ও চতুশ্চত্তারিংশত ৪৫ পঞ্চতাল্লিশ ও পঞ্চচত্তারিংশত ৪৬ ছচল্লিশ ও ষড়চত্তারিং-

শত ৪৭ সাতচল্লিশ ও সপ্তচত্বারিংশত ৪৮ আটচল্লিশ ও অষ্টাচত্বারিংশত ৪৯ ঊনপঞ্চাশ ও ঊনপঞ্চাশত ৫০ পঞ্চাশ ও পঞ্চাশত ৫১ একান্ন ও একপঞ্চাশ এবং একপঞ্চাশত ৫২ বায়ান্ন ও দ্বাপঞ্চাশত ৫৩ তিপান্ন ও ত্রিপঞ্চাশত ৫৪ চৌয়ান্ন ও চতুর্পঞ্চাশত ৫৫ পঞ্চান্ন ও পঞ্চপঞ্চাশত ৫৬ ছাপান্ন ও ছয়পঞ্চাশ ও ষটপঞ্চাশত ৫৭ সাতান্ন ও সপ্তপঞ্চাশত ৫৮ আটান্ন ও অষ্টাপঞ্চাশত ৫৯ ঊনষাইট ও ঊনষষ্ঠি ৬০ ষাইট ও ষষ্ঠি ৬১ একষষ্ঠি ৬২ বাষষ্ঠি ও দ্বাষষ্ঠি ৬৩ তেষষ্ঠি ও ত্রিয়ঃষষ্ঠি ৬৪ চৌষষ্ঠি ও চতুঃষষ্ঠি ৬৫ পঞঃষষ্ঠি ও পঞ্চষষ্ঠি ৬৬ ছেষষ্ঠি ও ষটষষ্ঠি ৬৭ সাতষষ্ঠি ও সপ্তষষ্ঠি ৬৮ আটষষ্ঠি ও অষ্টষষ্ঠি ৬৯ ঊনসত্তরি ও ঊনসপ্ততি ৭০ সত্তরি ও সপ্ততি ৭১ একাত্তরি ও এক

সপ্ততি ৭২ বাহাত্তরি ও দ্বাসপ্ততি ৭৩
তেহাত্তরি ও ত্রিসপ্ততি ৭৪ চৌয়াত্তরি ও
চতুঃসপ্ততি ৭৫ পচাত্তরি ও পঞ্চসপ্ততি
৭৬ ছেয়াত্তরি ও ষটসপ্ততি ৭৭ সাতাত্তরি
ও সপ্তসপ্ততি ৭৮ আটাত্তরি ও অষ্টাসপ্ততি
৭৯ ঊনাশীতি ও নবসপ্ততি ৮০ আশি ও
অশীতি ৮১ একাশি ও একাশীতি ৮২
বিরাশি ও দ্বাশীতি ৮৩ তিরাশি ও ত্র্যশীতি
৮৪ চৌরাশি ও চতুরশীতি ৮৫ পচাশি ও
পঞ্চাশীতি ৮৬ ছেয়াশি ও ষড়শীতি ৮৭
সাতাশি ও সপ্তাশীতি ৮৮ অষ্টাশি অষ্টা
শীতি ৮৯ ঊননবৎই ও ঊননবতি ৯০
নবৎই ও নই ও নবতি ৯১ একানই ও একা
নবৎই এবং একনবতি ৯২ বিরানবৎই ও
বিরানৈ ও দ্বানবতি ৯৩ তিরানই ও
তিরানবৎই এবং ত্রিয়োনবতি ৯৪ চৌরানই

ও চৌরানব্বই এবং চতুর্নবতি ৯৫
পচানই ও পচানব্বই এবং পঞ্চনবতি ৯৬
জেয়ানই ও জেয়ানব্বই এবং সপ্তবতি ৯৭
সাতানব্বই ও সাতানই এবং সপ্তনবতি
৯৮ আটানই ও অষ্টানব্বই এবং অষ্টানবতি
৯৯ নিরানৈ ও নিরানব্বই এবং গুনশত
শত ও শহস্র এবং অজুত ও লক্ষ কোটী।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
১১ ।১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯
২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭
২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪
৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২
৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০
৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮
৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬
৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫
৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩

৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ । ১০০ ১০০০ ১০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০০ ১০০০০০০০ ।——। এ সকল টাকা এবং অন্যোন্য দ্রব্যের গণনার অঙ্ক কিন্তু পরি মিত দ্রব্যের শের যোন ইত্যাদির প্রকরণ এই । ৵৪ চারি ধানে এক রত্তি ৵৬॥ শাড়েছয় রত্তিতে ৴৹ এক আনা ষোল আনায় এক তোলা ৵১। শওয়া তোলায় ৵৫ এক কাচ্চা ২॥ আড়াই তোলায় ৵১৹ আদ্ধি ছটাক পাঁচ তোলায় ৴৹ এক ছটাক ৴৫ শয়া ছটাক ৴১৹ দেড় ছটাক ৴১৫ পৌনে দুই ছটাক ৵৹ দুই ছটাক ও আদ্ধি পোয়া ৵৫ শওয়া দুই ছটাক ৵১৹ আড়াই ছটাক ৵১৫ পৌনেতিন ছটাক ৶৹ তিন ছটাক ৶৫ শওয়াতিন ছটাক ৶১৹ শাড়েতিন ছটাক ৶১৫ পৌনেচারি ছটাক ৷৹ চারি ছটাক

এক পোয়া । ইহার পর এই মত শওয়া শাড়ে পৌনে নাম হবেক । ৵০ পাচ ছটাক ।৵০ ছয় ছটাক ।৵০ সাত ছটাক ।।০ আট ছটাকে আদ্ধ শের ।৵ নয় ছটাক ।।৵০ দশ ছটাকে আড়াই পোয়া ।।৵০ এগার ছটাক ৷৵০ বার ছটাকে তিন পোয়া ৷৵০ তের ছটাক ৷৵০ চদ্দ ছটাক ৷৵০ পনের ছটাক ষোল ছটাকে ৴১ এক শের হইবেক ইহাও পূর্ব্ব মত শওয়াই শাড়ে দেড় আড়াই পৌনে অঙ্ক ক্রমে নাম হইবেক । ৴২ দুই শের ৴৩ তিন শের ৴৪ চারি শের ৴৫ পাঁচ শের ৴৬ ছয় শের ৴৭ সাত শের ৴৮ আট শের ৴৯ নয় শের ।০ দশ শের ।১ এগার শের ।২ বার শের ।৩ তের শের ।৪ চদ্দ শের ।৫ পোনের শের ।৬ ষোল শের ।৭ সতের শের ।৮ আঠার শের ।৯ উনিশ শের ।।০ কুড়ি শের ।।১ একুইশ শের ।।২ বাইশ শের

॥৩ তেইষ শের ॥৪ চব্বিশ শের ॥৫ পঁচিশ শের ॥৬ ছাব্বিশ শের ॥৭ সাতাইশ শের ॥৮ আটাইশ শের ॥৯ ঊনত্রিশ শের ৸৹ ত্রিশ শের ৸১ একত্রিশ শের ৸২ বত্রিশ শের ৸৩ তেত্রিশ শের ৸৪ চৌত্রিশ শের ৸৫ পঞ্চত্রিশ শের ৸৬ ছত্রিশ শের ৸৭ সাঁইত্রিশ শের ৸৮ আটত্রিশ শের ৸৯ ঊনচল্লিশ শের চল্লিশ শেরে ৷৴ এক ষোল হইবেক। দেড় আড়াই সওয়া সাড়ে পৌনে সমস্তই পূর্ব্ব মত জানিবা।—

ভূমি পরিমাণের অঙ্ক ও তাহার প্রকরণ এবং তাহার নাম কাঠা বিঘা ও কুড়া।

৴১ এক কাঠা ৴২ দুই কাঠা ৴৩ তিন কাঠা ৴৪ চারি কাঠা ।৹ পাঁচ কাঠা ।১ ছয় কাঠা

৷৲ সাত কাঠা ৷৩ আট কাঠা ৷৪ নয় কাঠা ৷৷৹ দশ কাঠা ৷৷৴ এগার কাঠা ৷৷৲ বার কাঠা ৷৷৩ তের কাঠা ৷৷৪ চদ্দ কাঠা ৸৹ পোনের কাঠা ৸৴ ষোল কাঠা ৸৲ সতের কাঠা ৸৩ আঠার কাঠা ৸৪ ঊনিশ কাঠা কুড়ি কাঠা ৷৴ এক বিঘা ও কুড়া। শওয়া শাড়ে দেড় আড়াই পৌনে সকলেই পূর্ব্ব অঙ্ক মত।

ভুমির অঙ্ক।

৴৴ ৴৲ ৴৩ ৴৪ ৷৹ ৷৴ ৷৲ ৷৩ ৷৪ ৷৷৹ ৷৷৴ ৷৷৲ ৷৷৩ ৷৷৪ ৸৹ ৸৴ ৸৲ ৸৩ ৸৪ ৷৴ ইহাকে কুড়া কাঠা কালি। এক বিঘা ও এক কুড়া পরিমাণের

পুষ্করণ এ দেশে এই মত   চারি হাতে কাঠা আশি হাতে এক কুড়া বন্দ ভুমির দীর্ঘ পুস্থ পরিমাণ করিয়া সংক্ষেতানুযাই অঙ্ক করিলে তাহার নাম হয় কালি সে এইং মত চক্ষে বুঝি কড়াক্যে গণ্ডা। আর্য্যো   কুড়বৈঃ কুড়বৈঃ কুড়বোনুযো কাঠায় কুড়বৈঃ কঠায় যুতাঃ   কালায় কাঠায় কুর পরিমাণ সেই সে কালি পরিমাণ যান।——

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থ।—

BANGIYA SAHITYA PARISHAD
LIBRARY.